NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৭ টেক্সাসের নদীতে হড়পা বান, মৃত্যু ২৪ জনের

পাওনা চাইতে যাওয়ায় বন্ধুর বাবাকে পিটিয়ে খুন ৫

কলকাতা ৬ জুলাই ২০২৫ ২১ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 06.07.2025, Vol.19, Issue No. 27, 8 Pages, Price 3.00

হিমাচলে আরও ভারী বর্ষণের সতর্কতা

ধরমশালা, ৫ জুলাই: হিমাচল প্রদেশের ১০ জেলায় আরও ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করল রাজ্য আবহাওয়া দপ্তর। রবিবার রাজ্যের তিন জেলা কাংড়া, সিরমৌর এবং মান্ডিতে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, উনা, বিলাসপুর, হামিরপুর, চাম্বা, সোলান, শিমলা এবং কুল্লুতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দেওয়া হয়েছে।

প্রবল বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে বিপাশা। মান্ডির পাশাপাশি খারাপ পরিস্থিতি শিমলা এবং কুল্লুরও। কুল্লুতে জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বইছে নদীর জল। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর একাধিক

মৃত বেড়ে ৭২, নিখোঁজ ৪০

দল রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে। জোরকদমে চলছে উদ্ধারকাজ। কিন্তু টানা বৃষ্টিতে সেই উদ্ধারকাজও ব্যাহত হচ্ছে। তার মধ্যেই আগামী কয়েকদিন পাহাড়ি রাজ্যে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ্যে মোট ২৬০টি রাস্তা বন্ধ। তার মধ্যে কোনওটি হড়পা বানে ভেসে গিয়েছে। কোনওটিতে ধস নেমে পুরোপুরি বন্ধ। কোনও রাস্তা আবার প্লাবিত। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, ৮ জুলাই পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে। তবে বৃষ্টি চলবে ১১ জুলাই পর্যন্ত। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে উদ্ধার কাজ। হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যেই লাল সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন।

জানা গিয়েছে, মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নেমেছে ধস। অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে বহু রাস্তা স্তাঘাট। বন্যায় ভেসে গিয়েছে ৩০০-রও বেশি গবাদি পশু। ভেঙেছে বহু বাড়িঘর। অকেজো হয়ে গিয়েছে রাজ্যের ৫০০-রও বেশি বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার। তবে প্রায় চারশো জনকে উদ্ধার করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। খোলা হয়েছে একাধিক ত্রাণশিবির। এহেন পরিস্থিতিতে পরিশ্রুত পানীয় জল সরবরাহের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে জলশক্তি দপ্তর। বাড়ি বাড়ি ত্রাণ পৌঁছনোর কাজও চলছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার প্রতি ৫ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিং সুখু।

রাজ্য প্রশাসন সূত্রে খবর, মেঘভাঙা বৃষ্টি, ধস এবং হড়পা বানে গত ২০ জুন থেকে এখনও পর্যন্ত ৭২ জনের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ ৪০ জন। আহতের সংখ্যা শতাধিক। মুখ্যমন্ত্রী সুখবিন্দর সিহ সুখু জানিয়েছেন, গত কয়েক দিনে ১৪টি মেঘভাঙা বৃষ্টি হয়েছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। তার জেরে হড়পা বান এবং ধসে বহু বাড়ি ভেঙে গিয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে অনেক ইমারতের। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর জানিয়েছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে এখনও পর্যন্ত ৭০০ কোটির সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

প্রথম ইনিংসে দ্বিশতরানের পর এজবাস্টনে দ্বিতীয় ইনিংসেও শতরান করলেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল।

নীরবে মার্কিনে গ্রেপ্তার নেহাল

ভারতের হাতে প্রত্যর্পণের অনুরোধ

লন্ডন, ৫ জুলাই: আমেরিকায় গ্রেপ্তার পলাতক নীরব মোদীর ভাই নেহাল মোদী। ভারতের দুই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডির তরফে নেহালকে প্রত্যর্পণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছিল। ভারতের অনুরোধের প্রেক্ষিতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর।

পিটিআই সূত্রে খবর, নেহালকে ভারতের হাতে প্রত্যর্পণের জন্য ইতিমধ্যে আইনি প্রক্রিয়া শুরু করেছে আমেরিকার প্রশাসন। আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থার কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পরবর্তী শুনানিতে জামিনের আবেদন জানাতে পারেন নেহাল। সে ক্ষেত্রে আমেরিকার সরকারি আইনজীবীরা ওই জামিনের আর্জির বিরোধিতা করতে প্রস্তুত।

পিএনবি জালিয়াতিতে অন্যতম অভিযুক্ত নেহাল। ব্যাঙ্ক প্রতারণায় অভিযুক্ত পলাতক নীরবের হয়ে টাকা পাচারের অভিযোগ রয়েছে তাঁর ভাই নেহালের বিরুদ্ধে। সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডির মামলাতেও অভিযুক্ত তিনি। ইডির চার্জশিটে অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে

নাম রয়েছে তাঁর। প্রমাণ নষ্টের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। জেনেবুঝে এবং ইচ্ছাকৃত ভাবে নীরবের বেআইনি কাজে সাহায্যের অভিযোগও রয়েছে।

৪৬ বছর বয়সি নেহাল বেলজিয়ামের নাগরিক। তাঁর জন্ম বেলজিয়ামের অ্যান্টওয়ার্পে। পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের আর্থিক তছরুপের মামলায় নীরবের পাশাপাশি অভিযুক্ত নেহালও। সিবিআই এবং ইডি উভয় তদন্তকারী সংস্থাই তাঁর খোঁজ চালাচ্ছিল। এরই মধ্যে শনিবার দুপুরে জানা যায়, আমেরিকার তদন্তকারী সংস্থার হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন নেহাল। শুক্রবারই তাঁকে পাকড়াও করেন মার্কিন আধিকারিকেরা।

শনিবার তাঁকে আমেরিকার আদালতে পেশ করে নিজেদের হেপাজতে নেন সে দেশের তদন্তকারীরা। আগামী ১৭ জুলাই আমেরিকার আদালতে পরবর্তী শুনানি রয়েছে।

২০১৮ সালে পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক থেকে ঋণখেলাপের মামলায় অভিযুক্ত হন হিরে ব্যবসায়ী নীরব। তাঁর বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হওয়ার পরেই দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন। ইডি তাঁকে 'পলাতক' ঘোষণা করে। ২০১৯ সালে ব্রিটেনে গ্রেপ্তার করা হয় নীরবকে। সেই থেকে তিনি লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার এলাকায় এক জেলে বন্দি রয়েছেন।

হিংসাই শুধু রসদ তৃণমূলের: শমীক

নিজস্ব প্রতিবেদন: তৃণমূল সরকার রাজ্যে গণতন্ত্রের পুনরুত্থান ঘটায়নি, বরং সিপিএম-পরবর্তী একদলীয় শাসনের জায়গায় আরও ভয়ঙ্কর, দমনমূলক শাসন কায়েম করেছে; এভাবেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে তীব্র অভিযোগ তুললেন বিজেপির নবনির্বাচিত রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।

শনিবার দুপুরে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'তৃণমূল সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে প্রশাসন ও পুলিশকে দলীয় স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করছে। সংবাদমাধ্যম ও বিচারব্যবস্থার উপর প্রকাশ্য আক্রমণ হচ্ছে। এমনকি নাম ধরে বিচারপতিদের নিশানা করা হচ্ছে।'

সিবিআই ও ভোট-পরবর্তী হিংসা প্রসঙ্গে শমীক বলেন, 'তপন দত্ত খুনের মামলা এখনও চলছে। সিবিআই-এর গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছিল। কিন্তু সম্প্রতি ভোট-পরবর্তী হিংসার মামলায় সিবিআই চার্জশিট দিয়েছে এবং রফিকুল ইসলামকে সাজা হওয়ায় সেই প্রশ্নের অবসান হয়েছে। অথচ ২৭ দিনের মধ্যে ৫৪ জন বিজেপি কর্মী খুন হওয়ার পরও কেউ জবাবদিহি করছে না।' তিনি দাবি করেন, 'জেহাদি শক্তিকে পৃষ্ঠপোষকতা দেওয়া হয়েছে, পুলিশ চুপ করে থেকেছে। ফলে সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। হিংসার রাজনীতির উপর দাঁড়িয়ে থাকা তৃণমূল এখন নিজেরাই নিজেদের মারছে। যে দল মানুষের উপর অত্যাচার করত, এখন সে দল নিজের কর্মীদের দমন করছে। এটি এক আত্মঘাতী শাসনব্যবস্থা।'

তৃণমূলকে 'গণভিত্তিহীন ও বোমা নির্ভর' দল আখ্যা দিয়ে তিনি

বলেন, 'জনসংযোগ নেই। প্রশাসনকে ভয় দেখিয়ে চলছে। হিংসাই একমাত্র রসদ।' শিক্ষিত ও প্রগতিশীল মুসলিমদের উদ্দেশে শমীক বার্তা দেন, 'আগামী ২০ বছর কেন্দ্রে বিজেপি থাকবে। বিজেপির সঙ্গেই থাকুন। ভারতীয় গণতন্ত্র রক্ষায় আপনাদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবস্থান নিয়ে কটাক্ষ করে বলেন, 'একসময় সংসদে দাঁড়িয়ে যিনি কাগজ ছুঁড়ে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ দেখিয়েছিলেন, আজ তিনিই বলছেন রাজ্যে অনুপ্রবেশ নেই! এটি স্পষ্ট দ্বিচারিতা।'

শিল্পপতিদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, 'আর এক বছর ধৈর্য ধরুন। বিজেপি ক্ষমতায় এলে পশ্চিমবঙ্গে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা হবে।'

'মুখ্যমন্ত্রী চোর, সব শাখা-প্রশাখা চোর'

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: কলেজে কলেজে রমরমিয়ে চলছে দুর্নীতি। চলছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের গাঙ্জুজোয়ারি, হুমকি। শনিবার তা নিয়েই মমতা সরকারকে তীব্র নিশানা করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এদিন পানিহাটিতে এসে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী নিজে চোর। মুখ্যমন্ত্রী যখন চোর হয়, তার সব শাখা-প্রশাখাও চোর হয়। আমি আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে একটা ক্যালেন্ডার প্রকাশ করব। কলেজগুলোতে কারা ভাইপোর গ্যাং, তোলামূলের টিম। সেসব তথ্য ও ছবি দিয়ে প্রকাশ করব। ২০১৪ সালের পর ভাইপো আসার পর থেকে লাল চুল, কানে দুলদের গ্যালারি প্রকাশ করব।'

প্রসঙ্গত, পানিহাটিতে রথযাত্রার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রথযাত্রার অনুষ্ঠান শেষে এদিন সন্ধ্যায় পানিহাটিতে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতালের সেই নিহত ডাক্তারি ছাত্রীর পরিবারের সঙ্গে তিনি দেখা করেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'নিহত ছাত্রীর বাবা-মা শিয়ালদহ এবং কলকাতা হাইকোর্টে যে আইনি লড়াই লড়ছেন, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে আমি তাতে সমর্থন জানিয়েছি।' শুভেন্দুর দৃঢ় বিশ্বাস, বেলেঘাটাতে যেভাবে হত্যা হয়েছিল। তদন্তকারী সংস্থা সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে বাধ্য হয়েছিল। ঠিক একইভাবে ডাক্তার বোনের ক্ষেত্রেও আদালতে তাদের যে আইনি লড়াই চলছে। তারও

ফলাফল নিশ্চিতভাবে, তাদের আশা পূরণ করবে।

তাঁর কথায়, আগামী ৯ অগস্ট ভয়ংকর ঘটনার বর্ষপূর্তিতে অরাজনৈতিকভাবে যদিও ডাক্তার বোনের পিতা-মাতা নবান্ন চলো অভিযান কর্মসূচির ডাক দেন। তাহলে রাজনৈতিক পতাকা সরিয়ে রেখে তাঁরা সকলেই সেই কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। তাতে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রসঙ্গত, এদিন পূর্ব নাটাগড় রথযাত্রা কমিটির উদ্যোগে আজ সোদপুর অমরাবতী মোড় থেকে পূর্ব নাটাগড় জমিদার পাড়া পর্যন্ত রথযাত্রার সমাপ্তিতে পূর্ণ যাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত পূর্ণ যাত্রায় অংশ নিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বাংলায় হিন্দু সমাজকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ডাক দিলেন।

মেডিক্যাল দুর্নীতি

■ **মোদী জমানার অন্যতম বড় কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস করল সিবিআই। মামলায় নাম জড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি), বহু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধিদের এবং ইউজিসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর বর্তমান চ্যান্সেলর ডিপি সিং-এরও। মেডিক্যাল কলেজ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের নজরে কেন্দ্রের একাধিক শীর্ষ কর্তা এবং স্বঘোষিত ধর্মগুরুও রয়েছেন। সিবিআইয়ের এফআইআরে ৩৪ জনের নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে আট জন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিক।** (পৃষ্ঠা. ৭)

মিটল বিবাদ

■ **দু'দশক বাদে ফের একমঞ্চে উদ্ধব ঠাকরে এবং রাজ ঠাকরে। মরাঠি অস্মিতাকে সামনে রেখে নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন বালাসাহেব ঠাকরের ছেলে উদ্ধব এবং ভাইপো রাজ। সেই মঞ্চ থেকেই বিজেপির উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তাঁরা। শনিবার দুপুরে মুম্বইয়ের ওরলি পার্ক অডিটোরিয়াম ছাপানো বিপুল জমায়েতে ঐক্যের বার্তা দিলেন দু'জনেই। প্রথম জন বলেন, 'একসঙ্গে থাকার জন্যই আমরা এক মঞ্চে এসেছি।' দ্বিতীয় জনের মন্তব্য, 'বালাসাহেব ঠাকরে যা পারেননি, দেবেন্দ্র ফডনবিশ তা সম্ভব করে দিয়েছেন।'** (পৃষ্ঠা. ৭)

কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়েই মনোজিৎদের দাপট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কসবা ঘটনার তদন্তে নেমে একটা ঘটনা স্পষ্ট যে, সাউথ ক্যালকাটা ল' কলেজ কর্তৃপক্ষের প্রশ্রয়েই মনোজিৎ মিশ্রের এতোটাই দাপাদাপি। মনোজিতের কলেজ ক্যাম্পাসে অবাধ বিচরণের কথা কলেজ কর্তৃপক্ষ জানতো না, তা নয়। এরপরও কোনও এক অদৃশ্য ক্ষমতার জেরে তার সব দোষ মাফ হয়ে যেতো কি না সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। একইসঙ্গে তদন্তে নেমে এও জানা গিয়েছে, মনোজিৎ মিশ্রকে কলেজের দায়িত্ব অফিশিয়ালি কলেজ কর্তৃপক্ষেরই দেওয়া, আর সেখানে তাকে অফিস স্টাফ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ছাত্র-ছাত্রীদের কলেজ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য কলেজের প্যাডে বিজ্ঞপ্তি জারিও করা হয়েছে এই সাউথ কলকাতা ল কলেজের তরফ থেকেই। তবে মনোজিতের নিয়োগের বৈধতা নিয়ে রয়েছে বিস্তর রহস্য। প্রশ্ন উঠেছে কীভাবে কলেজের অফিশিয়াল লেটার হেডে মনোজিতকে দেওয়া হল এমন দায়িত্ব তা নিয়ে। শুধু তাই নয় কলেজের অস্থায়ী কর্মী হয়েও অফিসিয়াল গ্রুপ চালাতো মনোজিত বা কী করে এটা সে করতে পারে তা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

এর পাশাপাশি এ খোঁজও

চলছে, গণধর্ষণের পর ওইদিন কাকে কাকে ফোন করেছিলেন মনোজিৎ সে ব্যাপারেও। খতিয়ে দেখা হয়, সেই সময় কী করছিল তারা। আর তা জানতেই মূল অভিযুক্তের মোবাইলের কল লিস্ট খতিয়ে দেখে পুলিশ। তাতে উঠে এসেছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যাচ্ছে, ঘটনার পর কলেজ থেকেই মূল অভিযুক্ত তৃণমূলেরই প্রভাবশালী এক ছাত্রনেতাকে ফোন করেছিলেন। তারপর তাঁর বাড়িতেও যেতে চান মূল অভিযুক্ত। কিন্তু সেই প্রভাবশালী ছাত্রনেতা রাজি হননি। এবার প্রশ্ন, এই প্রভাবশালী ছাত্রনেতা কে রয়েছে বিস্তর ধোঁয়াশা। এই সূত্র ধরেও পুলিশ তদন্ত করে জানতে চাইছে, এই তিনজন তারপর কোথায় গিয়েছিল। তারা প্রমাণ লোপাটের কোনও চেষ্টা করেছিল কি না।

মেসির দেশে মোদী বরণ

বুয়েনস আইরেস, ৫ জুলাই: দু'দিনের সফরে আর্জেন্টিনায় পৌঁছেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজধানী বুয়েনস আইরেসে পৌঁছতেই রাজকীয় অভ্যর্থনা জানানো হয় তাঁকে। গত ৫৭ বছরে এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করতে সেদেশে পা রাখলেন। এর আগে ২০১৮ সালে জি-২০ সম্মেলনে যোগ দিতে তিনি আর্জেন্টিনায় গিয়েছিলেন।

পহেলগাঁও হামলার নিন্দা করা প্রথম দেশগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল আর্জেন্টিনা। সূত্রের খবর, শনিবার আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠক করেন মোদী। শুক্রবার বিকেলে তিনি বুয়েনস আইরেসের এজেইজা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন। স্থানীয় রীতি মেনে সেখানে অভ্যর্থনা জানানো হয় তাঁকে। দেওয়া হয় গার্ড অফ অনার। আর্জেন্টিনা পৌঁছে মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'ভারত-আর্জেন্টিনার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করতে আমার এই বুয়েনস আইরেস সফর। প্রেসিডেন্ট জেভিয়ার মিলেইয়ের সঙ্গে বৈঠক করতে আমি মুখিয়ে রয়েছি।'

লিথিয়াম, কৃষি, প্রতিরক্ষা, এলএনজি এবং পারমাণবিক সহযোগিতা-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা এই বৈঠকে। লিথিয়ামই হল ভবিষ্যতের জ্বালানি। কারণ, এটি সবুজ প্রযুক্তির জন্য একটি অপরিহার্য। চিলি ও বলিভিয়ার পাশাপাশি আর্জেন্টিনার খনিতেও এর বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় খনি সংস্থাগুলি ইতিমধ্যেই উত্তর আর্জেন্টিনার কাটামারকা প্রদেশে কাজ করছে। ভারতীয় সংস্থাগুলি আর্জেন্টিনার সঙ্গে তামা, সোনা এবং আরও কয়েকটি নতুন যুগের আকরিকের খননের কাজ করতে আগ্রহী। আবার, আর্জেন্টিনা ভারত থেকে তাজা ফল, শাকসবজি এবং দুগ্ধজাত পণ্যের মতো কৃষি পণ্য আমদানি করতে আগ্রহী।

প্রসঙ্গত, আগামী কয়েকদিনে একগুচ্ছ দেশে যাবেন প্রধানমন্ত্রী। ঘানা থেকে শুরু হয়েছে সেই সফর। শুক্রবার তিনি আর্জেন্টিনায় পৌঁছন। তারপর ব্রাজিলে আয়োজিত ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী। সবশেষে নামিবিয়া সফরে যাবেন তিনি। এর আগে বৃহস্পতিবার ঘানা থেকে ত্রিনিদাদ এবং টোব্যাগোয় পৌঁছন মোদী। মোদিকে স্বাগত জানাতে ভোজপুরি চৌতালেরও আয়োজন করা হয়েছিল পোর্ট অফ স্পেনে। মোদী ত্রিনিদাদের রাজধানী পোর্ট অফ স্পেনে পৌঁছতেই ভোজপুরি লোকায়ত গান গেয়ে, ঢোল বাজিয়ে তাঁকে স্বাগত জানানো হয়। সে দেশের ৩৮ জন মন্ত্রীই ভারতীয় পোশাক পরে মোদীকে স্বাগত জানান। সেই ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'ত্রিনিদাদ এবং টোব্যাগোর সঙ্গে ভারতের গভীর যোগাযোগ রয়েছে, বিশেষত উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের সঙ্গে।'

বুয়েনস আইরেসে নরেন্দ্র মোদীকে রাজকীয় অভ্যর্থনা।

বিধায়কের নামে হুমকি, গ্রেপ্তার যুবক

ডোমজুড়ে তৃণমূল-বিজেপি তরজায় উত্তাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডোমজুড়: ডোমজুড়ের বিধায়কের নাম জড়িয়ে কারখানার এক লেবার কন্ট্রাক্টরকে ফোনে হুমকি দেওয়ার অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল ডোমজুড় থানার অন্তর্গত জগদীশপুর এলাকায়। ওই ঘটনায় শান্তনু দাশ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তারের পরেই সামনে আসে বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি; নিজেই ক্যামেরার সামনে নিজের দোষ মেনে নিয়েছে শান্তনু।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তনু দাশ দীর্ঘদিন ধরে ডোমজুড়ের পাকুড়িয়ার এক কারখানায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করতেন। কাজ করতেন এক লেবার কন্ট্রাক্টরের অধীনে। কিন্তু দিন কয়েক আগে কোনও কারণে তাঁকে কাজ থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়। তারপরই সে মোবাইলে ফোন করে লেবার কন্ট্রাক্টরকে হুমকি দেয়, দাবি করে সে ডোমজুড়ের বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের অফিস থেকে বলছে। ওই হুমকির অডিও ক্লিপ ভাইরাল হতেই এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে আলোড়ন।

ঘটনার খবর পেয়ে নিজে ডোমজুড় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তৃণমূল বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ। পুলিশ তদন্তে নেমে শনিবার রাতে শান্তনুর বাড়িতে হানা দেয় এবং তাকে গ্রেপ্তার করে। শান্তনুকে থানায় নিয়ে যাওয়া হলে, সে স্বীকার করে;ওঁ, আমি ভুল করেছি। আমায় বসিয়ে দেওয়ায় রাগের মাথায় হুমকি দিয়েছিলাম। কেউ শেখায়নি। একা একাই করেছি।

তবে এই ঘটনার রাজনৈতিক দিকও সামনে এসেছে। কল্যাণ ঘোষের দাবি, ২০২১ সালের ভোটের পর থেকে এলাকায় এমন কিছু ঘটেনি। এবার ২০২৬ সালের নির্বাচন সামনে রেখে পরিকল্পিতভাবে আমাদের বদনাম করার চক্রান্ত চলছে। তাঁর বক্তব্য, দলের ভাবমূর্তি নষ্ট করতেই এমন নাটক সাজানো হচ্ছে।

এই অভিযোগ একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি। দলের রাজ্য সম্পাদক উমেশ রায় বলেন, এখানে বিধায়কের অফিস থেকেই ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কর্মসংস্থানের এমন দুরবস্থায় কে এখানে ব্যবসা করতে আসবে? শিল্প সম্মেলন করে কী হবে, যদি বাস্তবে শিল্পবান্ধব পরিবেশই না থাকে? ডোমজুড়ের এই ঘটনাকে ঘিরে ফের একবার তৃণমূল-বিজেপি তরজা মাথাচাড়া দিয়েছে। পুলিশের তদন্তে এখন নজর সকলের।

নকল নোট-সহ ধৃত যুবক, দত্তপুকুরে হানা গোয়েন্দাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নকল নোট চক্রে বড়সড় সাফল্য পুলিশের। দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত নেতাজি পল্লিতে হানা দিয়ে একটি ভাড়াবাড়ি থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল গোয়েন্দা বিভাগের একটি বিশেষ দল। অভিযুক্তের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে মোট ১,৭৮,০০০ টাকা মূল্যের জাল নোট, যার সবকটি ছিল ৫০০ টাকার বিন্যাসে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এই অভিযান জগাছা থানায় দায়ের হওয়া ১৫৪/২৫ নম্বর মামলার ভিত্তিতে চালানো হয়। ওই মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া ভিকি লস্কর ওরফে রমিজ রাজা লস্কর নামের এক ব্যক্তির জবানবন্দির উপর ভিত্তি করে পুলিশ তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যায়। এরপরই গত ৩ জুলাই রাতে দত্তপুকুরের নেতাজি পল্লির একটি বাড়িতে হানা দেয় গোয়েন্দা দল। সেখান থেকেই গ্রেপ্তার করা হয় রাহুল বিশ্বাস ওরফে তুহিন বিশ্বাস নামে এক ২৮ বছরের যুবককে। তাঁর বাবার নাম রঞ্জিত বিশ্বাস।

প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে ধৃত রাহুল জানিয়েছে, সে আসলে লিলুয়া থানার অধীনস্থ জগদীশপুরের বাসিন্দা, তবে কিছুদিন ধরে দত্তপুকুরের ওই বাড়িতে ভাড়ায় থাকছিল।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃতকে গভীর রাতে গ্রেপ্তার করে শনিবার আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে পুলিশি হেপাজতে নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

শেষ হল দুই দিনের এডুকেশন ফেয়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গের স্বনির্ভর বেসরকারি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংগঠন এপিএআই-ডাব্লিউ (অ্যাসোসিয়েশন অফ প্রোফেশনাল আকাডেমিক ইনস্টিটিউশনস, ওয়েস্ট বেঙ্গল) কলকাতায় প্রথমবার আয়োজন করল প্রি-কাউন্সেলিং ও এডুকেশন ফেয়ার। নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত এই মেলাটি রাজ্য জয়েন্টের ফল প্রকাশের ঠিক আগে ছাত্রছাত্রীদের জন্য এক অনন্য দিশা হয়ে উঠল। ফেয়ারে মূলত কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার বহু দ্বাদশ ও স্নাতকস্তরের ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন উচ্চশিক্ষা ও পেশাদার কোর্স নিয়ে সচেতন ও প্রস্তুত করা হয়। প্রকৌশল, প্রযুক্তি, ফার্মাসি, আর্কিটেকচার, ম্যানেজমেন্ট প্রভৃতি বিষয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের কোর্স নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

এপিএআই-ডাব্লিউ-এর সাধারণ সম্পাদক শ্রী সত্যম রায়চৌধুরী বলেন, এই ফেয়ার শুধুই কলেজ প্রদর্শনের জায়গা নয়, এটা ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনার জানালা খুলে দেওয়ার উদ্যোগ। আমরা চাই, রাজ্যের প্রতিটি ছাত্র বড় স্বপ্ন দেখুক এবং জানুক; ওয়ার্ল্ড-ক্লাস শিক্ষা, আন্তর্জাতিক সুযোগ, এবং ইন্ডাস্ট্রি-রেডি প্রশিক্ষণ সবই আজ পশ্চিমবঙ্গে সম্ভব। আমরা কেবল কেরিয়ার নয়, ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছি।

বাগবাজারের নব বৃন্দাবন মন্দিরের উলটো রথযাত্রা। ছবি: অদিতি সাহা

ইসকনের উলটো রথযাত্রায় ভক্তিগানে সামিল বিদেশিনীরা।

শিয়ালদহ স্টেশনে তরোয়াল হাতে দাপাদাপি, রক্তাক্ত এক যাত্রী, প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: শিয়ালদহ স্টেশনের ৩ নম্বর প্ল্যাটফর্মে শনিবার দুপুরে হঠাৎই ছড়াল আতঙ্ক। মহরম উপলক্ষে জমায়েত হওয়া কিছু যুবক হাতে খোলা তরোয়াল নিয়ে স্টেশনে দাপিয়ে বেড়ায় বলে অভিযোগ। আতঙ্কে ছোটাছুটি শুরু করেন যাত্রীরা। এক নিত্যযাত্রী মাথায় গুরুতর আঘাত পেয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনায় জানা যায়, দুপুর ১২টা নাগাদ ডাউন নৈহাটি লোকাল শিয়ালদহে এসে পৌঁছলে, সেটিকেই আপ কৃষ্ণনগর লোকাল করে ছাড়ার প্রস্তুতি চলছিল। তখনই তরোয়াল হাতে কয়েকজন যুবকের আগমন ঘটে। হঠাৎই শুরু হয় দৌড়াদৌড়ি ও চিৎকার। আহত যাত্রীর পাশে থাকা এক মহিলা বোতলে জল ঢেলে তাঁর প্রাথমিক শুশ্রূষা করেন। প্ল্যাটফর্ম রক্তে ভিজে যায়। একাধিক যাত্রী জিআরপি-র কাছে ছুটে যান।

অভিযোগ, যাত্রীদের চাপে বাধ্য হয়ে কিছু পুলিশ কর্মী ঘটনাস্থলে এসে চার-পাঁচটি তরোয়াল উদ্ধার করলেও, তারা ট্রেনটি তড়িঘড়ি ছেড়ে দেন। যাত্রীরা চিৎকার করে ট্রেন থামানোর অনুরোধ জানালেও, কোনও সাড়া মেলেনি। ঘটনার পরে যাত্রীদের প্রশ্ন, স্টেশনে যদি তরোয়াল চলে, কাল বোমা-গুলি চলবে না তার গ্যারান্টি কোথায়? শিয়ালদহের মতো ব্যস্ত স্টেশনে এমন ঘটনা রেল নিরাপত্তা ব্যবস্থার চূড়ান্ত ব্যর্থতা বলেই মনে করছেন অনেকে। এই ঘটনা প্রসঙ্গে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক দীপ্তিময় দত্তকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি স্পষ্ট ভাষাতে বলেন, সোশ্যাল মিডিয়া থেকে এই বিষয়টি আমি জানতে পেরেছি। এই বিষয়ে যা কিছু সংবাদমাধ্যমের জানার আছে তার জন্য জিআরপিকে জিজ্ঞাসা করুন। রাজ্য পুলিশ এর সঠিক উত্তর দিতে পারবে।'

চার হাত জগন্নাথ, কিন্তু রথ নয়

তিন শতকের পরম্পরায় এক অনন্য বিশ্বাস বহন করছে হাওড়ার নাউপালা গ্রাম

রাজীব মুখোপাধ্যায়

'ঠুঁটো জগন্নাথ'; এই পরিচিত প্রবাদের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্তিতে বাহ্যিকভাবে নেই হাত-পা। অথচ সেই মূর্তিই শতাধীর পর শতাধী ধরে পূজিত হয়ে আসছেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের ভক্তির কেন্দ্র বিন্দু হয়ে।

তবে এর বিপরীত এক ঐতিহাসিক ও হৃদয়গ্রাহী পরম্পরাকে এখনও বুকে ধারণ করে আছে হাওড়ার শেষপ্রান্তের একটি ছোট গ্রাম; ডিউটি নাউপালা। এখানে ভট্টাচার্য পরিবারে প্রায় তিনশো বছরেরও বেশি সময় ধরে পূজিত হচ্ছেন চার হাতবিশিষ্ট জগন্নাথদেব, যাঁকে মানা হয় স্বয়ং বিষ্ণুর রূপে। ভট্টাচার্য পরিবারের ষষ্ঠ প্রজন্মের প্রতিনিধি সুপ্রিয় ভট্টাচার্য জানালেন, তাঁদের কুলগুরু ছিলেন পণ্ডিত ডঃ অযোধ্যানাথ বিদ্যাবাগীশ। জীবনের শেষ পর্বে তাঁর ইচ্ছা হয় পুরীর জগন্নাথদেবের দর্শনে যাওয়ার। কিন্তু শারীরিক দুর্বলতা ও দূরপাল্লার দুর্বল যাতায়াত ব্যবস্থা সেই ইচ্ছাপূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তখনকার জমিদার ঘনশ্যাম বাবু প্রতিশ্রুতি দেন; পুরীতেই না হোক, এ গ্রামেই হবে তাঁর দর্শন।

ফলে, নিম কাঠ আনিয়ে গড়া হয় মূর্তি। কিন্তু তার আগে স্বপ্নাদেশে ভগবান জানান, তিনি পূজিত হবেন চার হাতবিশিষ্ট বিষ্ণুরূপে। সেই অনুসারে গড়া হয় জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্তি; জগন্নাথের চার হাত, বলরামের দুই হাত, সুভদ্রা নিরস্ত্র।

আজও সেই মূর্তি অপরিবর্তিত। শুধু একবার রঙ করা হয়েছিল; তাও বহু বছর আগে। তবে এই মন্দিরের বড় বৈশিষ্ট্য, এখানকার জগন্নাথদেবের রথ হয় না। যদিও জন্মাষ্টমীতে হয় ধুমধাম করে পুজো, রথযাত্রার দিনটি সীমিত থাকে গৃহস্থালিভাবে। স্থানীয় বিশ্বাস, এই মন্দিরই জগন্নাথের মাসির বাড়ি। তাই রথ বের হয় না, দেবতা থাকেন মন্দিরেই। পরিবারের বউমা মিন্টা ভট্টাচার্য বলেন, এই বাড়িতে এসে প্রথম দেখেছিলাম আলাদা এক জগন্নাথ। চার হাত। রথ হয় না; কারণ এটাই মাসির বাড়ি। আমরা সেই নিয়মই আজও মেনে চলি।

গ্রামের প্রবীণরাও বলেন, তাঁদের ছোটবেলা থেকেই দেখে আসছেন এই মূর্তি ও এই প্রথা। সময় বদলালেও বদলায়নি ভক্তি। জঙ্গলে ঘেরা ছিল এক সময়ের নাউপালা। রাস্তা ছিল না, তাই রথের আয়োজন কখনও করা হয়নি; এমনটাই বিশ্বাস। তবে নতুন প্রজন্ম একদিন যদি মাসির বাড়ি নির্মাণ করে, হয়তো একদিন রথও গড়াবে গ্রামের পথে। তবে এখনো পর্যন্ত, ডিউটি নাউপালার ভট্টাচার্য পরিবারে রথ নয়, অন্তরের ভক্তিই মুখ্য। যেখানে আড়ম্বরের চেয়ে বেশি জায়গা করে নেয় ঐতিহ্য, নিষ্ঠা আর নিরবিচার বিশ্বাস।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি, Samirul Seikh, S/o- Abdul Sabur Seikh গ্রাম-পুরন্দরপুর ভবানীপুর, পোঃ- পুরন্দরপুর, থানা- কান্দী, জেলা- মুর্শিদাবাদ। গত ০৪/০৭/২৫ তারিখে বহরমপুর এস.ডি.ই.এম (এস) কোর্টের এফিডেভিট (No. C-84022) বলে Samirul Seikh S/o- Abdul Sabur Seikh ও Mojibur Rahaman, S/o.- Sobur Sk যথাক্রমে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হলাম।

নাম-পদবী

আমি মানস মণ্ডল পিতা দিলীপ মণ্ডল, গ্রাম মেজে, পোস্ট কুখুটিয়া, থানা দুবরাজপুর, জেলা বীরভূম, গত ৪/৭/২৫ দুবরাজপুর কোর্টে ১ষ্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের অধীনে এফিডেভিট বলে Manas Mondal ও Manas Mandal এক ও অভিন্ন ব্যাক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

নাম-পদবী

গত ০৫/০৭/২০২৫, নোটারী পাবলিক, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৮৯০ নং এফিডেভিট বলে আমি Abul Kasem Mondal S/o. Late Hazi Abu Bakkar Mondal ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Md Nuruzzaman Mondal) আধার ও প্যান কার্ডে আমার নাম Abul Kashem Mondal, মাধ্যমিক পাস সার্টিফিকেটে Md Abul Kashem Mondal ও পাসপোর্টে Abdul Kashem Mondal লিপিবদ্ধ হইয়াছে। Abul Kasem Mondal (Correct Name) Abul Kashem Mondal, Md Abul Kashem Mondal ও Abdul Kashem Mondal S/o. Late Hazi Abu Bakkar Mondal of Meshera, Kalachara, Haripal, Hooghly-712405 সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৬ ই জুলাই। ২১ শে আষাঢ় রবি বার। একাদশী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধে র বিংশোত্তরী বৃহস্পতি র র মহাদশা। মৃতে ত্রিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : গ্রহ অবস্থান যা তাতে আজকের দিনটি খুব সাধারণ ভাবে কাটবে। যারা ইলেকট্রিক্যাল ব্যবসা করেন যারা মেকানিক্যাল ব্যবসা করেন, বাণিজ্যের সুযোগ আসবে--তবে আজকে নয়। প্রতিবেশীর সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলুন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ দলের হয়ে মত প্রকাশ, না করা শুভ। সকালে পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও, গুপ্ত শত্রু ষড়যন্ত্র থাকবে। ওম নমঃ শিবায় বলুন শুভ হবে নিশ্চিত।

বৃষ রাশি : বিদ্যাযোগে অতীব শুভ। বিবাহের বিষয়ে যাদের কথা পাকা হওয়ার ছিল, তাদের সু-সম্পর্ক বজায় থাকবে। প্রেমিক যুগল শুভদিন। বাণিজ্য অর্থ প্রাপ্তির প্রবল সম্ভাবনা বিশেষত যারা জমি বাড়ি বাস্তু বিষয়ে কাজ করেন, ব্যবসা-বাণিজ্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিত। দুর্গা মায়ের নামকরণ।

মিথুন রাশি : বেতনভুক কর্মচারীদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দেওয়া কাজ, শেষ করার জন্য সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। অর্থবৃদ্ধির সম্ভাবনা ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে, বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে কাজ করেন তাদের অর্থ বৃদ্ধি। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকলেও বিশেষ কোনো অশুভ যোগ নেই। দেবী মহাকালীর নাম করুন নিশ্চিত শুভ হবে।

কর্কট রাশি : গ্রহ অবস্থান রাশিচক্র অনুসারে আজ খুবই সতর্ক থাকার দিন। বাড়িতে গৃহ-বিবাদ। কর্মে অশান্তি দায়ক পরিবেশ। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কুনজর থাকবে। যারা পুলিশ-প্রশাসন-সেনা, সরকারি আধিকারিক তাদের সতর্ক হয়ে আজকের দিনটি বাক্য ব্যয় করা উচিত। সন্তানের বিদ্যালয়ে একটি সমস্যা দেখা দেবে, ঠান্ডা মাথায় ধৈর্য ধরে তা সমাধান করা উচিত, পরিচিত কোন মানুষের দ্বারা মনে কষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। দুর্গা মায়ের নামকরণ শুভ হবে।

সিংহ রাশি : পারিবারিক যে সমস্যা দানা বেঁধেছিল তা সমাধান হয়ে পড়বে। বি পরিবারের প্রবীণ নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি সম্ভব। ব্যবসায় অর্থপ্রাপ্তি- বিশেষত যারা হোটেল-রেস্তোরা ব্যবসা করেন। জমি বাস্তু বিষয় অতীব শুভ। সমাজে সম্মান প্রাপ্তি এক প্রভাবশালী মানুষের দ্বারা কর্মে সফলতা প্রাপ্তি। বাড়ির গৃহ মন্দিরে ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে দূর্বা প্রদান করলে শুভ হবে।

কন্যা রাশি : কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি। কর্ম প্রার্থী যারা, তাদের কাছে নতুন সুযোগের সম্ভাবনাময় কাল। পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। নতুন চুক্তির সম্ভাবনা। প্রতিবেশী দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। যাকে কথা দিয়েছিলেন সে কথা রাখার জন্য, আজ বড় আর্থিক লাভ সম্ভাবনা। পরিবারে নারীর বুদ্ধির দ্বারা জয় লাভ। ভক্ত হনুমানজির চরণে আরতী করুন শুভ হবে।

তুলা রাশি : গ্রহ যোগ আজকে যা আছে তাতে নতুন বড় কোন ব্যবসায়িক চুক্তির সম্ভাবনা। বেতনভোগ কর্ম যারা করেন, তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। বিশেষত বিজ্ঞাপন দপ্তরে যারা কাজ করেন, যাদের খাদ্যদ্রব্যের ব্যবসা, যাদের তরল পদার্থ এবং বাস্তু জমি বিষয় ব্যবসা তাদের লাভ প্রাপ্তির সম্ভাবনা, বিদ্যা যোগ। শুভ উচ্চ বিদ্যা যোগ। সুখ বৃদ্ধি কর্মের আবেদন যারা করছেন তাদের কাছে, নতুন পথের সম্ভাবনা। ধৈর্য ধরে নারীর বুদ্ধিতে এগিয়ে চলুন নিশ্চয়ই শুভ হবে। বাড়ির গৃহ মন্দিরে মহাকালীর উদ্দেশ্যে পুজো পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃশ্চিক রাশি : আজ সতর্ক থাকার দিন। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র প্রবল আকার নেবে, বুদ্ধির দ্বারা প্রবীণ মানুষের সহযোগিতার দ্বারা ছলে বলে কৌশলে, শত্রুকে পরাজিত করতে পারবেন। বাণিজ্যে নতুন ভাবে লগ্নী করা উচিত নয়, সন্তানের কারণে পরিবারে অশান্তির যোগ। এক গৃহ শিক্ষকের কারণে ভুল বোঝাবুঝি। বেতন ভোগ কর্মচারীদের কোন পরিস্থিতিতেই তর্ক ও বিতর্কে না জড়িয়ে এই বিষয়কে এড়িয়ে যাওয়া মঙ্গলজনক। পরিবারে তর্কবিতর্কের সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে দেবী দুর্গা মায়ের উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতী করুন নিশ্চয়ই শুভ হোক তৈরি হবে।

ধনু রাশি : পরিবারের শান্তির বাতাবরণ। ব্যবসা-বাণিজ্য অর্থ লাভ। বেতনভোগ কর্মচারীদের সম্মান প্রাপ্তি এবং অর্থ লাভ বিশেষত যারা বৈধভাবে পশু পাখির ব্যবসা করেন। যারা কাচের দ্রব্যের ব্যবসা করেন। যারা তরল পদার্থ, জল দ্রব্যের ব্যবসা করেন তাদের অর্থ প্রাপ্তি নিশ্চিত। প্রবীন মানুষ যিনি উ চিকিৎসার জন্য কোথাও ছিলেন তিনি আজ বাড়ি ফেরার সম্ভাবনা। বাড়ির গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তন আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মকর রাশি : আয় এর থেকে ব্যায় বৃদ্ধি। আজ সামান্য কথাতে তর্কের সম্ভাবনা। আপনার ভেতরের শৈল্পিক মানসিকতা কিছু মানুষের ঈর্ষা র কারণ হয়ে পড়বে। ইনস্টিটিউট বা বিদ্যা বিষয়ক ব্যবসা-বাণিজ্যে যারা আছেন তাদের সফলতা থাকবেই। বাড়ি জমি বাস্তু বিষয় শুভ চিন্তা হবে। নতুন এক সম্পর্কের দ্বারা অর্থপ্রাপ্তি সম্ভব বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চদীপ জেলে আরতি কোন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

কুম্ভ রাশি : গত দিনের যে অস্থিরতা ছিল আজ তার শান্তির বাতাবরণে থাকবে। আজ গ্রহ সংস্থান যা আছে সম্মান প্রাপ্তির দিন। অর্থ প্রাপ্তির দিন বুদ্ধির দ্বারা জয়ী হবার দিন। প্রবীণ নাগরিকের সহযোগিতায় আজ প্রতিবেশীর দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি নতুন কর্মের সুযোগ। বাণিজ্যের লগ্নী করতে পারেন অসুবিধা নাই। যারা আমন্ত্রণ অনুসন্ধান বিভাগে কাজ করেন তাদের খুবই শুভ যোগ। প্রশাসনিক কর্মে যারা কাজ করেন তাদেরও শুভ যোগ। বিদ্যা যোগের শুভ। গৃহবধূদের জন্য শুভ। বাড়ীর গৃহ মন্দিরে তিনটি প্রদীপ জেলে, আতপ চাল সহ দেবদেবীদের উদ্দেশ্যে নিবেদন করুন নিশ্চয়ই শুভ হবে।

মীন রাশি : মানসিকভাবে কোন সংবাদে দুঃখ পেতে পারেন। যে কাজটা আটকে গেল, যে কাজের জন্য আপনি কিছু সময় পরিশ্রম করেছেন, সেই বিষয়ে হয়তো ভবিষ্যতে কোন সুযোগ আসবে। আজকে গ্রহ সংস্থান বলছে খুব সতর্ক হয়ে চলা ভালো। যাকে বিশ্বাস করেছেন তিনি অবিশ্বাসের কাজ করতে পারেন। বিবাহে ডিভোর্সের যে মামলা চলছে, সেই বিষয়ে আজ কোন মতামত না দেওয়া শুভ। বাড়ির গৃহ মন্দিরে পাঁচটি প্রদীপ জ্বালুন পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে আরতি করুন নিশ্চয়ই শুভত্ব তৈরি হবে।

(আজ ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস)

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী প্রণব কুমার বিশ্বাস পিতা - মৃত পূর্ণ চন্দ্র বিশ্বাস সাং - বাদকুল্লা থানা- হাঁসখালি জেলা - নদীয়া, গত ইং ০৬/০১/১৯৯৬ সালের IV-92 নং আমমোক্তার দলীল বলে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় শ্রী সন্তোষ কুমার বিশ্বাস পিতা - মহিতোষ বিশ্বাস সাং - বাদকুল্লা থানা- হাঁসখালি জেলা - নদীয়া, উক্ত আমমোক্তার হইতে ০৩/০৩/১৯৯৮ সালের 1431 নং দলীল বলে ৬৩ নং তৌজি পরগণা ৪৪ নং বাদকুল্লা মৌজার R.S. 322 L.R. 2035 খাতিয়ান ভুক্ত দাগ নং - R.S. 426 হাল 1242 এর মোট ৩.৪২ কাঠা সম্পত্তি ক্রয় করেন ১. শ্রী সোমনাথ দাস ২. শ্রী দেবনাথ দাস ৩. শ্রী ইন্দ্রনাথ দাস সকলের পিতা - শিব প্রসাদ দাস সাং - বাদকুল্লা স্টেশনপাড়া, থানা - হাঁসখালি, জেলা - নদীয়া, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে হাঁসখালী B.L.&.L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, মূল রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল তারিখ ২০.০৩.২০০৯ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৭, পৃষ্ঠা ২৪৪৮ থেকে ২৪৭৬, দলিল নং ০২৬৮৭/২০০৯ রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ -২, কলকাতা সমীপে এবং মূল রেজিস্ট্রিকৃত বিক্রয় দলিল তারিখ ৩০.০৮.২০১১ নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৪৩, পৃষ্ঠা ১১৩ থেকে ১১৫৭, দলিল নং ১১২০১/২০১১ রেজিস্ট্রিকৃত এ আর এ -২, কলকাতা সমীপে , হারিয়ে গিয়েছে আমার মক্কেলের অর্থাৎ ১) শ্রী মনোজ কুমার চৌরাসিয়া, ২) শ্রী বিনোদ কুমার চৌরাসিয়া এর হেফাজত থেকে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একটি জেনারেল ডায়েরি বড়তলা থানায় ০৪.০৭.২০২৫ তারিখে উল্লেখ্য নং ৩৮৪ দায়ের করা হয়েছে। কোনও ব্যক্তি উক্ত স্বত্ব দলিল পেয়ে থাকলে অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট এই নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে জানাতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

ইয়াসমিন বিশ্বাস (অ্যাডভোকেট)
সরাফ হাউস, রুম নং ২৮,
৪/১, রেড ক্রস প্লেস, কলকাতা - ৭০০০০১
ই-মেল : biswasyasmin@gmail.com
তারিখ : ০৫.০৭.২০২৫ মো নং : ৯৩৩০২৫৭৭১৯
স্থান : কলকাতা

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রীমতী কবিতা মজুমদার** স্বামী শ্রী স্বপন মজুমদার, সাকিম কেওটা ১নং গঃভঃ কলোনী, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪, মহাশয়া বিগত ইং ০৯/০২/২০২২ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-936/2022 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রী সমর মালাকার** পিতা ৺সুখরঞ্জন মালাকার, সাকিম কেওটা সাতপুকুর, সাহাগঞ্জ, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১০৪ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৬/০৬/২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর.-II, হুগলী, চুঁচুড়া, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-2926/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **১)শ্রী আনন্দ বিশ্বাস** পিতা শ্রী রঞ্জিত বিশ্বাস ও **২)শ্রীমতী নিরঞ্জনা বিশ্বাস** স্বামী শ্রী আনন্দ বিশ্বাস, উভয়ের সাকিম ৪৯, সরস্বতী কলোনী, বাঁশবেড়িয়া, ত্রিবেনী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়/মহাশয়াকে ২ কাঠা ০৮ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা চুঁচুড়া, মৌজা কেওটা, ০৭ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর ১৩৮৭২ নং খতিয়ানে সাবেক আর.এস. ৫১৮ তথা হাল এল.আর ১৫৪১ নং দাগে বাস্তু জমি ষোল আনায় ৭৯ শতকের মধ্যে ০.৫২৪০ অংশে ৪১ শতক তন্মধ্যে ২ কাঠা ০৮ ছটাক ০৪ বর্গফুট সম্পত্তি অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী আনন্দ বিশ্বাস** পিতা শ্রী রঞ্জিত বিশ্বাস ও **২)শ্রীমতী নিরঞ্জনা বিশ্বাস** স্বামী শ্রী আনন্দ বিশ্বাস তাহাদের খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

PUBLIC NOTICE

NOTICE is hereby given that my client **Sri. Mithun Biswas**, son of Sri Bimal Biswas, resident of Natunpara, Shantipur, Nadia, PIN - 741404 claims to be the absolute owners of ALL THAT piece and parcels of land measuring about 4.95 decimals together with residential structure thereon, comprised in or forming part of RS and LR Dag No. 253/310 under Khatiyan No. 10292 in **Mouza – Bagdebipur**, J.L. No.-26 under Police Station - Shantipur, within the limits of Haripur Gram Panchayet, A.D.S.R. – Shantipur in the District of Nadia, PIN - 741404 and butted and bounded on the North by land of Sujit Bhadra; on the South by land of Biswanath Kundu and Ors; on the East by property of Shambhu Mondal; and on the West by 8 feet wide dirt common road; (hereinafter the Said Property). He became owner of the property vide Deed of Sale dated 27.07.2023, registered in the Office of A.D.S.R., Santipur and recorded in its Book No. I, Volume No. 1314-2023, Pages 70410 to 70421, **Being No. 131404182 for the year 2023**, and recorded his name in the L.R. Parcha issued by the Settlement Department in respect of L.R. Dag No. 253/310 under L.R. Khatian Nos. 2129. One of the prior chain deed in respect of the said Property being the Original Deed of Sale dated 24/08/2020 registered in the Office of A.D.S.R., Santipur and recorded in its Book no. I, being **Deed no. 2720 of 2020**, [the said Prior Chain Deed] was lost/mislaid from the custody of the aforesaid owner and consequently an General Diary was registered with Santipur (PS name) Police Station vide GDE No. 884 dated 13/06/2025. Therefore any person/s having any right, title or interest or any claim, demand or objection of any nature whatsoever against or in respect of the Said Property or any part thereof is hereby requested to notify the same in writing to the undersigned with supporting documentary evidence within 7 days from the date hereof, failing which no such claims, demands, objections etc. shall be entertained and the said Property shall be considered as free from all encumbrances and the said owner shall be free to transfer, charge, mortgage or alienate the same in any manner whatsoever in favour of any person/s or institution whatsoever.

Shri. Pranayan Chandra, Advocate
Address: 173, Bangur Avenue, Block – C, Kolkata-700055.
Contact No. 8777407081
Email ID: instalegalservices@gmail.com

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, **শ্রী কল্যান আশিষ ব্যানার্জ্জী** পিতা ৺লক্ষ্মীনারায়ন বন্দোপাধ্যায়, সাকিম ত্রিবেনী মগরা রোড, আমোদঘাটা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয় বিগত ইং ২৪/১২/২০১৪ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-390/2014 নং আমমোক্তারনামা দলিল বলে আমার মক্কেল **শ্রীমত্যা জয়ন্তী মুখার্জ্জী ব্যানার্জ্জী ওরফে জয়ন্তী ব্যানার্জ্জী** স্বামী ৺লক্ষ্মীনারায়ন বন্দোপাধ্যায়, সাকিম ত্রিবেনী মগরা রোড, আমোদঘাটা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮, মহাশয়াকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে আমার মক্কেল নিম্নোক্ত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিগত ইং ২৮/০৫/২০২৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-6692/ 2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী কাকলী সরকার**, স্বামী দেবাশীষ সরকার পিতা ৺নারু গোপাল দে, সাকিম মালাপুকুর, আমোদঘাটা, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৮ মহাশয়াকে ০৬.১৭৮৩ শতক সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। <u>তপশীল</u> - জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা আমোদঘাটা, ৪০ নং জে.এল ভুক্ত, এল.আর ৭৯০ নং খতিয়ানে আর.এস. তথা হাল এল.আর ৩৯১ নং দাগে ভিটি জমি ষোল আনায় ৩৫ শতকের মধ্যে ০৮ শতক তন্মধ্যে ২৬৯৬ বর্গফুট বা ০৬.১৭৮৩ শতক অত্র দলিলে আমমোক্তারনামা ও স্বয়ং ক্ষমতা বলে বিক্রয়কৃত সম্পত্তি হইতেছে। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **শ্রীমতী কাকলী সরকার**, স্বামী দেবাশীষ সরকার পিতা ৺নারু গোপাল দে, তাহার খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া, ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/ করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ঠ অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।

ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন** (উকিলবাবু),
চন্দননগর কোর্ট, হুগলী

।। বিজ্ঞপ্তি ।।

জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত
<u>সাকসশোন কেশ নং ১১/২০২৫</u>
অহনা ভট্টাচার্য্য নাবালকের পক্ষ মামা পুষ্পেন্দু ভট্টাচার্য... ....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ডেবরা থানার অন্তর্গত রঘুনাথপুর (ভাঙ্গাবাঁধ) গ্রামের সর্বসাধারণ অধিবাসীগনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত সাকিনের মৃত **কৃষ্ণা ভট্টাচার্য্য** এর থাকা নিম্ন তপশীল বর্ণিত টাকা সমূহ পাওনের জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী অত্র আদালতে উক্ত মোকর্দ্দমা উত্থাপন করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দ্দমার বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র নোটিশ প্রাপ্তীর ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

<u>'A' Schedule Property</u>

1. Public Provident Fund (PPF). State Bank of India, Golgram Branch, **Account No.35314145012** in the name - **Krishna Bhattacharya Amount- Rs.7,33,322.00** along with interest.

2. Recurring Deposit(RD) Post Office, Daspur S.P. **Account No. 020040233804**, in the name **Krishna Bhattacharjya, Amount -Rs.16500.00** along with interest.

3. Savings Bank Passbook (SB), Post Office, Daspur S.O. **Account no. 5773108216.** in the name - **Krishna Bhattacharjya. Amount Rs.58,022.00** along with interest.

অনুমত্যানুসারে
ইতি- **কামরুন নেহার(সেরেস্তাদার)**
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, পশ্চিম মেদিনীপুর, 30.06.25

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

<u>উত্তর ২৪ পরগনা</u>

<u>অ্যাড কানেক্সন</u>
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

<u>এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র</u>
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

<u>হুগলি</u>

<u>মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,</u>
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

<u>জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,</u>
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

<u>নদিয়া</u>

<u>টাইপ কর্ণার,</u>
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

<u>রাজ টেলিকম,</u>
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

<u>সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,</u>
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

<u>অবসর,</u>
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

<u>সবিতা কমিউনিকেশন,</u>
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

<u>পূর্ব মেদিনীপুর</u>

<u>আইনক্স অ্যাড এজেন্সি</u>
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

<u>শ্যাম কমিউনিকেশন,</u>
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

৩

কলকাতা ৬ জুলাই ২০২৫, ২১ আষাঢ় ১৪৩২ রবিবার

এক নজরে

ভুয়ো কলসেন্টার, ধৃত ২

■ কলকাতার প্রাণকেন্দ্র থেকে এয়ারপোর্ট যাওয়ার পথে মাঝে পড়ে কৈখালি। ব্যস্ত এলাকা। আর এই কৈখালির চিড়িয়া মোড়ের রাস্তা দিয়ে প্রতি নিয়তই স্কুল-অফিস যাওয়ার জন্য যাতায়াত করেন বহু মানুষ। এমনই এক জনবহুল স্থানে তৈরি করা হয়েছিল একটি নেল আর্টের দোকান। এদিকে বাইরে থেকে তা নেল আর্টের দোকান মনে হলেও এর পিছনে চলছিল ভুয়ো এক কল সেন্টার। এরপরই এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের কাছে খ বর আসে এই ভুয়ো কল সেন্টারের। এরপরই সেখানে হানা দেন এয়ারপোর্ট থানার আধিকারিকেরা। সেখান থেকে বেশ কয়েকজন কর্মীকে গ্রেপ্তার করা গেলেও ওই ভুয়ো কল সেন্টারের মালিক পালিয়ে যান। যদিও পরে তদন্ত এগোতেই গ্রেপ্তার হন সন্দীপ বর ও সোমা সেনগুপ্ত নামে দু'জন। কলকাতার একটি হোটেল থেকে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। এদিকে এয়ারপোর্ট থানা সূত্রে খবর, পশ্চিমবঙ্গ ও অন্যান্য রাজ্যে ফোন করে মেয়াদ উত্তীর্ণ ইন্সুরেন্সের টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার নাম করে প্রতারণার চক্র চালানোর অভিযোগ ওঠে তাঁদের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তদের কাছ থেকে বেশ কিছু এটিএম কার্ড, মোবাইল ফোন সহ বেশ কিছু নথি উদ্ধার করেছে। এদিকে এখনও পর্যন্ত কতজন এই প্রতারণার শিকার তা খতিয়ে দেখ ছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

উদ্ধার পচাগলা দেহ

■ মহিষবাথান মাঝের পাড়া এলাকা থেকে উদ্ধার হল যুবকের ঝুলন্ত দেহ। দমদমের সূর্যসেন পল্লির বাসিন্দা পলাশ কান্তি মজুমদার ভাড়া থাকতেন মহিষবাথানের ওই বাড়িতে। কাজ করতেন টাটা মোটরসে। শনিবার সেখান থেকেই উদ্ধার হল তাঁর পচাগলা দেহ। স্থানীয় সূত্রে খবর, এলাকার বাসিন্দাদের নাকে আসছিল অত্যন্ত পচা এক গন্ধ। এরপর সময় যত গেছে ততই বেড়েছে এই গন্ধের তীব্রতা। শেষ পর্যন্ত যে বাড়ি থেকে এই গন্ধ আসছিল সেই বাড়ির মালিকই খবর দেন পুলিশে। এরপর পুলিশ এসে দরজা ভাঙতেই উদ্ধার হয় পলাশ কান্তি মজুমদারের ঝুলন্ত দেহ। দমদমের বাসিন্দা হলেও তিনি ভাড়া থাকতেন মহিষবাথানের ওই বাড়িতে। কাজ করতেন টাটা মোটরসে। এরপরই ইলেকট্রনিক্স কমপ্লেক্স থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আরজি কর হাসপাতালে পাঠায়। এটা আত্মহত্যা নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে করে শুরু হয়ে তদন্ত। পুলিশ জানাচ্ছে, তাঁরা এলাকার লোকজন ও বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে পেরেছেন ৩ জুলাই সকাল আটটা নাগাদ শেষবার দেখা গিয়েছিল পলাশবাবুকে। সেই সময় তিনি নিজের বাইকটি পরিষ্কার করছিলেন। তারপর থেকে আর তাঁকে দেখা যায়নি।

ফের মেট্রো বিভ্রাট

■ সপ্তাহের শুরু হয়েছিল মেট্রো বিভ্রাট দিয়ে। সপ্তাহের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও সেই পুরনো সমস্যাই ফিরে এল। অফিস টাইমে পরিষেবা আচমকা থমকে যাওয়ায় দুর্ভোগে পড়লেন যাত্রীরা। এদিন সকালে যতীন দাস পার্ক স্টেশনের ডাউন লাইনে একটি মেট্রো রেকে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়। সেই কারণে ট্রেনটিকে চালানো সম্ভব হয়নি এবং সেটি লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, ওই লাইনের পরপর ট্রেনগুলির চলাচলেও প্রভাব পড়ে। মেট্রো সূত্র জানাচ্ছে, যান্ত্রিক ত্রুটির খ বর পেয়েই স্টেশন কর্তৃপক্ষ ও রেলের ইঞ্জিনিয়াররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান। দ্রুত মেরামতির কাজ শুরু হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই বিকল ট্রেনটি আবার সচল করা সম্ভব হয় এবং পরিষেবা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়। অনেকে সময়মতো অফিসে পৌঁছতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। যদিও মেট্রোর পক্ষ থেকে বিভ্রাটের কারণ ও পরিস্থিতি সম্পর্কে বারবার জানানো হয়। এক আধিকারিকের কথায়, সর্বোচ্চ ১০ মিনিট পরিষেবা থমকে ছিল। পরে রেকটি চলতে শুরু করে এবং ট্রিপ শেষ করে। কেন যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মেট্রো সূত্রে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে কিছু স্টেশনে জল জমার সম্ভাবনা থাকলেও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার ছোট বিগ্রহ নিয়ে ইসকনের উলটোরথের শোভাযাত্রায় সামিল আট থেকে আশি। ছবি- অদিতি সাহা

সক্রিয় ঘূর্ণাবর্ত, দক্ষিণ থেকে উত্তরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর তৈরি হয়েছে ফের ঘূর্ণাবর্ত। পাশাপাশি সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা এবং পূর্ব পশ্চিম অক্ষরেখ াও। ত্রিফলার প্রভাবে আগামী সোমবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হবে দক্ষিণবঙ্গে এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গেও বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হুগলি, নদিয়া এবং পূর্ব বর্ধমানে রবিবার অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে আবহাওয়া দপ্তরের তরফে।

এর পাশাপাশি আলিপুর আবহাওয়া অফিস এও জানিয়েছে, ১১ জুলাই পর্যন্ত জোড়া অক্ষরেখা এবং ঘূর্ণাবর্তের জেরে দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ জেলায় ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা। বেশ কিছু এলাকায় হতে পারে অতি ভারী বৃষ্টি। বিক্ষিপ্ত ভাবে ঝড়-বৃষ্টি চলবে কলকাতাতেও। রাজ্যে সক্রিয় রয়েছে বর্ষার বাতাস। তার জেরে এখন বেশ কয়েক দিন টানা বৃষ্টি চলবে। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলাতেও দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির সঙ্গে কোনও কোনও জেলায় ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের সব জেলাতে ১১ জুলাই পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আবহাওয়া দপ্তর সূত্রে খবর, রবিবার কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সব জেলায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে। সোমবার পশ্চিম বর্ধমান, পুরুলিয়া, বীরভূম, মুর্শিদাবাদে কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

একইসঙ্গে আলিপুর আবাহওয়া অফিসের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, আগামী ৮ জুলাই দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারের কোথাও কোথাও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হলেও গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে আপাতত তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও তাপমাত্রার কোনও হেরফের হবে না। শনিবার সকাল থেকেই আংশিক মেঘলা আকাশ ছিল কলকাতায়। সঙ্গে ছিল ভ্যাপসা গরমের ভাব। শনিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৬.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। শুক্রবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯ থেকে ৯৫ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৬ ডিগ্রি থেকে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টি হয়েছে ৩.১ মিলিমিটার।

শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করল আইএমএর কলকাতা শাখাও

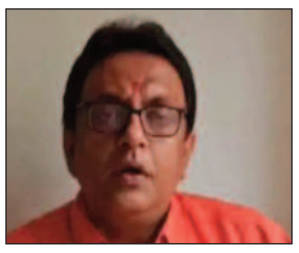

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের পর এবার শান্তনু সেনকে সাসপেন্ড করল ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন অর্থাৎ-আইএমএ-র কলকাতা শাখা। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল তাঁর রেজিস্ট্রেশন ২ বছরের জন্য বাতিল করায় আইএমএ কলকাতা শাখার প্রাথমিক সদস্য পদও সাসপেন্ড করা হল বলে শান্তনু সেনকে চিঠিতে জানানো হয়েছে। সূত্রে খবর, এই সাসপেনশন চিঠিতে সই রয়েছে আইএমএ কলকাতা শাখার সম্পাদক শিল্পা বসু রায়ের। সম্পর্কে যিনি রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি সুদীপ্ত রায়ের কন্যা।

রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের পর শনিবার আইএমএ কলকাতা শাখার তরফে জানানো হয়, 'রাজ্যে চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশনের জন্য সর্বোচ্চ সংস্থা হল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। তাঁরা আপনাকে ২ বছরের জন্য সাসপেন্ড করেছে। ফলে আপনি রাজ্যে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের কোনও শাখার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন না। সেই কারণে আইএমএ কলকাতা শাখার প্রাথমিক সদস্যপদ সাসপেন্ড করা হল। রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল আপনার সাসপেনশন প্রত্যাহার করলে প্রাথমিক সদস্য পদ ফিরিয়ে দেওয়া হতে পারে।'

প্রসঙ্গত, মেডিক্যাল কাউন্সিলে রেজিস্ট্রেশন না করিয়ে 'এফআরসিপি গ্লাসগো' নামে বিদেশি ডিগ্রি ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ শান্তনু সেনের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে তাঁকে নোটিসও পাঠিয়েছিল রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। এই নোটিস পেয়ে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন শান্তনু। তবে তাঁর উত্তরে সন্তুষ্ট হয়নি রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিল। এরপরই তাঁর রেজিস্ট্রেশন ২ বছরের জন্য সাসপেন্ডের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আর এই সিদ্ধান্তের জেরে আগামী ২ বছর চিকিৎসক হিসেবে প্র্যাকটিস করতে পারবেন না তিনি। এদিকে রাজ্য মেডিক্যাল কাউন্সিলের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন শান্তনু। তাঁর দাবি, তাঁর ডিগ্রি বৈধ। রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদনও করেছিলেন। আরটিআই-ও করেছিলেন কোনও উত্তর পাননি।

জগন্নাথের কাছে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূলের বিদায়ের প্রার্থনা করলেন অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: উল্টো রথযাত্রা উপলক্ষে শনিবার কাঁকিনাড়ার অন্নদা ব্যানার্জি রোডের রথতলায় জগন্নাথ মন্দিরে পুজো দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। জগন্নাথ দেবের কাছে পুজো দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, জগন্নাথ ঠাকুরের কাছে তাঁর প্রার্থনা, রাজ্যের বুকে গজিয়ে ওঠা অসুর শক্তির বিনাশ। সেইসঙ্গে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল সরকার যাতে বিদায় নেয়, সেই প্রার্থনাও তিনি করেন। প্রসঙ্গত, পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার রাজুয়া গ্রামের উত্তরপাড়ায় ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এই বিস্ফোরণের ঘটনা নিয়ে তিনি বলেন, ওটা মমতা ব্যানার্জির সরকারের একটা অঙ্গ। ধর্ষণ, পুকুর ভরাট, চাকরি চুরি সবই তৃণমূল সরকারের অঙ্গ। শাসকদলের ছাত্র নেতাদের কুকীর্তি নিয়ে তাঁর মন্তব্য, রাজ্য জুড়ে তৃণমূল ছাত্র নেতাদের কুকীর্তি এখন তুঙ্গে। প্রসঙ্গত, কসবায় আইন কলেজ কাণ্ডে ধৃত মূল অভিযুক্ত মনোজিৎ মিশ্রকে নিয়ে মুখ খুলেছেন একদা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেত্রী রাজন্যা হালদার। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, ওরা সকলেই সমান। ক্ষমতার লড়াইয়ের জেরে ওরা এখন একে অপরের বিরুদ্ধে বলছেন। স্থানীয় বিজেপি নেতা রত্নেশ্বর দাস বলেন, সকলের মঙ্গল কামনায় জননেতা অর্জুন সিং জগন্নাথ দেবের কাছে পুজো দিলেন। তাঁর কথায়, উল্টো রথ মানেই পুজোর কাউন্ট ডাউন শুরু। বাংলায় শান্তি ফিরে আসুক, এটাই চাই। রত্নেশ্বরের সংযোজন, ২০২৬ সালের ভোট যুদ্ধের মিশন আজ থেকে শুরু হল। তবে মহালয়ার পর থেকেই অসুর নিধন যজ্ঞ শুরু হবে। বাংলার অসুর শক্তিরও এবার বিনাশ হবে। জগন্নাথ মন্দিরে এদিন হাজির ছিলেন বিশিষ্ট সমাজদেবী প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, রত্নেশ্বর দাস, আইনজীবী প্রদ্যুত কুমার চৌধুরী, প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্লবী কুন্ডু ও প্রমোদ সিং, সীমা বিশ্বাস, বাপ্পা চৌধুরী, উমা ঘোষ, টুম্পা বিশ্বাস, শঙ্কর কুন্ডু, আনন্দ পান্ডে প্রমুখ।

যান্ত্রিক ত্রুটির জেরে কলকাতা থেকে উড়ল না ব্যাংককগামী থাই এয়ারলাইন্সের বিমান

নিজস্ব প্রতিবেদন, দমদম: ফের বিমান বিভ্রাট। যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে কলকাতা থেকে উড়তে পারল না থাই এয়ারলাইন্সের ব্যাংককগামী বিমান। রাত ২৩৫ মিনিট নাগাদ ব্যাংককের উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়ার কথা থাকলেও বিমান ওড়ার আগেই বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি রয়েছে বলে বুঝতে পারেন পাইলট। এরপর কারিগরি ত্রুটির কারণে রাত ০৩টে ৩০ মিনিটে বাতিল করা হয় বিমানটি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, থাই লায়ন এয়ারের এসএল ২৪৩ উড়ানের রওনা হওয়ার কথা ছিল রাত ২টো ৩৫ মিনিট নাগাদ। নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই যাত্রীদের তোলা হয় বিমানে। ট্যাক্সিওয়ে থেকে গতি নিয়েও নেয় বিমানটি। কিন্তু রানওয়ের মুখে বাঁক নেওয়ার সময় আচমকা থেমে যায়। যাত্রীদের অভিযোগ, তখনই বিমানটিতে ফ্ল্যাপের সমস্যা ধরা পড়ে। অর্থাৎ, বিমানের ডানার এক গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র বিকল হয়ে যায়। থাই এয়ারলাইন্সের বিমান এসএল-২৪৩ যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে থেমে থাকে।

তবে এদিনের এই ঘটনায় নাকাল হন যাত্রীরা। কারণ, এরপর যাত্রীদের নামিয়ে আনার বদলে ঘণ্টা তিনেক বিমানের ভিতরেই বসিয়ে রাখা হয়। এই সময় শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রও কাজ করছিল না বলে অভিযোগ তাদের। ভিতরে শুরু হয় তীব্র অস্বস্তি, আতঙ্ক। এই সময় বিমানের টেকনিশিয়ানদের বিমানের ডানায় উঠে কাজ করতে দেখা যায়। এরপর শনিবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ বিমান সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিমানটিতে গুরুতর যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিয়েছে, আর তাৎক্ষণিকভাবে বিমানটি আর উড়তে পারবে না। এরপর যাত্রীদের বিমান থেকে নামিয়ে বিমান সংস্থার খরচে হোটেলে পাঠানো হয়। বিমানটিতে ১৩০ জন যাত্রী এবং ৬ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। প্রয়োজনীয় মেরামতের জন্য বিমানটিকে আপাতত কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ৩৪ নম্বর বে-তে রাখা হয়েছে। এদিকে উড়ান সংস্থার তরফ থেকে জানানো হয়, বিমানটি মেরামত করা হচ্ছে। রবিবার ভোর ৪টে নাগাদ সেই বিমানেই যাত্রীদের ব্যাংককে পাঠানো হবে। তবে, এই বিমানে উড়তে অনেকেই আপত্তি জানিয়েছিলেন।

এদিনের এই ঘটনার পর ফের আন্তর্জাতিক উড়ানে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। গত মাসেই আমেদাবাদ থেকে লন্ডনগামী একটি এয়ার ইন্ডিয়ার বিমান রানওয়ে ছাড়ার পরপরই ভেঙে পড়ে। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই বোয়িংয়ের এই বিমানে সমস্যা দেখা দেওয়ায় প্রশ্নের মুখে যাত্রী নিরাপত্তা।

সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে ২ পরিবারের সংঘর্ষে জখম ৯

টিটাগড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সম্পত্তিগত বিবাদের জেরে দুই পরিবারের সংঘর্ষে গুরুতর জখম ৯ জন। রহড়া থানার খড়দা পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের টিটাগড় জিসি রোডের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খ াটালের দখল নিয়ে ভোলা যাদব ও অশোক যাদব এই দুই পরিবারের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছে। শনিবার সকাল থেকে ফের উভয় পরিবারের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়। বেলার দিকে দুই যাদব পরিবারের মধ্যে অশান্তি চরমে ওঠে। অভিযোগ, উভয় পক্ষই একে অপরের সদস্যের ওপর ধারালো অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাতে উভয় পক্ষের ৯ জন গুরুতর জখম হন। উত্তেজনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রহড়া থানার পুলিশ। আহতদের পুলিশ উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ব্যারাকপুর বিএন বসু মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। সাতজনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায়, তাদেরকে কামারহাটির সাগরদত্ত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। উত্তেজনা থাকায় ঘটনাস্থলে পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। অশোক যাদবের পুত্র আক্রান্ত জিতেন্দ্র যাদব জানান, ভোলা যাদবের পরিবারের লোকজন এসে জবরদস্তি খাটালে বেঁধে রাখা মহিষ খুলে দেয়। মহিষের দঁড়ি খুলে দেওয়ার প্রতিবাদ করলে ওরা অতর্কিতে তাদের ওপর হামলা চালায়। তাতে পরিবারের ছয়জন সদস্য আহত হয়েছেন। জিতেন্দ্রর আরও অভিযোগ, বিহারেও জমি-জায়গা নিয়ে ওদের সঙ্গে বিবাদ চলছে। তাদের জমি-জায়গা ওরা লুট করে নিয়েছে। অপরদিকে আক্রান্ত ভোলা যাদব বলেন, জোর করে অশোক যাদবের পরিবার তাদের জমিতে মহিষ বেঁধে রাখছে। তাদের জমিতে কেন মহিষ বেঁধে রেখেছে, তা বলতেই ওরা প্রথমে আক্রমণ করে। ওদের হামলায় পরিবারের তিন-চারজন আহত হয়েছেন। তাঁর দাবি, বিহারে ওদের কোনও জমি দখ ল করা হয়নি।

লিখিত নির্দেশ নেই, খোলাই রইল যাদবপুরের ইউনিয়ন রুম!

নিজস্ব প্রতিবেদন, যাদবপুর: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে রাজ্যের প্রায় সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কলেজে একে একে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে ছাত্র সংসদের ইউনিয়ন রুম। ইতিমধ্যেই আশুতোষ কলেজ, যোগেশ চন্দ্র ল' কলেজ-সহ কলকাতার একাধিক কলেজে এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে। এমনকী, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও বৃহস্পতিবার হাইকোর্টের নির্দেশ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদের ইউনিয়ন রুম বন্ধ করে দিয়েছে। তবে এই তালিকায় এখনও ব্যতিক্রম হয়ে রয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানকার ইউনিয়ন রুম এখনও খোলা রয়েছে। কেন? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, আমাদের কাছে এখনও কোনও লিখিত নির্দেশ এসে পৌঁছায়নি, ফলে কোনও সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়নি। এই পরিস্থিতিতে আগামী সপ্তাহের মধ্যে প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনায় বসতে চলেছে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ (টিএমসিপি)। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে টিএমসিপি-র সভাপতি কিশলয় রায় বলেন, ইউনিয়ন রুম বন্ধ করা নিয়ে আমরা একমত নই। তবে হাইকোর্টের নির্দেশে রাজ্যের সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইউনিয়ন রুম বন্ধ হয়েছে। কিন্তু এখানে এখ নও বন্ধ হয়নি। আমরা সোমবার পর্যন্ত অপেক্ষা করব। যদি তার মধ্যেও বন্ধ না হয়, তাহলে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করব।

জানা গেছে, ডাব্লুটিআই পরিচালিত সায়েন্স বিভাগের ইউনিয়ন ও ডিএসএস পরিচালিত ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিয়ন; দুটিই এখনও পর্যন্ত খোলা রয়েছে। অন্যদিকে, এসএফআই ইতিমধ্যেই নিজেদের ইউনিয়ন রুম বন্ধ করে দিয়েছে। এসএফআই-র যাদবপুর শাখার সদস্য শুভদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, নির্বাচনের মেয়াদ থাকে দু'বছর। সেই মেয়াদ শেষ হয়েছে আগেই। তাই ইউনিয়নের দাবিতে আমরা বহুদিন আগেই ইউনিয়ন রুম বন্ধ করে দিয়েছি।

মেট্রোর পথ আটকে জল, ব্যারাকপুর প্রকল্প এখনও আটকে আলোচনার জটে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মেট্রো প্রকল্পের ঘোষণার পর কেটে গিয়েছে বহু বছর। তবুও ব্যারাকপুর রুটে মেট্রো রেলের কাজ বাস্তবে রূপ নিতে পারেনি জমি ও পরিকাঠামোগত জটিলতার কারণে। কলকাতায় পানীয় জল ও নিকাশি লাইনের বিস্তৃত নেটওয়ার্কই এখ ন এই প্রকল্পের পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে মেট্রো প্রকল্প এগোবে কোন পথে, তা নিয়ে ফের বসল কলকাতা পুরনিগম ও রেলভবনের প্রকল্প রূপায়নকারী সংস্থা আরভিএনএল-এর যৌথ বৈঠক। মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক, যেখানে উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর কমিশনারেট ও আরভিএনএল-এর শীর্ষ আধিকারিকরাও। সূত্রের খবর, বরানগর থেকে ব্যারাকপুর পর্যন্ত প্রস্তাবিত মেট্রোর রুটে ইতিমধ্যেই পলতা থেকে বিস্তীর্ণ ব্যাসের ছয়টি পানীয় জলের পাইপলাইন ও তিনটি প্রধান নিকাশি নালা রয়েছে, যার উপরে বা পাশে স্টেশন ও পিলার তৈরি কার্যত অসম্ভব।

পুরনিগম সূত্রে জানা যাচ্ছে, রেলের সঙ্গে আলোচনায় ঠিক হয়েছে, কলকাতা কর্পোরেশন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রযুক্তিগত সহায়তায় রাস্তাঘাটের নিচে থাকা জলের পাইপ ও নিকাশি লাইনগুলির সুনির্দিষ্ট মানচিত্র (ম্যাপ) প্রস্তুত করবে। কোন লাইনের কত গভীরে বিস্তার, কোথায় বিপদ থাকতে পারে; সবই তুলে দেওয়া হবে আরভিএনএলের হাতে। তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি পাইপ সরাতে হয়, তাহলে তার খরচ বহন করবে কে? বৈঠকে এ নিয়েও আলোচনা হলেও এখনই কোনও সিদ্ধান্ত হয়নি। রাজ্যের তরফে বিকল্প রুট হিসেবে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে দিয়ে লাইন ঘোরানোর প্রস্তাব দেওয়া হলেও, সেই পথ আর্থিকভাবে লাভজনক নয় বলে আরভিএনএল এখনও সায় দেয়নি। পুরসভার এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, পানীয় জল সরবরাহে ছেদ ফেলতে কেউ রাজি নয়। কারণ মেট্রো কিছুদিন না চললেও মানুষ মানিয়ে নেবে। কিন্তু জল বন্ধ হলে জনরোষ সামলানো অসম্ভব। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, জলের লাইনে কোনও ক্ষতি হবে না, এই শর্তেই পরিকল্পনা এগোতে হবে। ওঁরা সময় চেয়েছে। রেলমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলে ফের জানাবে। মুখ্যমন্ত্রী রেলমন্ত্রী থাকাকালীন এই প্রকল্প ঘোষণা করেছিলেন, তাই মানুষ যেন উপকৃত হয়, সেটাই মূল কথা। সব মিলিয়ে মেট্রোর রুট যত না জটিল, তার চেয়ে বেশি জট প্রশাসনিক বোঝাপড়ায়। জল ও উন্নয়নের ভারসাম্য খুঁজতেই এখন সকলের অপেক্ষা।

সম্পাদকীয়

ন্যায়বিচারের আশায় ঘুরছেন তামান্নার মা, সরকার ও মুখ্যমন্ত্রীর মানবিক মুখ কোথায়?

গত কয়েক বছর ধরেই রক্তাক্ত নির্বাচন। এটাই ট্র্যাডিশন হয়ে দাঁড়িয়েছে এই রাজ্যে। লোকসভা, বিধানসভা, পুরসভা থেকে সামান্য সমবয় নির্বাচন। সেখানেও অস্ত্রের দাপাদাপি, রক্তপাত। এই ট্র্যাডিশন থেকে কোনও ভাবেই বের করা যাচ্ছে না রাজ্য রাজনীতিকে। তালিকার সর্বশেষ উদাহরণ কালীগঞ্জ উপনির্বাচন। অভিযোগ, উপনির্বাচনের ফল ঘোষণার দিন তৃণমূল কর্মীদের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমার আঘাতে ৯ বছরের তামান্না খাতুনের মৃত্যু হয়। তামান্নার মৃত্যুর পরও ১০ দিন কেটে গিয়েছে। ২৪ জনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে পরিবার। গ্রেফতার হয়েছে মাত্র ৯ জন। ১৫ জন এখনও অধরা। অভিযোগ তাঁরা এলাকাতেই রয়েছে শাসকদলের নিরাপদ আশ্রয়ে। তাই পুলিশও নিস্ক্রিয়। এই পরিস্থিতিতে ন্যায়বিচারের দাবিতে এবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন তামান্নার মা। কলকাতায় এসে আইনজীবী বিকাশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। জানান, এবার আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে পুলিশে তাঁর আস্থা আছে। কিন্তু পুলিশকে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না। এরপরই ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, হাইকোর্টে ন্যায় বিচার চাইতে এসেছি। আমার ছোট্ট মেয়ে তামান্নাকে মেরে ফেলেছে। এর বিচার চাই।যান মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করুন, কেন আমাকে এতদূর আসতে হয়েছে? মমতাদিকে প্রশ্ন করুন, কেন তামান্না হারিয়েছে? এ ঘটনা শুধু লজ্জার নয়, চরম লজ্জার। একটা ৯ বছরের শিশু রাজনীতির যাঁতাকলের বলি হল। তারপরও কোনও হেলদোল নেই প্রশাসনের। অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক সাজা তো দূর তাদের গ্রেফতারই করতে পারছে না পুলিশ। দলদাসত্ব কোথায় ঠেকেছে? ন্যায়বিচারের জন্য তাঁর পরিবারকে দরজায় দরজায় ঘুরতে হচ্ছে? কথায় কথায় শোনা যায় রাজ্যে নাকি একজন মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ও মানবিক সরকার রয়েছে। যারা এসব বলেন, এবার তো সেটা প্রমাণের সময় এসেছে। সন্তানহারা মা সাবিনা ইয়াসমিন শেখ বলছেন, আমরা শপথ নিয়েছি, তামান্নাকে যারা মেরেছে, আমার কলিজার টুকরোকে যারা মেরেছে, তাদের শাস্তি দেব। এই নির্মম ঘটনার শাস্তি চাইতে হবে। এটা কম দুর্ভাগ্যের?

শব্দবাণ-৩২০

১		২	■	৩		৪
	■		■		■	
৫			■	৬		
■	■	■	■	■	■	■
৭		৮	■	৯		১০
	■		■		■	
১১			■	১২		

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দক্ষের কন্যা ৩. উপাদেয় ৫. সরোবর, হ্রদ ৬. ভাঁড় ৭. ঈশ্বরে বা ধর্মে বিশ্বাস ৯. নোংরামি, কলঙ্ক ১১. জ্যোতিষী ১২. দইয়ের সঙ্গে ছাতু ময়দা চিঁড়ে প্রভৃতি মিশিয়ে প্রস্তুত খাদ্যবিশেষ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. মন্থর,ধীর ২. মনকে আকর্ষণ বা মুগ্ধ করে না এমন ৩. করুণাপূর্ণ ৪. চূড়া,আগা ৭. অনন্যমনা ৮. শ্রীকৃষ্ণের সারথি ৯. রাজি, সম্মত ১০. জগতের অশ্রুধারে ধৌত তবে তনুর —।

সমাধান: শব্দবাণ-৩১৯

পাশাপাশি: ২. তির্যকগতি ৩. কাটাপোশাক ৬. বাক্যনবাব ৭. ক্রমদীশ্বর।

উপর-নীচ: ১. সমাজসেবা ২. তিলকসেবা ৪. পোরবন্দর ৫. কনফারেন্স।

জন্মদিন

আজকের দিন

চতুর্দশ দলাই লামা

১৯৩৫ *শান্তিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত চতুর্দশ দলাই লামার জন্মদিন।*
১৯৮৫ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা রণবীর সিংয়ের জন্মদিন।*
১৯৮৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা কুনাল ভার্মার জন্মদিন।*

বানু মুশতাকের বুকার প্রাইজ প্রাপ্তি ও তাঁর সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লড়াই

স্বপনকুমার মণ্ডল

কথাসাহিত্যে 'বুকার প্রাইজ' বিশ্বনন্দিত । সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের মতোই তার গরিমা । ইংরেজি ভাষায় বা ইংরেজিতে অনূদিত কথাসাহিত্যের তীব্র প্রতিযোগিতায় সে বছরের শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা স্বাভাবিক ভাবেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির আলোয় তার দিগন্তবিস্তারী প্রভাবে সাহিত্যিক ও তাঁর সাহিত্যের আবেদনকে তীব্র জনপ্রিয়তা লাভ করে । শুধু তাই নয়, পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিকের ভাষা ও স্বদেশকেও তা মহিমান্বিত করে। সেদিক থেকে এ বছর ২০ মে কন্নড় ভাষার কথাসাহিত্যিক বানু মুশতাকের 'বুকার প্রাইজ' লাভে যেমন কন্নড় ভাষার সম্মান বৃদ্ধি করেছে, তেমনই দেশের গৌরবও শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছে। ইতিপূর্বে দেশের ইংরেজি ভাষার কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অনেকেই এই পুরস্কার পেয়েছেন । ভি এস নইপাল, সালমান রুশদি, অরুন্ধতী রায়, কিরণ দেশাই, অরবিন্দ আদিগা প্রমুখ । আবার গীতাঞ্জলী শ্রীর মতো হিন্দি কথাসাহিত্যিক ইংরেজিতে অনুবাদের মাধ্যমেও বুকার প্রাইজ পেয়েছেন । সেদিক থেকে কর্ণাটকের হাসানের কৃতী সন্তান তথা গল্পকার বানু মুশতাকের ইংরেজিতে অনূদিত ছোটগল্প সংকলন 'Heart Lamp Selected stories' (১৯২৪) বাছাই করা ১৫৪টি বইয়ের মধ্যে থেকে ২০২৫-এ মহার্ঘ ও অভিজাত আন্তর্জাতিক সাহিত্য পুরস্কার বুকার প্রাইজ লাভ করে। সেক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যিক স্বীকৃতির আবেদনে ব্যতিক্রমী অসাধারণত্ব প্রচারের আলো সেভাবে না পেলেও তার অনন্য পরিচয়ই এক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়ে ওঠে । উল্লেখ্য, বানু মুশতাকের কোনও স্বতন্ত্র ছোটগল্পের বইয়ের অনুবাদ 'Heart Lamp Selected stories' নয়। এটি তাঁর ১৯৯০ থেকে ২০২৩-এর মধ্যে প্রকাশিত গল্প থেকে বাছাই করা ইংরেজিতে অনূদিত বারোটি গল্পের সংকলন। গল্পগুলির অনুবাদক দীপা ভাস্তির অনন্যসাধারণ অনুবাদকেও স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে বানু মুশতাকের সঙ্গে যৌথভাবে বুকার প্রাইজ প্রদান করা হয়েছে । অন্যদিকে দীপা ভাস্তির অনুবাদের মাধ্যমে বানু মুশতাকের বুকার প্রাইজ প্রাপ্তি শুধু গল্পকার বা অনুবাদকের শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিই শুধু প্রতিফলিত হয়নি, সেইসঙ্গে সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বিশেষ করে নানাভাবে শোষিত-শাসিত নারীদের অনাবৃত জীবনের কথা প্রচারের আলোর স্বার্থেও তা জরুরি ছিল । বৈষম্যপীড়িত সমাজে ধর্মীয় শাসন-অনুশাসনে বন্দি জীবনে বিপন্ন মানবতার অব্যক্ত যন্ত্রণার কথা জনমানসে নিবিড় করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বানু মুশতাকের বুকার প্রাইজ অত্যন্ত জরুরি মনে হয় । এজন্য ২০ মে লন্ডনের টেট মডার্ণ গ্যালারিতে পুরস্কারপ্রাপ্তির মঞ্চে তাঁর প্রতিক্রিয়ার তিনি গল্পকার হিসেবে নয়, শোষিত-শাসিত মানুষের সমবেত কণ্ঠস্বরের জয় হিসেবে তাঁর সাফল্যকে দেখার কথা দ্বিধাহীন ভাবে তুলে ধরেছেন । তাঁর কথায় ' মহান এ সম্মান আমি কোনও ব্যক্তি হিসেবে গ্রহণ করছি না, বরং এমন এক কণ্ঠস্বর হিসেবে গ্রহণ করছি, যা আরও বহু কণ্ঠের সঙ্গে সমবেত ভাবে উচ্চারিত হয়েছে।' সেক্ষেত্রে বুকার প্রাইজের মতো আন্তর্জাতিক পুরস্কারের লাভে বানু মুশতাকের লক্ষ্যপূরণের কথাও প্রকট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, সেকথা প্রকাশে তাঁর লক্ষ্যভেদী অর্জুনের সাফল্যের উচ্ছ্বাসও গোপন থাকেনি। অন্তরালে চাপা পড়া অশ্রুত থেকে যাওয়া জীবনযন্ত্রণার অব্যক্ত কথা প্রচারের আলোতে আসার কথাই আবেগমথিত অথচ প্রত্যয়সিদ্ধ ভাবে তাঁর মুখে উঠে এসেছে, 'এটি কেবল আমার জয় নয়, বরং এমন কণ্ঠস্বরের সমবেত কণ্ঠস্বর যা ক্রমশই শোনা যায় না।' সেই উপেক্ষিত কণ্ঠস্বরকে প্রচারের আলোতে আনাটা জরুরি ছিল। সেদিক থেকে সমাজ-ধর্ম, রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতিতে বৈষম্যের শিকার বিপন্ন প্রান্তিক মানুষের মুখপাত্র হিসেবে বানু মুশতাকের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বরকে জনমানসে নিবিড় করে তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁর বুকার প্রাইজটি আপনাতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

আসলে বানু মুশতাকের সাহিত্যচর্চা সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকেই সক্রিয় হয়ে ওঠে । তাঁর সাহিত্যজীবনের নেপথ্যেও একজন দায়বদ্ধ সাহিত্যিকের পরিসর ক্রমশ বিস্তার লাভ করে। সেক্ষেত্রে বাস্তব জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতাই তাঁকে অনেক বেশি পরিণতমুখী করে তোলে । সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকেই তিনি বিভিন্ন প্রতিবাদী আন্দোলন থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেন । দলিত আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, ভাষা আন্দোলন, নারী সংগ্রাম ও পরিবেশগত আন্দোলন ক্রমশ তাঁকে প্রাণিত করেছে। শুধু তাই নয়, সাত-আট দশকের কর্ণাটকের বান্দোয়া সাহিত্য আন্দোলনে আশির দশক থেকে তিনি সক্রিয় ভাবে জড়িয়ে পড়েন । সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভাবে অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ১৯৭৪-এ গড়ে তোলা সামাজিক ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলন হিসেবে বান্দোয়া সাহিত্য আন্দোলন বানু মুশতাককে প্রতিবাদী সাহিত্যে সক্রিয় করে রেখেছে । বিশেষ করে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের লক্ষ্যে মুসলিম ও দলিতসহ প্রান্তিক মানুষের কণ্ঠস্বর তুলে ধরার ক্ষেত্রে তাঁকে বান্দোয়া সাহিত্য আন্দোলন দিশা দেখিয়েছে । অন্যদিকে বানু মুশতাক সাংবাদিক হিসেবেও শোষিত-শাসিত প্রান্তিক মানুষের সঙ্গে নিবিড় সংযোগে এসেছিলেন । ১৯৮১ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত প্রখ্যাত ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিবাদী সাংবাদিক যাঁকে ২০১৭-তে ধর্মীয় মৌলবাদীরা নৃশংস ভাবে হত্যা করেছিল সেই গৌরী লঙ্কেশের বাবা পি লঙ্কেশ সম্পাদিত ট্যাবলয়েড 'লঙ্কেশ পত্রিকে'র নিয়মিত প্রতিবেদন লিখেছেন তিনি। সাংবাদিকতার ছেড়ে দিলেও তাঁর সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন ভাবে অন্যায়-অবিচারের শিকারে পর্যুদস্ত মানুষের সঙ্গে তাঁর সহচর জীবন থেমে থাকেনি । ১৯৯০ থেকে বানু মুশতাক আইনজীবীর পেশাকে বেছে নিলেও অচিরেই তাঁর মানবাধিকার কর্মী থেকে সমাজকর্মী হিসেবে জনসংযোগ আরও নিবিড়তা লাভ করে । সেক্ষেত্রে তাঁর সাহিত্যচর্চাও তাঁর প্রতিবাদী সত্তারই শিল্পিত রূপ ও রূপান্তর। নিজেও সেকথা তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে দ্বিধাহীন চিত্তে প্রকাশ করেছেন । বুকার প্রাইজ পাওয়ার পর বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে সেকথা ঘুরে ফিরে এসেছে। বানু মুশতাক নিজেই জানিয়েছেন 'প্রান্তিক সম্প্রদায়, নারী এবং অবহেলিতদের জীবনের সঙ্গে আমার সরাসরি সম্পৃক্ততা, তাদের অভিব্যক্তিসহ আমাকে লেখার শক্তি দিয়েছে। সামগ্রিকভাবে কর্ণাটকের

সামাজিক পরিস্থিতি আমাকে গঠন করেছে।' আর তারই ফসল তাঁর প্রতিরোধী সাহিত্যচর্চার নিবিড় আয়োজন । ইতিমধ্যে তাঁর ছয়টি ছোটগল্প সংকলন, একটি উপন্যাস, একটি প্রবন্ধ সংকলন এবং একটি কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্যের প্রায় সব শাখায় বিচরণ করলেও ছোটগল্পের প্রতি তাঁর সবিশেষ পক্ষপাতিত্ব বর্তমান। 'Outlook' পত্রিকায় (২১ মার্চ ২০২৫)-এর সাক্ষাৎকারে বানু মুশতাক বলেছেন, 'ছোটগল্প আমার প্রথম ভালোবাসা।' তাঁর গল্পগুলি ইংরেজি ছাড়াও তামিল, মালায়ালাম, পাঞ্জাবী ও উর্দুতেও অনূদিত হয়েছে। সেক্ষেত্রে তাঁর ছোটগল্পে প্রান্তিক মানুষের অন্ত্যজ জীবনের প্রতিরোধী কণ্ঠস্বরকে সজোরে প্রচারের আলোতে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য বুকার প্রাইজের আন্তর্জাতিক আলোর গুরুত্ব অপরিসীম। সেকথা বানু মুশতাকের প্রতিক্রিয়াতেই প্রতীয়মান।

সাহিত্যে সময়ের অনুবাদে ছোটগল্পের জুড়ি নেই । দ্রুততার সঙ্গে তার অনুবাদিত রূপ আবির্ভাবের আস্বাদ বয়ে আনে । অন্যদিকে তার আধুনিক যুগের যুগযন্ত্রণা প্রকাশের তীব্র একাগ্নী বাণ জনমানসে লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে । সেদিক থেকে বানু মুশতাকের ছোটগল্পে প্রান্তিক মানুষের আকাঁড়া জীবনযন্ত্রণার পরিচয় নিবিড়তা লাভ করায় তার আবেদন বিস্তারের অপেক্ষায় মুখিয়ে ওঠে। বিশেষ করে গল্পকার নিজেও একজন প্রান্তিক মুসলিম সম্প্রদায়ের নারী। তাঁর তিক্ত জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁকে সেবিষয়ে অভিজ্ঞ করে তুলেছে। অন্যদিকে তাঁর সাহিত্যজীবনের সূচনা থেকেই তাঁর ছোটগল্পের চর্চা শুরু হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি প্রথম ছোটগল্প লেখেন। ২৬ বছর বয়সে তাঁর একটি গল্প জনপ্রিয় কন্নড় ম্যাগাজিন 'প্রজামাতা'তে প্রকাশিত হলে স্বাভাবিক ভাবেই সাড়া ফেলে দেয়। নব্বইয়ের দশকেই বানু মুশতাকের নিবিড় সাহিত্যচর্চার মধ্যে ছোটগল্পই যে প্রাধান্য লাভ করে, তা তাঁর প্রকাশিত রচনাতেই প্রতীয়মান । তাঁর ছয়টি গল্প থেকেই ১২টি গল্পের অনুবাদ সংকলন 'Heart Lamp Selected stories'। শুধু তাই নয়, ২০২৪-এ তাঁর পাঁচটি ছোটগল্পের দীপা ভাস্তি কৃত অনুবাদ সংকলন 'Haseena and Other Stories' পেন ইংলিশ অনুবাদ পুরস্কার লাভ করে। পুরস্কারটি একটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংগঠন থেকে প্রদান করা হয়। ২০২৪-এর অনুবাদের সাফল্যেই যে ২০২৫-এর পুরস্কৃত গল্প-সংকলনের নেপথ্যে সক্রিয় ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, দুটি গল্প-সংকলনের মধ্যেই বৈষম্যপীড়িত পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের দুর্বিষহ জীবনের কথা প্রকট হয়ে উঠেছে । অন্যদিক একাধিক গল্পও দুটি সংকলনে বর্তমান। যেমন, 'ক্ষত্র খ ন্দ্রদ্রব্খ: দ্র:ত্বত্র, দ্রত জ্রদ্রন্থ' ও 'টুত্রত্থ জ্রন্ড্রুত্ব গল্পদুটি উভয় সংকলনে বর্তমান। আসলে বানু মুশতাকের ছোটগল্প তাঁর প্রতিবাদের বড় হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সেখানে তাঁর লক্ষ্যভেদী আয়োজন ক্রমশ নিবিড়তা লাভ করে এবং প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে তাঁর লেখকসত্তাই প্রান্তিক নারীদের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠায় স্বাভাবিকভাবেই তা রক্ষণশীল ধর্মীয় পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠে । এজন্য তাঁর লেখকজীবনেই তীব্র আঘাত নেমে আসে । বানু মুশতাককে তাঁর ছোটগল্প সংকলন 'বেনকি মালে' (১৯৯৯) প্রকাশের পর মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতাদের থেকে তাঁকে হিংস্র আক্রমণের শিকার হতে হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯৯-এ তিনি ছোটগল্প স্ংকলনটির জন্য কর্ণাটক রাজ্য সাহিত্য একাডেমীর পুরস্কার লাভ করেন। সেক্ষেত্রে তাঁর পরিচিতির আলোয় তাঁর সাহিত্যও চর্চার অবকাশ পেয়ে যায়। সেক্ষেত্রে একজন নারী হয়ে 'প্রকাশ্যে উচিত কথা' বলার জন্য তাঁকে তাঁরই সম্প্রদায়ের কাছে থেকে তীব্র সমালোচনা থেকে সমাজচ্যুত হওয়ার মতো তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল । শুধু তাই নয়, হুমকি ধামকির পরে একজন ছুরিধারী হামলাকারী তাঁকে ব্যক্তিগত ভাবে প্রাণঘাতী আক্রমণ করেছিল । শুধু তাই নয়, পরবর্তীতে ধর্মীয় বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তাঁর সাক্ষাৎকার পত্রিকায় প্রকাশিৎ হলে তাঁকে নিজের সম্প্রদায়ের কাছে থেকেই নানাভাবে শিকার হতে হয়েছে । তিন মাস ধরে তাঁর পরিবারকে তাঁর সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নিষেধাজ্ঞা ছিল। পরে সেসব মিটিয়ে নেওয়ার পর রেহায় মেলে। অন্যদিকে ১৯৯৯-এর আকস্মিক ঘটনার পর বানু মুশতাকের লেখনী সাময়িক ভাবে থেমে গিয়েছিল । ধর্মীয় রক্ষণশীলতা ও পুরুষশাসিত সমাজের বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী সাময়িক বিরতি কাটিয়ে আবার ঘুরে দাঁড়ানোয় সক্রিয় হয়ে ওঠে। ক্ষমতার অপব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে থেকে ধর্ম ও রাজনীতিকে মেশানো নেতাদের বিরোধিতা করে, অধিকারবঞ্চিত নারীদের আত্মশক্তি জাগরণের জন্য বানু মুশতাক পুনরায় স্বমূর্তি ধারণ করেন । আসলে তাঁর মধ্যে যে প্রতিবাদী সত্তা ছিল, তাই তাঁকে নাছোড় সমাজবিপ্লবী সাহিত্যিক গড়ে তুলেছে। ১৯৭৪-এ ছাব্বিশ বছর বয়সে তাঁর প্রেম করে বিয়ে হলেও ধর্মীয় বিধিনিষেধে অবরোধবাসিনী হয়ে না থাকার জন্য পারিবারিক জীবনেও তাঁর বিষাদ নেমে আসে। সেখানে সাহিত্যচর্চা না করে সংসারধর্ম পালন করার প্রতি তীব্র অনীহা তাঁকে আত্মহত্যাতেও সক্রিয় করে তোলে । সেক্ষেত্রে তাঁর স্বামীর সম্মতিই তাঁকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করে। ব্যক্তিগত জীবনে সেই আত্মহত্যার ঘটনাটি তাঁর 'ছত্রখন্ঠ জ্রখদ্বদ্ম' গল্পটির আধার। অন্যদিকে ১৯৭৭-এ ঊনত্রিশ বছর বয়সের সন্তানের মা হওয়ার পর মানসিক ভাবে অবসাদ কাটিয়ে ওঠার জন্যই তাঁকে লেখালেখির আশ্রয় নিতে হয়েছে। সেদিক থেকে বানু মুশতাকের গল্প আসলে নারীজীবনের নগ্ন বাস্তবতার আধারে স্বাধিকার অর্জনের বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর ।

একথা অনস্বীকার্য, ছোটগল্পেই অতিদ্রুততায় সময়ের অনুবাদ উঠে আসে। সেক্ষেত্রে শুধু সময় নয়, জীবনের অনুবাদেও তাঁর জুড়ি মেলা ভার । স্বল্প পরিসরেও লক্ষ্যভেদী বাণে তার একমুখী চলনে প্রকাশের আভিজাত্য লাভ করে। আর তাতেই প্রতিবাদের তিক্ত চিত্রণ মন ও মননকে সক্রিয় করে তোলে । সেখানে নারীজীবনের আবর্তে বানু মুশতাকের ছোটগল্পে বহুমুখী বিস্তারে ও বহুমাত্রিক চেতনায় নারীদের অমানবিক পরাধীন জীবনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর জাগিয়ে তোলার দায়বদ্ধতা নানাভাবেই প্রকাশমুখর। সেকথা তিনি নিজেই সাক্ষাৎকারে অকপটে জানিয়েছেন 'আমার গল্পগুলি নারীদের ঘিরেই আবর্তিত হয়েছে। ধর্ম, সমাজ, ও রাজনীতি কীভাবে তাঁদের থেকে নিঃশর্ত আনুগত্য দাবি করে, ফলাফল হিসেবে কীভাবে নিষ্ঠুরতার শিকার হন তাঁরা---এসব আমি গল্পে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।' সেক্ষেত্রে নারীদের নিয়ে গল্প লেখার দায়বদ্ধতা থেকেই যে বানু মুশতাকের গল্প লিখেছেন, তার পরিচয় তাঁর গল্পের মধ্যেও প্রতীয়মান । অথচ সেখানে নারীবাদের উগ্রতা নেই, নেই জীবনজিজ্ঞাসার একদেশদর্শিতার অন্ধত্ব । সত্য প্রকাশের দায়বদ্ধতা থেকেই গল্পগুলি লেখা । অন্যায়-অবিচারের পরিচয়ের আধারেই বানু মুশতাকের প্রতিবাদী সত্তা সক্রিয় হয়ে উঠেছে । সেখানে তাঁর আত্মসচেতন প্রকৃতি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট। তাঁর মতে, লেখকের কাজ অন্যায়গুলি লিপিবদ্ধ করা । শিল্পসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে তা করা জরুরি । জোর করে সমাধান চাপানোর বিরুদ্ধে তাঁর চেতাবনি সদা জাগ্রত। অন্যদিকে বাস্তব অভিজ্ঞতার আধারেই তাঁর গল্পগুলি রচিত। এজন্য 'বিস্তৃত গবেষণা নয়', 'বাস্তব জীবনের মিথষ্ক্রিয়া' থেকে তাঁর অমুপ্রেরণার ফসল তাঁর গল্পগুলি। বানু মুশতাকের অকপট স্বীকারোক্তি, 'আমার হৃদয় নিজেই আমার অধ্যয়নের ক্ষেত্র'। এই হৃদয়তাড়িত গল্পগুলি শুধু নারীদের অধিকারের কথায় সোচ্চার হয়নি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে অমানবিক অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধেও আওয়াজ তুলেছে । 'Heart Lamp Selected stories'-এর প্রতিটি গল্পেই তার পরিচয় বর্তমান । বিশেষ করে মুসলিম সমাজের ধর্মীয় গোঁড়ামিতে বৈষম্যপীড়িত নারীদের বিপন্ন অস্তিত্ব নানাভাবে গল্পের মধ্যে নিবিড়তা লাভ করে। সেক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে উঠে আসা গল্পটিই 'ছত্রখন্ঠ জ্রখদ্বদ্ম'-এর আলো জ্বেলে দেয় । বিয়ের পর ১৯৭৭-এ উনত্রিশ বছর বয়সী বানু মুশতাক পারিবারিক জীবনে বোরখা পরে ঘরসংসারে বন্দি করে লেখালেখি ছেড়ে নিজেকে নিঃস্ব করতে না চাওয়ায় শেষে গায়ে পেট্রল ঢেলে আগুনে পুড়ে মরতে চেয়েছিলেন। তখন তাঁর মেয়ের বয়স মাত্র তিন মাস । তাঁর স্বামীই তাঁকে আগের মতো লেখা, কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার সম্মতি দিয়ে তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন। 'ছত্রখন্ঠ জ্রখদ্বদ্ম'-এর মধ্যে তা হুবুহু উঠে না এলে সেখানেও তিন সন্তানের মা মেহরুনের কেরোসিন গায়ে দিয়ে আগুনে পুড়ে আত্মহত্যা করায় সক্রিয় হয়েছে । বহু সন্তানকামী ও পণলোভী স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে করায় সক্রিয় হয়ে হঠাৎ বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় মেহেরুনের সংসারে সংকট দেখা দেয়। কোনওভাবে স্বামীকে বাগে আনতে না পেরে তার নিরুদ্দেশ হওয়ায় অসহায় হয়ে বাবার বাড়িতে গিয়েও সুবিচারের বদলে প্রত্যাখ্যাত হতে হয় তাকে। শেষে অসহায়তাবোধে বেঁচে থাকাটাই মেহেরুনের কাছে ভারী হয়ে ওঠে। অবশেষে কেরোসিন গায়ে ঢেলে পুড়ে মরতে গেলে তার কিশোরী মেয়ে সালমা ও তার ছোট বোন মাকে জড়িয়ে ধরে তাদের জন্যই বেঁচে থাকার কথা করুণ আর্তি জানিয়ে তাঁকে আত্মহত্যা থেকে বিরত করে। সেক্ষেত্রে মেহেরুন তাঁর সন্তানের মধ্যেই হার্ট ল্যাম্প খুঁজে পেয়ে নতুন জীবনের হদিশে গল্পটি শেষ হয়।

আসলে নারীদের পরাধীন দুর্বিষহ জীবনের নেপথ্যে ধর্মীয় পিতৃতান্ত্রিক সমাজের শোষণ-শাসনের বিরুদ্ধে বানু মুশতাকের লেখনী শুধু মাত্র নারীদের পক্ষপাতিত্বে সওয়াল করেনি, বরং সত্য প্রকাশে নিরপেক্ষতাকেই প্রাধান্য দিয়েছে। যেমন, তাঁর 'A Decision of the Heart' গল্পটি। ইউসুফের ঝগড়ুটে বৌ অখিলার জন্য সংসার ভেঙে যায়। সে তার বিধবা মাকে নিয়ে থাকে, অখিলা আলাদা হয়ে যায়। এর পরেও বৌয়ের সঙ্গে সে সম্পর্ক বজায় রাখতে চায়। অথচ মা-বৌয়ের বিচ্ছিন্ন সংসারেও ইউসুফের শান্তি মেলে না। উল্টে অখিলার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ে সে। ইউসুফের বিধবা মাকে দেখভাল করতে গিয়ে টাকাপয়সা খরচ করাকে অখিলা মেনে নিতে পারে না। সেক্ষেত্রে স্বামী-শাশুড়ির পবিত্র সম্পর্ক অখিলার কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে। শেষে বৌয়ের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পঞ্চাশ বছর বয়সি মাকেও বিয়ে করার সিদ্ধান্ত নেয় ইউসুফ। সেদিক থেকে শুধু পুরুষশাসিত সমাজের প্রতিই নয়, নারীজীবনের করুণ পরিণতির জন্য নারীদের ভূমিকাকেও বানু মুশতাক দ্বিধাহীন ভাবে তুলে ধরেছেন । আবার নারীদের প্রতি ধর্মীয় বিধিনিষেধই শুধু নয়, হেয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্রাত্য ভাবনার পরিচয়ও তাঁর গল্পে প্রকট হয়ে উঠেছে । 'The Arabic Teacher and Gobi Manchurió– òBlack Cobras', 'The Shroud' প্রভৃতি গল্পেই তা প্রতীয়মান। প্রথম গল্পটিতে একজন তরুণ গৃহশিক্ষক তার মনের মতো একজন পাত্রী খোঁজার জন্যই মেয়েদের একটি আরবি ক্লাস পরিচালনা করে। তার প্রিয় খাবার কীভাবে রান্না করতে হবে তা পাত্রীর জানা জরুরি। অথচ তার 'স্বপ্নের মেয়ে'কে খুঁজে পেয়ে বিয়ে করার পর অপ্রিয় পরিণতি বেরিয়ে পড়ে। অন্যদিকে অভিশপ্ত নারীজীবন থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরকেও ছাড়েননি গল্পকার । 'Heart Lamp Selected stories'-এর শেষ গল্প 'Be a Woman Once– O Lord' গল্পটি তার বিশুদ্ধ উচ্চারণ । একজন অসুস্থ নারী বৈষম্যপীড়িত সমাজে নারীদের দুর্গতির জন্য তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে আল্লাকে প্রশ্ন ছুঁড়েছে, 'কেন তুমি একজন নারী হওনি ?' নারীদের মুক্তি কামনায় ঈশ্বরের প্রতি তার ক্ষোভমিশ্রিত তীব্র আবেদনই বলে দেয় নারীদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনের করুণ পরিণতি কতটা নারীজীবনে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। গল্পটির শেষে তারই তীব্র আর্তি পাঠককে সচকিত করে তোলে 'যদি তুমি আবার পৃথিবী গড়তে চাও, আবার পুরুষ ও নারী সৃষ্টি করতে চাও, তাহলে একজন অনভিজ্ঞ কুমোরের মতো হয়ো না। একজন নারী হয়ে পৃথিবীতে এসো, প্রভু ! একবার নারী হও, হে প্রভু।' মুসলিম সম্প্রদায়ের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে বৈষম্যপীড়িত নারীদের কথা যেভাবে বানু মুশতাক তাঁর গল্পে তুলে ধরেছেন, তা শুধু তাঁর সম্প্রদায়ের বিপন্ন নারীজীবনের কথায় সীমাবদ্ধ থাকে না, ভারতের শোষিত-শাসিত নারীসত্তাতেও বিস্তার লাভ করেছে। তাঁর লক্ষ্যে ছিল ধর্মকে হাতিয়ার করে নারীর উপরে আধিপত্যকামী 'ফ্যাসিস্ট মুসলিম'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠা। অথচ সেই সোচ্চারে আপামর দীপ্ত নারীকণ্ঠস্বর বিঘোষিত হয়ে ওঠে। সেখানে নারীকে ভোগ্যপণ্য করে রাখা, সন্তান প্রসবিনী ভাবা, বা, স্বামীকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়ে সেবাদাসী করে তোলার সযত্ন প্রয়াসের বিরুদ্ধে শিল্পিত প্রকাশ তীব্র আবেদনক্ষম হয়ে ওঠে। আসলে বানু মুশতাকের গল্পগুলি তাঁর সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর। অথচ তা সেভাবে দেশের বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে পড়েনি, গড়ে তোলেনি তীব্র প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর । উল্টে তাঁর বলিষ্ঠ নারীকণ্ঠ রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের কাছে আক্রমণ ও উপেক্ষার শিকারে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। কন্নড় রাজ্য সাহিত্যে একাডেমী বা পেন ইংলিশ পুরস্কার পেলেও সেভাবে বানু মুসতাকের কৃতিত্ব বা তাঁর গল্পএউচ্চ সমাদর লাভ করেনি । বুকার পাইজ পাওয়ার আগে তাঁর প্রতিবাদী সত্তার শিল্পিত হাতিয়ার হিসাবে তাঁর ছোটগুলির অসামান্য অবদান দেশময় চর্চার অবকাশ পায়নি । বুকার প্রাইজের দৌলতে বানু মুস্তাকের সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠায় বলিষ্ঠ নারীকণ্ঠ দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ার অবকাশ পেল। তাঁর 'ছত্রখন্ঠ জ্রখদ্বদ্ম' বুকার প্রাইজের আলোতে নতুন করে জ্বলে উঠার এবং জ্বালিয়ে দেওয়ার অবকাশ পেল। সাতাত্তর বছর বয়সি বানু মুস্তাকের সাতচল্লিশ বছরের নাছোড় সাধনায় সুদীর্ঘ কাল ধরে চলা সমাজের সবচেয়ে শোষিত-শাসিত প্রান্তিক ও দলিত মানুষের ক্রমশ অশ্রুত ও অব্যক্ত হয়ে থাকা সমবেত কণ্ঠস্বর প্রকাশের জন্যও তাঁর বুকার প্রাইজটি অত্যন্ত জরুরি ছিল।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

ছাত্র-মৃত্যুতে প্রধান শিক্ষক, ক্লাস টিচারকে গ্রেপ্তারের দাবি, ৪ দিন দেহ ফ্রিজারে রেখেছে পরিবার

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: হস্টেল থেকে বেসরকারি আবাসিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রের রহস্যজনক অবস্থায় দেহ উদ্ধার হয়েছিল। পরিবারের অভিযোগ, ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ তাদের বাড়ির ছেলেকে মারধর করে খুন করেছে। অভিযোগ দায়ের হয় পুলিশে। কিন্তু ওই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা না-নেওয়ায় গত চারদিন ধরেই মৃত ছাত্রের দেহ বাড়িতে বরফ দিয়ে ফ্রিজার করে রেখেছেন পরিবারের লোকেরা।

মৃতের পরিবারের দাবি, যতদিন পর্যন্ত ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং ক্লাস টিচার গ্রেপ্তার না-হচ্ছে, ততদিন ছাত্রের দেহ সৎকার করা হবে না। বরফ দিয়ে এভাবেই বাড়িতে সংরক্ষণ করে রাখা হবে। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকচক ব্লকের অন্তর্গত ভূতনি থানার দক্ষিণ চণ্ডীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের যোগিটোলা এলাকায়। মানিকচক ব্লক অফিস সংলগ্ন একটি বেসরকারি আবাসিক স্কুলের বিরুদ্ধেই মূলত ওই ছাত্রকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ তুলে পুলিশে নালিশ জানিয়েছেন পরিবারের লোকেরা। শনিবার ওই ছাত্রের দেহ সৎকার না-করে বাড়িতে বরফ দিয়ে এভাবে রাখার বিষয়টি জানাজানি হতেই রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিষয়টি জানতে পেরে হতবাক হয়ে গিয়েছে মানিকচক এবং ভূতনি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ছাত্রের নাম শ্রীকান্ত মণ্ডল (১৩)। মানিকচক ব্লক অফিস সংলগ্ন একটি বেসরকারি আবাসিক স্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত শ্রীকান্তর দেহ বুধবার হস্টেলের ঘরে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় উদ্ধার করে স্কুল কর্তৃপক্ষ। বর্তমানে ওই স্কুলের হস্টেলে ৮০ জন পড়ুয়া রয়েছে। বিষয়টি পরিবারকে জানানো হলে, মৃত ছাত্রের পরিবারের অভিযোগ, তাদের ছেলেকে নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি পিটিয়ে খুন করা হয়েছে।

মৃত ছাত্রের বাবা প্রেম কুমার মণ্ডল বলেন, 'ওই হস্টেলে এতগুলো পড়ুয়া রয়েছে। একেকটি ঘরে ১০ থেকে ১২ জন করে পড়ুয়া থাকে। সকলের মধ্যে কী ভাবে আমার ছেলে হস্টেলের ঘরে গলায় ফাঁস দিল, সেই সদুত্তর ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ দেয়নি। তবে কয়েকদিন আগে রাতের প্রার্থনার সময় ছেলে নাকি সিটি বাজিয়েছিল। তারপর থেকেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং একজন ক্লাস টিচার ছেলেকে মারধরের পাশাপাশি শারীরিক নির্যাতন করছিলেন। এই সম্পর্কে জানার পর ছেলেকে হস্টেল থেকে নিয়ে আসার উদ্যোগী হয়েছিলাম। কিন্তু তার আগেই গত বুধবার আমার ছেলে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন কথা ফোন করে জানায় ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ। এরপরই ওই স্কুলে গিয়ে দেখি ছেলের দেহ যথারীতি মানিকচক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে চলে যাওয়া হয়েছে।'

মৃত ছাত্রের বাবা প্রেম কুমার মণ্ডলের অভিযোগ, আমার ছেলেকে শারীরিক নির্যাতন চালানোর পাশাপাশি পিটিয়ে মারা হয়েছে। পুলিশে অভিযোগ জানানোর পর এখনও পর্যন্ত ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং একজন ক্লাস টিচারকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তাই ছেলের দেহ বাড়িতে কফিনবন্দি করে বরফ দিয়ে সংরক্ষিত করে রাখা আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার না-করা হবে, ততক্ষণ দেহ সৎকার্য করব না।'

মৃত ছাত্রের এক দাদা রবি মণ্ডল বলেন, 'ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক এবং একজন ক্লাস টিচার দু'জনে মিলে মারধর করে ভাইকে খুন করেছেন। পুলিশ কেন অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করছে না, বুঝতে পারছি না। বাড়িতে মৃতদেহ বরফ দিয়ে ঢেকে রেখেছেন কাকু ও কাকিমা। আমরা চাই অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হোক। চার দিন ধরে মৃতদেহ বাড়িতে রয়েছে। এদিন মানিকচক থানায় এসেও ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আমরা পাইনি।' এব্যাপারে পুলিশ সুপারের দ্বারস্থ হওয়ার কথা জানিয়েছে মৃত ছাত্রীর পরিবার।

ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক সাজির হোসেন জানিয়েছেন, যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা ভিত্তিহীন। মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে ওই ছাত্র হস্টেলের একটি ঘরে গলায় ফাঁসি আত্মহত্যা করেছে। মানিকচক থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই ছাত্রের দেহ ময়নাতদন্তের পর তার পরিবারের হাতে গত বৃহস্পতিবার তুলে দেওয়া হয়েছিল। এরপর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। ময়নাতদন্তে রিপোর্ট এখনও হাতে আসেনি। ফলে এব্যাপারে পরিষ্কার করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবে ওই ছাত্রের দেহ বাড়িতে বরফ দিয়ে রেখে দেওয়ার বিষয়টি তদারকি করে দেখা হচ্ছে।

পাওনা চাইতে যাওয়ায় বন্ধুর বাবাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, জখম তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, ফরাক্কা: মোবাইলের কিস্তির পাওনা টাকা চাইতে যাওয়ায় বন্ধুর বাবাকে লাঠিসোটা ও লোহার রড দিয়ে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল বন্ধু এবং তার পরিবারের লোকদের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতের ঘটনাটি ফারাক্কা থানার আছুয়া গ্রামের। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় গুরুতর জখম ওই পরিবারের তিনজন হাসপাতালে ভর্তি রয়েছে। মৃত ওই ব্যক্তির নাম আসগর শেখ (৫২)। তাঁর বাড়ি ফারাক্কার বেনিয়াগ্রাম পঞ্চায়েতের আছুয়া গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফারাক্কা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে মৃত আসগর শেখের ছেলের বন্ধু রেহেসান আলি ও তাঁর পরিবারের লোকজনের বিরুদ্ধে। ফরাক্কার এসডিপিও শেখ শামসুদ্দিন বলেন, পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি জারি রয়েছে।

মৃতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই মৃত আসগর শেখের ছেলের সঙ্গে প্রতিবেশী যুবক রেহেসান আলির বন্ধুত্ব ছিল। মাস ছয়েক আগে বন্ধু রেহেসান আলিকে নিজের অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে এবং নিজের কার্ড দিয়ে কিস্তিতে একটি মোবাইল কিনে দেন আসগর শেখের ছেলে। কিন্তু মোবাইল কেনার পর ঠিকমতো কিস্তির টাকা দিচ্ছিলেন না রেহেসান। ফলে বন্ধুর মোবাইলের কিস্তির টাকা জমা করতে চাপ আসছিল আসগর শেখের ছেলের ওপর। বিষয়টি নিয়ে রেহেসানকে একাধিকবার বলেও কাজ হয়নি। শুক্রবার সন্ধ্যায় রেহেসান আলির কাছে জুলাই মাসের কিস্তির টাকা চাইতে যান আসগর শেখের ছেলে। আর তাতেই রাগে অগ্নিমূর্তি ধারণ করে রেহেসান আলি। বেজায় ক্ষুব্ধ হয়ে পরক্ষণেই লোকজন ও হাঁসুয়া লাঠি নিয়ে প্রতিবেশী বন্ধুর বাড়িতে চড়াও হয় রেহেসান। শুরু হয় চরম বাকবিতণ্ডা। গণ্ডগোলের জেরে বন্ধুর বাবাকেই পিটিয়ে খুন করে রেহেসান আলি এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ আসার আগেই অভিযুক্তরা এলাকা ছেড়ে পালায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। পাশাপাশি জখমদের হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়।

সিপিএমের অফিস দখলের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম মেদিনীপুর: তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে চন্দ্রকোনার কল্লা এলাকায় দু'বছর ধরে তালাবন্ধ অবস্থায় থাকা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়টি তাদের বলে দাবি করে বিডিওর দ্বারস্থ হয়েছে সিপিএম। বামেদের অভিযোগ, ২০১১ সালে পালাবদলের পর তাদের শাখা অফিসটি তৃণমূল জোরপূর্বক দখল করে নিজেদের বলে চালিয়ে আসছে।

২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে টিকিট বণ্টন ও গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের ভগবন্তপুর ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কল্লা বুথ তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে তালা লাগানো হয়। দু'বছর তালা বন্দি থাকার পর গত সপ্তাহে কার্যালয় খোলার দাবি তোলে স্থানীয় তৃণমূল নেতা কর্মীরা। দ্রুত কার্যালয় খোলার আশ্বাস দেন স্থানীয় বিধায়ক অরূপ ধাড়া। কার্যালয়টি খোলার খবর পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে থাকা ওই কার্যালয়টি তাদের বলে দাবি জানিয়ে সিপিএম চন্দ্রকোনা এরিয়া কমিটির পক্ষ থেকে ২ জুলাই চন্দ্রকোনা ২ নম্বর ব্লকের বিডিও'র কাছে একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন।

এরিয়া কমিটির সদস্য সুস্মিত পাল সহ স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, কল্লা দলীয় কার্যালয়টি তাদের। ২০১১ সাল থেকে জোর করে সেটি দখল করে তৃণমূল নিজেদের কার্যালয় বলে চালিয়ে আসছে। বিষয়টি একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো সত্ত্বেও কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে সিপিএমের অভিযোগ। কার্যালয়টি যে তাদের তার সপক্ষে একটি দলিলও প্রকাশ্যে এনেছে বামেরা। যদিও বামেদের দাবি মানতে চাননি চন্দ্রকোনার তৃণমূল বিধায়ক অরূপ ধাড়া। এই ঘটনায় শাসকদলকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপি।

বিডিও উৎপল পাইক বামেদের লিখিত অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে জানিয়েছেন, 'সিপিএমের একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি, সেটি তদন্ত করে দেখা হবে।' বিতর্কিত দলীয় কার্যালয়টি যে আগে সিপিএমের ছিল তা মানছেন কল্লা এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যা সাহেবা খাতুনও। এই পঞ্চায়েত সদস্য নির্দল হিসেবে জয়ী হয়ে পড়ে তৃণমূলে যোগ দেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই জানিয়েছেন, পার্টি অফিসটি আগে সিপিআইএমেরই ছিল এখন তৃণমূলের হয়েছে। কারণ, ২০১১-তে পালাবদলের পর অধিকাংশই তৃণমূলে এসেছেন এবং এই অফিসও দখল হয়েছে। দলীয় কার্যালয়ের দখল নেওয়াকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিধায়ক বনাম ব্লক সভাপতির দ্বন্দ্ব দীর্ঘদিনের। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর কার্যালয় কার নিয়ন্ত্রণে থাকবে তা নিয়েও দুই গোষ্ঠীর অশান্তিতে রক্ত ঝরেছে। তারপরই দুই গোষ্ঠীর তরফে দু'টি তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। এখন তৃণমূলের দখলে থাকা কার্যালয়টি সিপিএম তাদের বলে দাবি করে সরব হওয়ায় চন্দ্রকোনায় নতুন করে শোরগোল পড়ে গিয়েছে। দলীয় কার্যালয়টি শেষ পর্যন্ত সিপিএম না তৃণমূলের দখলে যায়, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

১৪ বছর পর জুটমিল খোলায় কাজের দাবিতে আন্দোলন পুরনো শ্রমিকদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: রানিগঞ্জের মঙ্গলপুর শিল্পতালুকে যে জুট মিল দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর ধরে বন্ধ ছিল, তা খোলার পর পুরনো শ্রমিকদের পুনরায় কাজে বহাল করার দাবিতে ও কোম্পানি তাদের ফাওলার টাকা বন্ধ করে দেওয়ার প্রতিবাদে এবার বৃহত্তর আন্দোলনে নামল বাম শ্রমিক সংগঠন সিআইটিইউ।

এদিন বিক্ষোভকারী নেতৃত্বদের দাবি বেশ কিছুদিন ধরেই জুটমিল খোলা হলেও, পুরনো যে সমস্ত শ্রমিক এখানে কাজ করতেন, তাঁদের পুনরায় নিজের কর্মস্থলে কাজ দেওয়ার জন্য কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করেনি জুটমিল কর্তৃপক্ষ। পরিবর্তে জুটমিলের ফাওলার যে টাকা শ্রমিকদের প্রদান করা হত সেই পনেরশো টাকা করে প্রতি শ্রমিককে দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে জুটমিল কর্তৃপক্ষ, তা নিয়ে ব্যাপক বিপাকে পড়েছে জুটমিলে কাজ হারানো শ্রমিকরা। কাজ বা ফাওলার টাকা, এই দাবিতে অসংখ্য মহিলা শ্রমিক ও যুব সদস্যদের সঙ্গে নিয়ে বাম শ্রমিক সংগঠন কারখানার গেটে বিক্ষোভ দেখান।

সিআইটিইউ শ্রমিক সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি তুলে দেওয়া হয়েছে কারখানা কর্তৃপক্ষের হাতে। এদিন বাম শ্রমিক সংগঠন নেতৃত্ব স্পষ্ট জানিয়ে দে যে তাদের ফাউলার টাকা যে রূপ ভাবে কারখানা বন্ধ থাকার সময় দেওয়া হত, সেরূপভ াবেই যতদিন না তাঁরা কর্মসংস্থান পাচ্ছেন, ততদিন প্রদান করতে হবে। অন্যথায় বৃহত্তর আন্দোলন হবে।

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া(লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ১২)
শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডের বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	০২/০৮/২০০১
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	: কোম্পানি রেজিস্টার, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U51909WB2001PTC093540
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস(যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১৩/২এ, প্রিয় নাথ মল্লিক রোড, থানা : ভবানীপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০২৬
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া বন্ধের তারিখ	২০/০৬/২০২৫
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	২০/০৬/২২৫
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কর্মরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	নাম : দেবদাস চক্রবর্তী, রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA- 001/IP-P01794/2019-2020/12758
৯.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা : ৮ বিনয় বালা মুখার্জি লেন, উত্তরপাড়া, হুগলি -৭১২২৫৮, পশ্চিমবঙ্গ, lpddc2019@rediffmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেল	ঠিকানা : ১৮, রবীন্দ্র সরণি, পোদ্দার কোর্ট গেট নং ১, ৪র্থ তল, রুম নং ৩৩২, কলকাতা ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ। lpddc2019@rediffmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৫/০৮/২০২৫

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল (কলকাতা বেঞ্চ ২) (শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড) -এর নির্দেশ মোতাবেক লিকুইডেশন শুরুর তারিখ২০/০৬/২০২৫ (লিকুইডেশন এর নির্দেশ কোডের ৩৩ ধারা অধীনে)।
শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডের বিনিয়োগকারীগণকে তাদের দাবি প্রমাণ সহ ০৫/০৮/২০২৫ তারিখের মধ্যে দফা নং ১০ উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের নিকট দাখিল করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পেশ করবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রমাণ সহ ব্যক্তিগতভাবে, ডাক যোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পেশ করতে পারেন।
মিথ্যা বা বিভ্রান্তকারী দাবির প্রামাণ্য নথি কারণে জরিমানা হতে পারে।
লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি পেশ না করলে,এমন বিনিয়োগকারীগণ কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়ার সময়ে তা ধারা ৩৮ অধীনে দাখিল করা হয়েছে বলে গণ্য হবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) অধীনে।

দেবদাস চক্রবর্তী
লিকুইডেটর
শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেড
IBBI/IPA-001/IP-P01794/2019-2020/12758
তারিখ : ০৬.০৭.২০২৫
স্থান : হুগলি

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য) (রুল ৮(১))

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ০৮.০৪.২০২৫ তারিখে **ঋণগ্রহীতা মেসার্স জয় অম্বে মেটালস প্রা. লি.** নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ **২০,১৫,৭৬,১৬৩.০০ টাকা (কুড়ি কোটি পনের লাখ ছিয়াত্তর হাজার একশ তেষট্টি টাকা) ২৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিস ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণ এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৩ জুলাই ২০২৫ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/আইনি উত্তরাধিকারীগণকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, **২০,১৫,৭৬,১৬৩.০০ টাকা (কুড়ি কোটি পনের লাখ ছিয়াত্তর হাজার একশ তেষট্টি টাকা) ২৫.০৩.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ২৬.০৩.২০২৫ থেকে পরবর্তী সুদ, ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সম্পত্তি নং ১ : স্বত্বাধিকারী : জয় অম্বে মেটালস প্রা লি।
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্যাক্টরি জমি এবং ভবন, প্ল্যান্ট এবং মেশিনারিজ সংশ্লিষ্ট জমিতে সংস্থিত এরিয়া ৬.৬০ একর, অবস্থিত মৌজা : ঘুটগোরিয়া, জেএল নং ২৪, আরএস প্লট নং ২৬৬৯(অংশ), ২৬৬৮(অংশ) এবং ২৬৭০(অংশ), থানা : বড়জোড়া, এডিএসআর গানগজলঘন্টি, ঘুটগোরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত জেলা : বাঁকুড়া। **লিজ দলিল তারিখ : ১-১৩১৫ তারিখ ০৮/১০/২০০৭ (৯৯ বছরের লিজ) ডব্লুবিডিআইসি থেকে এবং চৌহদ্দি :** উত্তরে : জি অ্যান্ড এ মেটালস (প্রা) লি ; দক্ষিণে : লালওয়ানি ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লি ; পূর্বে : লালওয়ানি ফেরো ইন্ডাস্ট্রিজ লি ; পশ্চিমে : সড়ক।
সম্পত্তি নং ২ : স্বত্বাধিকারী : কানাইয়া লাল আগরওয়াল এবং প্রয়াত শ্রী বিজয় কুমার আগরওয়াল।
খালি জমি পরিমাণ ৩.৩৩ একর, অবস্থিত মৌজা : ঝাঁঝরা, জেএল নং ৩৪ (আরএস) এবং এলআর প্লট নং ১৭৫/২৪৯৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৯০, ৬৯১, থানা : ফরিদপুর, এডিএসআর দুর্গাপুর, লাউদোহা গ্রাম পঞ্চায়েত, জেলা : পশ্চিম বর্ধমান, **স্বত্ব দলিল নং ১-২৩২৪/২০০৫, তারিখ ২৫/০৪/২০০৫।** পরিবর্তন মামলা নং ৬৩ (আইএনডি)/০৯ এবং ৬৪(আইএনডি)/০৯ তারিখ ১৩/০৪/২০১৯, **স্বত্বাধিকারী কানাইয়া লাল আগরওয়াল এবং শ্রী বিজয় কুমার আগরওয়াল । চৌহদ্দি :** উত্তরে : খালি জমি, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : সড়ক, পশ্চিমে : আরএস প্লট নং ১৭৫/২৪৯৮।

তারিখ - ০৩.০৭.২০২৫
স্থান - দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএএমবি ২, কলকাতা

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল
জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

মেসার্স সারদা বস্ত্রালয়, স্বত্বা : প্রদীপ দাস মহাপাত্র,
গ্রাম : খারাই কোটেবার, পো : কারুইগড় এগরা, পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪২৯।

শ্রী প্রদীপ দাস মহাপাত্র,
পিতা শম্ভু দাস মহাপাত্র, গোবরধনপুর, কোটবার, পো : খারুইগড় পূর্ব মেদিনীপুর, পিন : ৭২১৪২৯।

শ্রীমতি চঞ্চলা দাস মহাপাত্র,
স্বামী শ্রী প্রদীপ দাস মহাপাত্র, গ্রাম গোবর্ধনপুর,পো : খারুইগড়, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, নগর : তমলুক, পিন : ৭২১৪২৯।

রেফারেন্স নং SARB/SB/AM/2025-26/184
তারিখ ০৯.০৬.২০২৫
প্রিয় স্যার,
বিষয়- স্থাবর সুরক্ষিত সম্পদ/বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি।
ঋণগ্রহীতা : মেসার্স সারদা বস্ত্রালয়
এ/সি : ক্যাশ ক্রেডিট - 11883188654, GECL 39603019941
আমরা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি **২৫.০৪.২০২৪** তারিখের নোটিশের প্রতি যা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) এবং **২৭.০৬.২০২৪** তারিখের দখল নোটিশের ক্যাপশনযুক্ত অ্যাকাউন্টে জারি করা হয়েছে। কিন্তু আপনি উপরের নোটিশে উল্লিখিত পাওনা পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতএব, যদি আপনি এই নোটিশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যয় সহ সম্পূর্ণ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তাহলে সারফেসি অ্যাক্ট, ২০০২ তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস অনুসারে ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত ই-নিলামে সুরক্ষিত সম্পদ বিক্রয়ের জন্য এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিটি উক্ত বিধির পরিশিষ্ট IV-A অনুসারে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং নিয়ম ৯(১) এর অধীনে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।
বিক্রয় অধীন জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :
১) জমি এবং ভবন পরিমাণ ২ ডেসিমেল জমি, মৌজা : খাড়ুই কোটবার, থানা : পটাশপুর, জেএল নং ৮২, খতিয়ান নং ১৯০(সাবেক) ২২১৮, ২২১৭ (এলআর), প্লট নং ৫৪৭, **উল্লেখ্য দলিল নং ০৭২৭৬, -২০১৪ সালের।**
সম্পত্তির মালিক প্রদীপ দাসমহাপাত্র এবং চঞ্চলা দাসমহাপাত্র।
২) জমির পরিমাণ ১০ ডেসিমেল, ১৪ ডেসিমেল থেকে। মৌজা : গোবর্ধনপুর, থানা : পটাশপুর, জেএল নং ৯৪, খতিয়ান নং ২৯৪, এলআর খতিয়ান নং ৭১০ (পিআর), আরএস এবং এলআর প্লট নং ৭১৫, **উল্লেখ্য দলিল নং ৩০১৮ -২০০৩ সালের।**
সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী : প্রদীপ দাসমহাপাত্র পিতা শম্ভুনাথ দাসমহাপাত্র।
আমরা অবারও আপনাদের অবগতির জন্য জানাই ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৮) অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৬.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

SBI
স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ II, কলকাতা
'জীবনদীপ বিল্ডিং' ১১তম তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
ইমেল ঃ sbi.18192@sbi.co.in
ই-নিলাম নোটিশ
অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ শম্ভু কুমার সিং, ইমেল আইডি ঃ clo3.samb2kol@sbi.co.in, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৭২১০০৪/৮১৩০৩৩৩২৪৮
[রুল ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং রুল ৯ সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ২৩.০৭.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ২৩.০৭.২০২৫ তারিখে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** বিক্রি করা হবে **৬৮,১৫,৮৩,৮৭৩.৩৩ টাকা (আটষট্টি কোটি পনের লাখ তিরাশি হাজার আটশ তিয়াত্তর টাকা এবং তেত্রিশ পয়সা) এবং ০১.১২.২০১৪ থেকে সুদ এবং ০২.১২.২০১৪ থেকে** পরবর্তী সুদ সহ জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স শ্রী পদ্মাবতী মেটালিকস প্রা. লি.** রেজিস্টার্ড অফিস ৩৫, সি আর এভিনিউ, ৬ষ্ঠ তল, কলকাতা - ৭০০০১২ এবং জামিনদাতাগণ ১) মেসার্স শ্রী মহালক্ষ্মী কর্পোরেশন প্রা. লি. (দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট জামিনদাতা) ঠিকানা ১৩/২এ প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, থানা ভবানীপুর, কলকাতা - ৭০০০২৬ ২) মেসার্স মঙ্গলম ফিসক্যাল সার্ভিসেস প্রা. লি. (সিডি দেউলিয়াগ্রস্ত) (কর্পোরেট জামিনদাতা) ঠিকানা ১৩/২এ প্রিয়নাথ মল্লিক রোড, একতলা, কলকাতা - ৭০০০২৬ ৩) শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল পিতা শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল (জামিনদাতা) ৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ ৪) শ্রী বনওয়ারি লাল আগরওয়াল পিতা মতিলাল আগরওয়াল (জামিনদাতা) ৮এ, ময়রা স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭ এর কাছ থেকে।
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৪.০৭.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত।

জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, যদি কিছু থাকে	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি
দুটি ফ্ল্যাট ৪র্থতলে, ফ্ল্যাট নং ৩সি এবং ৩ডি, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বসবাসের ফ্ল্যাটে পরিবর্তিত, পরিমাণ এরিয়া ১২০০ বর্গফুট (আনুমানিক), অবস্থিত ২৯৯ দমদম পার্ক, ৪৯৪, থানা : লেকটাউন, ওয়ার্ড নং ২৮, কলকাতা ৭০০০৫৫।মৌজা : শ্যামনগর, জেএল নং ১৭, সিএস দাগ নং ২৪৬৭ (শ্রী গোপাল কুমার আগরওয়াল এর নামে)।	৪১,০০,০০০.০০ টাকা	৪,১০,০০০.০০ টাকা
	ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ : ৫০,০০০.০০	

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com যোগাযোগ করুন ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে

তারিখ ঃ ০৬.০৭.২০২৫
স্থান ঃ কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

মেঘসার সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
রেজি. নং.- ১৮ এইচ.জি., তারিখ- ০৯.০৩.১৯৫৩
গ্রাম ও পোস্ট- মেঘসার, ব্লক- পোলবা-দাদপুর, জেলা-হুগলী

১. নির্বাচনী নির্ঘন্ট

ক্র. নং.	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকার পরিচিতি
১	মনোনয়নপত্র বিতরণ ও গ্রহণ	০৮.০৭.২০২৫ মঙ্গলবার	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার অথবা তার অনুমোদিত ব্যাক্তি
২	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১০.০৭.২০২৫ বৃহস্পতিবার	সমিতির কার্যালয়	বেলা ১২টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৩	পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা	১০.০৭.২০২৫ বৃহস্পতিবার	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহিত পর	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৪	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	১১.০৭.২০২৫ শুক্রবার	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩টা পর্যন্ত	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৫	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১১.০৭.২০২৫ শুক্রবার	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩ (তিন) টার পর	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
৬	নির্বাচনের তারিখ, স্থান ও সময়	২৭.০৭.২০২৫ রবিবার	মেঘসার প্রাথমিক বিদ্যালয়	সকাল ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৭	ভোট গণনা	২৭.০৭.২০২৫ রবিবার	মেঘসার প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভোট গ্রহণ শেষ হবার অব্যবহিত পর	অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা
৮	ভোটের ফল প্রকাশ	২৭.০৭.২০২৫ রবিবার	মেঘসার প্রাথমিক বিদ্যালয়	ভোট গণনা শেষ হবার অব্যবহিত পর	এ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার এর নেতৃত্বে অন্যান্য আধিকারিক দ্বারা

পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ
২. সমিতির পরিচালক মণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে যোগদানে ইচ্ছুক প্রার্থীর বয়স অন্তত ১৯ বছর হতে হবে এবং তার সমিতিতে সদস্য পদের বয়স অন্তত এক বছর হতে হবে। সমিতির কোন খেলাপি সদস্য প্রার্থী হতে পারবেন না। এছাড়া তাকে পঃবঃ সমবায় আইন, ২০০৬ এর ৩২(৭) এবং ১৩৪সি (১০) ও নিয়মাবলী, ২০১১-র নিয়ম ৪২ (সংশোধনী সহ) এবং ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর বিভিন্ন ধারায় বর্ণিত যোগ্যতাসমূহ থাকতে হবে।
৩. মনোনয়ন গ্রহণ, পেশ, প্রত্যাহার কিংবা পরীক্ষার সময় প্রার্থী কিংবা তার অনুমোদিত ইলেকশান এজেন্ট বা প্রস্তাবক-সমর্থক (কেবলমাত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে) উপস্থিত থাকতে পারবেন।
৪. ভোটারদের ভোট দানের সময় তার সদস্য পরিচয়জ্ঞাপক প্রমাণ, জাতীয় নির্বাচন কমিশন নির্ধারিত পরিচিতি সমূহের যে কোনো একটি সঙ্গে আনতে হবে।
৫. কোন কারণে কোন সদস্য/ ভোটার এর কাছে বিজ্ঞপ্তি না পৌঁছালে নির্বাচন কার্যক্রম ব্যাহত হবে না এবং তিনি উপযুক্ত প্রমাণ পত্র নিয়ে ভোট দিতে পারবেন।
৬. প্রার্থী মনোনয়ন পত্রে বাংলা এবং ইংরাজি উভয় ভাষায় নাম লিখবেন এবং স্বাক্ষর করবেন।
৭. ওয়েস্ট বেঙ্গল কো-অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ এর নিয়ম অনুযায়ী ভোটপত্রে প্রার্থীর নাম বাংলা ও ইংরাজি উভয় ভাষায় লেখা থাকবে এবং নাম ইংরাজি বর্ণমালার বর্ণক্রমে (এ থেকে জেড) সাজান থাকবে।
৮. কোন সদস্য/ ভোটার/ প্রার্থী যে কোন বিষয় জানতে চাইলে তাকে সমিতি অফিসে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রলয় বিশ্বাস
অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার
মেঘসার এস.কে.ইউ.এস. লি.
তারিখ ঃ ০৫.০৭.২০২৫
স্থান ঃ মেঘসার

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ১২ অধীনে)
ফোর্ট প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণ	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	ফোর্ট প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	: ১২/০২/১৯৯৬
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কোম্পানি রেজিস্ট্রার, কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U40102WB1996PTC077205
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	নথিভুক্ত ঠিকানা ৭/১এ, হাজরা রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত : ৭০০০২৬। যে ঠিকানায় অ্যাকাউন্ট বুক ব্যবস্থিত : ফোর্ট বারলো ৫৯সি, চৌরঙ্গি রোড, ৬ষ্ঠতল, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০২০।
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া বন্ধের তারিখ	১৯/০৬/২০২৫
৭.	কর্পোরেট ডেটরের লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	২০/০৬/২০২৫ (নির্দেশ গৃহীত ০৪/০৭/২০২৫ তারিখে)
৮.	লিকুইডেটর হিসেবে কর্মরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং	শ্রী উমেশ কুমার IBBI/IPA-001/IP-PO1978/2020-2021/13152
৯.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ই-মেল	সত্যভামা গ্র্যান্ড , ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ডি ব্লক, কুসাই, দোরান্দা, রাঁচি ৮৩৪০০২, umeshkr62@yahoo.com
১০.	লিকুইডেটরের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ই-মেল	সত্যভামা গ্র্যান্ড , ফ্ল্যাট নং ৪ডি, ডি ব্লক, কুসাই, দোরান্দা, রাঁচি ৮৩৪০০২, cirp.fort@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	০৩/০৮/২০২৫(দ্রষ্টব্য : নির্দেশ গৃহীত তারিখ থেকে দাখিলের শেষ তারিখ নির্ধারিত)

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল কলকাতা বেঞ্চ ২ -এর নির্দেশ মোতাবেক **ফোর্ট প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেড লিকুইডেশন শুরুর তারিখ২০/০৬/২০২৫ (নির্দেশ গৃহীত ০৪/০৭/২০২৫ তারিখে)।**
ফোর্ট প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের বিনিয়োগকারীগণকে তাদের দাবি প্রমাণ সহ ০৩/০৮/২০২৫ তারিখের মধ্যে দফা নং ১০ উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের নিকট দাখিল করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পেশ করবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রমাণ সহ ব্যক্তিগতভাবে, ডাক যোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে পেশ করতে পারেন।
মিথ্যা বা বিভ্রান্তকারী দাবির প্রামাণ্য নথি কারণে জরিমানা হতে পারে।
লিকুইডেশন প্রক্রিয়ার মধ্যে বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি পেশ না করলে,এমন বিনিয়োগকারীগণ কর্পোরেট ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়ার সময়ে তা ধারা ৩৮ অধীনে দাখিল করা হয়েছে বলে গণ্য হবে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) অধীনে।
শ্রী উমেশ কুমার
ফোর্ট প্রোজেক্টস প্রাইভেট লিমিটেডের লিকুইডেটর বিষয়ক
IBBI/IPA-001/IP-PO1978/2020-2021/13152
এএফএ : AA1/13152/02/311225/107799 বৈধ ৩১/১২/২০২৫ পর্যন্ত
তারিখ : ০৬.০৭.২০২৫
স্থান : কলকাতা

ছাত্রহীন ক্লাস, নিঃসঙ্গ শিক্ষক, শিক্ষাহীনতায় ডুবে সরকারি স্কুল

সুজিত ভট্টাচার্য ● গলসি

একটা স্কুল দাঁড়িয়ে আছে বছরের পর বছর। ফাঁকা বেঞ্চ, নিঃশব্দ ক্লাসঘর, আর একজন নিঃসঙ্গ শিক্ষক। যিনি প্রতিদিন স্কুলে পৌঁছে অপেক্ষা করেন সেই ছাত্রদের জন্য, যারা কোনও দিন আর ফিরে আসে না। এ দৃশ্য পূর্ব বর্ধমান জেলার গলসি ব্লকের গোহগ্রামের এমএসকে সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের। বিগত কয়েক বছর ধরে এই বিদ্যালয়ের কোনও ক্লাসরুমেই নেই একটিও পড়ুয়া। অথচ নিয়মমাফিক স্কুলে আসেন বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষক। বসে থাকেন একা, শূন্য ঘরে। এক অদৃশ্য প্রতীক্ষায়। হয়তো আজ কেউ আসবে।

শিক্ষক রামানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমি একাই আছি ২০১৮ সাল থেকে।

ছ'জন ছাত্রছাত্রী নামেই আছে, কিন্তু কেউই নিয়মিত নয়। ফোন করে, বাড়ি গিয়ে ডেকে আনতে হয়। শিক্ষক না-থাকায় অভিভাবকরাও আর আগ্রহ দেখান না।' সবার সুরে হতাশা স্পষ্ট।

স্থানীয় বাসিন্দা তন্ময় সাহাও ক্ষোভ লুকতে না-পেরে বলেন, 'শিক্ষক না থাকলে বাবা-মায়েরা তো অন্য স্কুলে পাঠাবেই। চার-পাঁচ বছর ধরে স্কুলটা কার্যত বন্ধ হয়ে গেছে। এখন তো মদের ঠেক হয়ে উঠেছে জায়গাটা।' গলসি পশ্চিম চক্রের বিদ্যালয় পরিদর্শক (এসআই) দেবকুমার ভক্ত জানিয়েছেন, 'এই এমএসকেগুলি একসময় রাজ্য শিশুশিক্ষা মিশনের আওতায় ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে শিক্ষক সংখ্যা কমে গেছে। গোহগ্রামের এই বিদ্যালয়ের একমাত্র শিক্ষকও শীঘ্রই অবসর নেবেন। নতুন নিয়োগের কোনও নির্দেশ বা নীতিও নেই। ফলে স্কুলটি কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে।'

তৃণমূলে যোগদানের জল্পনায় জল ঢাললেন বিজেপি প্রধানই

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিজেপির মহিলা প্রধানের দল বদলের জল্পনায় তোলপাড় আরামবাগের রাজনৈতিক মহল। এই জল্পনার পরেই মাঠে নামে বিজেপি নেতৃত্ব। মহিলা প্রধানকে রীতিমতো বাড়ি থেকে আরামবাগ শহরে এনে রাখে বিজেপি নেতৃত্ব। তারপর সংবাদ মাধ্যমে কাছে তিনি বিজেপিতেই আছেন বলে বিবৃতি দেন। এবারের ঘটনা আরামবাগ ব্লকের সালেপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের। আর এই ঘটনা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে হইচই পড়ে যায়।

প্রসঙ্গত, ২০২৩ সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আরামবাগের সালেপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৬ টি আসনের মধ্যে ১০ তৃণমূল ও বিজেপি ৬টি আসনে জয়লাভ করে। এরপরে সালেপুর ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের পদ মহিলা আদিবাসী সংরক্ষিত হওয়ায় বিজেপির হয়ে প্রধান হন পূর্ণিমা মান্ডি। তৃণমূল সংখ্যায় বেশি হওয়া সত্ত্বেও সংরক্ষণের জটে বিজেপির জয়ী মহিলা পদপ্রার্থী প্রধান হন।

তারপর থেকেই বিজেপির প্রধানের দল বদল নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা।

ফের একবার প্রধানের দলবদলের জল্পনা সামনে এল। তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি সভায় বিজেপি প্রধান নাকি তৃণমূলে যোগদান করবেন। এরপর শনিবার সকালে সালেপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা মান্ডির বাড়িতে যান এলাকার বিজেপি কর্মী সমর্থক ও নেতৃত্ব। এরপরই প্রধানকে নিয়ে আরামবাগে পুরশুড়ার বিধায়ক তথা প্রাক্তন আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি কাছে উপস্থিত হন।

এই বিষয়ে বিজেপি নেতা বিমানবাবু বলেন, 'শুক্রবার রাতে খবরটা পাই। আমাদের আরামবাগ বিধানসভার অন্তর্গত সালেপুর ১ নং পঞ্চায়েতের প্রধান পূর্ণিমা মান্ডি। তাঁকে দু' কান কাটা, লোভী, বেহায়া তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা জোরপূর্বক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করানোর চেষ্টা করেছিলেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অশুভ চেষ্টাকে রুখে ওই মহিলা আদিবাসী প্রধান পূর্ণিমাকে আশ্বস্ত করলাম, দল।তার পাশে আছে।আর উনি নিজেও জানান তিনি বিজেপিতে আছেন।'

সালেপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির প্রধান পূর্ণিমা মান্ডি বলেন, 'বিজেপিতেই আছি। বিজেপিতেই থাকব। তৃণমূলে যোগদানের বিষয়ে কিছুই জানেন না।' এই বিষয়ে সালেপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের উপপ্রধান তথা তৃণমূল নেতা সত্যজিৎ চক্রবর্তী বলেন, 'বিজেপি মিথ্যা কথা বলছে। কুৎসা রটাচ্ছে তৃণমূলের নামে। এই ধরনের কোনও বিষয়ই আমাদের জানা নেই। উনি প্রধান হিসাবে কাজ করছেন। আমরা দলবদলের জন্য কোনও চাপ দিচ্ছি না।'

পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণ, মৃত ১, আহত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাটোয়া: শুক্রবার সন্ধ্যায় কাটোয়ায় একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে হঠাৎ বিস্ফোরণ ঘটে। ভেঙে পড়ে বাড়ির দেওয়াল, বিস্ফোরণে উড়ে যায় বাড়ির চাল। ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়েছে বলে খবর। গুরুতর জখম হন আরও এক জন। বিস্ফোরণের শব্দ পেয়ে প্রত্যক্ষদর্শীরা যখন ঘটনাস্থলে পৌঁছন, ততক্ষণে কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় চারপাশ। ওই পরিত্যক্ত বাড়ি থেকে কয়েকজনকে তাড়াহুড়ো করে বের হতে দেখা যায়। দু'-তিনজন পালিয়ে গেলেও, একজনকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন এলাকাবাসী। এরপরই খবর দেওয়া হয় কাটোয়া থানায়। জখম ব্যক্তিকে কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। স্থানীয়দের অনুমান, বোমা বাঁধতে গিয়েই হয়তো এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পরপর দু'বার বিস্ফোরণ হয় বলে জানা গিয়েছে। গোটা বিষয়টির তদন্তে নেমেছে পুলিশ। অন্যদিকে কাটোয়ায় এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানোতর।

পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ায় বোমা বিস্ফোরণকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। কাটোয়ার কোশীগ্রাম পঞ্চায়েতের রাজুর গ্রামে বোমা বিস্ফোরণে একটি মাটির বাড়ি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। এই ঘটনায় বরকত শেখ নামে বীরভূমের নানুর থানার হেয়ালা গ্রামের এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে, যার বিরুদ্ধে নানুর থানায় একাধিক

অভিযোগ রয়েছে। বলে পুলিশ সূত্রে খবর, বিস্ফোরণের পর গ্রামবাসীরা তুফান চৌধুরী নামের গ্রামেরই এক যুবককে আহত অবস্থায় ধরে ফেলেন এবং পরে কাটোয়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। তুফান চৌধুরী বর্তমানে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসাধীন।

গ্রামের মানুষের অভিযোগ, গ্রামে অশান্তি ছড়াতে এবং বালিঘাট দখল করার উদ্দেশ্যে একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে বোমা তৈরি করা হচ্ছিল। তাঁদের মতে, এই ধরনের ঘটনা গ্রামের শান্তি বিঘ্নিত করছে। পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি এবং কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই ঘটনায় জঙ্গল শেখের জড়িত থাকার অভিযোগ করেছেন। তাঁর দাবি, জঙ্গল শেখের মদতেই বোমা তৈরির কাজ চলছিল এবং এর উদ্দেশ্য ছিল কাটোয়া দখল করা, এমনকি তাঁকে এবং তাঁদের দলের একজন কর্মীকে খুন করা।

কে এই জঙ্গল শেখ?

জঙ্গল শেখ একসময় তৃণমূল কর্মী ছিলেন। ২০১৫ সালের পুরসভা নির্বাচনে তিনি কাটোয়ার কাউন্সিলর এবং উপ-পুরপ্রধান নির্বাচিত হয়েছিলেন। কিন্তু ছ'মাসের মধ্যেই তিনি পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হন এবং দীর্ঘ কয়েক বছর জেলে ছিলেন। সূত্র অনুযায়ী, তিনি কয়েক মাস আগেই জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন। জেলা সভাপতির এই বিস্ফোরক অভিযোগের পর জঙ্গল শেখ আবারও আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন। ডাকা হয় ফরেনসিক দলকে।

কাটোয়া থানার পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে এই ঘটনায় কে কে যুক্ত আছে ,তাদের সন্ধান শুরু করেছে। দেখার বিষয়, পুলিশের তদন্তে জঙ্গল শেখের জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় কিনা এবং তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করা হয় কিনা, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা।

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব চরম আকার নিয়েছে বলে বিজেপির দাবি। এই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই শান্ত পরিবেশ অশান্ত হচ্ছে। সব কিছু তোলাবাজি আর ভাগ বাটোয়ারা নিয়েই বলে জেলা বিজেপি নেতৃত্বের দাবি।

উলটো রথে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা মাসির বাড়ি থেকে মাহেশে নিজ ধামে ফিরছেন। ছবি: বনস্পতি দে

একই সঙ্গে চার সন্তানের জন্ম

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগনান: একই সঙ্গে চার সন্তানের জন্ম দিলেন হাওড়ার বাগনান থানা এলাকার বীরকুলের গৃহবধূ সঙ্গীতা অধিকারী। গত শুক্রবার সকালে সাত মাসের প্রসব বেদনা নিয়ে ভর্তি বাগনানের একটি নার্সিং হোমে ভর্তি হন সঙ্গীতা।এরপর রাতে তিনি পর পর চার সন্তানের জন্ম দেন। আর নর্মাল ডেলিভারি হয়। এটি একটি নজিরবিহীন ঘটনা বলে জানিয়েছেন চিকিৎসক থেকে শুরু করে নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষ। নার্সিংহোম কর্তৃপক্ষের তরফে অনুপম হাজরা ও প্রসেনজিৎ ঘোড়া জানান, 'এই সাফল্য আমাদের পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আরও উৎসাহিত করবে।'

আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার তিন

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: সূত্রের খবর, ইনস্টাগ্রামে দুই বন্ধুর মধ্যে বাকবিতন্ডা। পরবর্তী সময়ে এক বন্ধু আর এক বন্ধুকে হত্যার ছক কষে। বন্ধুকে হত্যার জন্য ডাকা হয় এক নির্জন জায়গায়। কিন্তু হত্যা করার আগেই পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায় দুই বন্ধু ও তাদের পরিচিত এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার রাতে।

অন্ডাল থানা এলাকার কাজি নজরুল বিমানবন্দরের পার্শ্ববর্তী বিশ্বেশ্বরী কোলিয়ারি থেকে আমলৌকা যাওয়ার রাস্তায় পুলিশ তিন যুবককে আটক করে নিয়ে আসে উখড়া ফাঁড়িতে। সেখানে তাদের জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেপ্তার করা হয়।ধৃতদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল, এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করে পুলিশ। ধৃতদের সঙ্গে একটি একটি চারচাকা গাড়ি ছিল। গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ধৃতদের নাম শুভম মাহাত, বলরাম চৌহান ও বিকাশ কুর্মি। শনিবার সকালে ধৃত তিনজনকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ। ধৃতদের হেপাজতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত করার জন্য আদালতে আবেদন করেছে পুলিশ।

মাটিচাপা পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ৩০ জুন থেকে নিখোঁজ থাকা এক যুবকের পচাগলা মৃতদেহ উদ্ধারে শনিবার ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরের ডিভিসির আরপিসি কারখানার এলএনটি লবার কলোনির সামনে তিলজোড়া এলাকায়। মৃত যুবকের নাম দয়াল মল্লিক। তাঁর বাড়ি পুরুলিয়ার সাঁওতালডি থানার অন্তর্গত কাঁকির বগড়াতে হলেও, যুবকটি বেশ কিছুদিন ধরে সে তার শ্বশুরবাড়ি রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত নীলডি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মণিপুর গ্রামে থাকত।

জানা যায়,রঘুনাথপুর থার্মাল পাওয়ার সাপ্লাই কারখানার পাথর, মাটি কারখানার সামনে এলএনটি লেবার কলোনির সামনে তিলজোড়া এলাকায় গাড়িতে করে ফেলার কাজ চলছে। স্থানীয়রা জানান, পাথর মাটির সঙ্গে ছোট ছোট লোহার টুকরোও মিশ্রিত হয়ে চলে আসছে। আর সেই লোহার টুকরো কুড়নোর জন্য অনেকেই সেখানে দাঁড়িয়ে থাকছেন। সম্ভবত ওই লোহার টুকরো কুড়নোর সময়ই ওই যুবকের ওপর মাটি চাপা পড়ে। এদিন ওই এলাকা থেকে পচা গন্ধ বের হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে শনিবার দুপুর ২টো নাগাদ পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য। তবে মৃত্যুর আসল কারণ ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই জানা যাবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

হোটেলের দখল পেতে দাদাকে অপহরণের চেষ্টার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উলুবেড়িয়া: বাবার হোটেলের দখল পেতে দাদাকে অপহরণ করার চেষ্টার অভিযোগ উঠল সৎ বোনের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি একই অভিযোগ উঠেছে সৎ মায়ের বিরুদ্ধেও। কিন্তু অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার পথে গাড়ি ও দুই মহিলা-সহ মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করল হাওড়ার শ্যামপুরের গড়চুমুক ফাঁড়ির পুলিশ। জানা গিয়েছে, অপহরণের মূলে রয়েছেন সৎ মা ও সৎ বোন।

পুলিশ সূত্রে খবর শুক্রবার বিকেলে গড়চুমুক ফাঁড়ির পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পায় বেশ কয়েকটি গাড়ি করে প্রচুর বহিরাগত লোকজন নিয়ে এসে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্যামপুর এলাকার এক হোটেল মালিককে। খবর পেয়েই পুলিশ ধাওয়া করে বেশ কয়েকটি গাড়ি সহ অপহরণ কারীদের আটক করে। যদিও পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের পর মোট ১৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয় বলে সূত্র মারফত জানা গেছে। ইতিমধ্যে গোটা ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে হোটেলের দখলদারি নিয়ে এটি একই ব্যক্তির দু'পক্ষের স্ত্রীর সন্তানদের মধ্যে অশান্তির জের।

পুলিশ আরও জানতে পেরেছে যে, গড়চুমুক এলাকার ব্যবসায়ী প্রয়াত মদন ধাড়ার দু'পক্ষের স্ত্রীর সন্তানদের মধ্যে এই অশান্তি দীর্ঘদিন ধরেই চলেছে। সেই বিবাদের জেরে এই ঘটনা। তবে কেন অপহরণ করা হচ্ছিল, তা নিয়ে ও জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাইছে পুলিশ।

সম্পত্তি বিবাদে বাবাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ ছেলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের জেরে বাবাকে পিটিয়ে খুন করার অভিযোগ উঠল ছেলের বিরুদ্ধে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার সালাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের ইদাম এলাকায়। এই ঘটনার পর অভিযুক্ত মদ্যপ ছেলে গ্রামবাসীদের ধাওয়া খেয়ে এলাকা থেকে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। পরে পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। অভিযুক্ত ছেলে অজয় মণ্ডলের বিরুদ্ধে তার মা ভাদুড়ি মণ্ডল গাজোল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম গণেশ মণ্ডল (৫৯)। তিনি পেশায় দিনমজুর। এদিন রাতে মদ্যপ অবস্থায় অজয় বাড়িতে এসে তার বৃদ্ধ বাবার সাথে ঝগড়া শুরু করে। সম্পত্তি লিখে দেওয়া নিয়েই মূলত শুরু হয় ছেলে ও বৃদ্ধ বাবার মধ্যে বিবাদ। সেই সময় বাড়িতে রাখা মোটা লাঠি দিয়েই বৃদ্ধ বাবাকে মারতে শুরু করে অভিযুক্ত ছেলে। ছেলের এই কাণ্ড দেখে ছুটে আসেন বৃদ্ধা ভাদুরি মণ্ডল। তাঁদের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। সেই মুহূর্তে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসীদের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্ত অজয়। রক্তাক্ত অবস্থায় ওই বৃদ্ধকে গাজোল গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা মৃত বলে জানিয়ে দেয়। ঘটনার খবর পেয়ে এদিন রাতেই মৃতদেহটি উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরই মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন তদন্তকারী পুলিশকর্তারা।

মৃতের স্ত্রী ভাদুড়ি মণ্ডল জানিয়েছেন, 'তাঁদের কয়েক কাঠা জমি এবং বসতবাড়ি রয়েছে। একমাত্র ছেলে অজয় প্রতিদিনই মদ্যপ অবস্থায় বাড়িতে এসেই সম্পত্তি লিখে দেওয়ার জন্য তাঁর বাবাকে চাপ দিচ্ছিল। সম্পত্তি লিখে না-দেওয়ার কারণেই এভাবেই বৃদ্ধ বাবাকে খুন করেছে ছেলে।' গাজোল থানার পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত অজয় মণ্ডলের খোঁজ চালানো হচ্ছে।

বিজেপির তুলসি চারা বিতরণ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বিজেপির তুলসি চারা বিতরণ পাণ্ডবেশ্বরে। শনিবার উলটো রথের পূর্ণ তিথিতে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারির উদ্যোগে প্রায় ৫০০ জনের হাতে তুলসি চারা তুলে দেওয়া হয়। এইদিন পাণ্ডবেশ্বর রুইদাস পাড়া, জামাই পাড়া ও এবিপিট এলাকার মা-বোনেদের হাতে তুলসি চারা তুলে দেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এই কর্মসূচির পাশাপাশি এই দিন পাণ্ডবেশ্বর রামনগর গ্রামে ২৫ জন তৃণমূল কংগ্রেসে কর্মী তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে বলে জানান বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি। এই দিনেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি ছাড়াও মণ্ডল একের সভাপতি সবিতা বাগদি ও মণ্ডল দুয়ের সভাপতি বেণুধর মণ্ডল-সহ অন্যান্য বিজেপির নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা।

বিএলঅ্যান্ডএলআরও দীপঙ্কর 'দাবাং' সিনেমার বাস্তব ছবি দেখাচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, দক্ষিণ দিনাজপুর: এ যেন দাবাং সিনেমার বাস্তব ছবি। কোনও কিছুতেই রেয়াত করেন না। তাঁর সমাজ মাধ্যমের পেজেই পরিচয়পর্বে লেখা 'ভাবছ তুমি, আমি শেষ?? ফিরে আসা.. সে তো আমার পুরনো অভ্যেস।' ঠিক তাই। দীপঙ্কর রায়। উত্তর ২৪ পরগনায় দাপিয়ে বেড়িয়েছেন, ট্রান্সফার হয়েছেন। এবার দক্ষিণ দিনাজপুরে গিয়েও দাবাং সুলভ ফর্ম অব্যাহত রেখেছেন। ঘুণ ধরে যাওয়া সমাজে কর্তব্যে অবিচল, অকুতোভয় দীপঙ্কর রায়। ব্যারাকপুর ওয়ান ব্লকে বিএলঅ্যান্ডএলআরও পদে যতদিন ছিলেন, মাফিয়াদের ঘুম ছুটিয়ে দিয়েছিলেন। সরকারি আধিকারিক বা বিএলআরওদের প্রতি মানুষের যে ধারণা তা বদলে দিয়েছিলেন। পুকুর মাফিয়া থেকে জমি মাফিয়াদের কপালে ভাঁজ ফেলে দিয়েছিলেন। এবার পোস্টিং হয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর। সবে নতুন জায়গায় কাজে যুক্ত হয়েছেন। তাতেই দাবাংগিরি শুরু তাঁর।

একের পর এক বেআইনি ট্র্যাক্টর গাড়ি সিজ থেকে নানা কার্যকরী ভূমিকায়। তাঁর পোস্টিং বদলালেও, তাঁর মেজাজ বদলায়নি। অনেকেই এটাকে শাস্তির বদলি হিসেবে দেখছেন। অনেকেই আপোসের কথা বলেছেন। তবে তিনি মেজাজে একই রয়েছেন।

আবার দ্বারকেশ্বর থেকে দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলা বিষ্ণুপুর থানার সুভাষপল্লি সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদ থেকে এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার করল পুলিশ। গত মাসের ২৪ জুন এই সুভাষপল্লি সংলগ্ন দ্বারকেশ্বরে স্নান করতে গিয়ে জলে তলিয়ে গিয়েছিল দশম শ্রেণির তিন ছাত্র। পরের দিন ওই তিন ছাত্রের দেহ উদ্ধার করেছিল বিপর্যয় মোকাবেলা দপ্তরের বাহিনী। ফের সুভাষপল্লি সংলগ্ন দারকেশ্বর থেকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায় শুক্রবার বিকেলে স্থানীয় কয়েকজন নদেতে এক ব্যক্তির দেহ জলে ভাসতে দেখে তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় বিষ্ণুপুর থানায়। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, অন্য কোথাও জলে ডুবে থাকতে পারে এই ব্যক্তি জলের স্রোতে ভেসে এসেছেন।

একদল তরুণের সাহায্যে হতদরিদ্র পরিবারের মেয়ের বিয়ে

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: অর্থের অভাবে বন্ধ হতে বসেছিল দুঃস্থ পরিবারের মেয়ের বিয়ে। স্বামীর অবর্তমানে লোকের বাড়িতে কাজ করা স্ত্রীর পক্ষে মেয়ের বিয়ে দেওয়া মোটেই সম্ভব হচ্ছিল না। পাত্রপক্ষ মেয়েকে পছন্দ করলেও বিয়ের আয়োজনে রীতিমতো দুশ্চিন্তার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে পরিবারে। অবশেষে সেই হতদরিদ্র পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ালেন একদল তরুণ। মাত্র তিন দিনের মধ্যেই বিয়ের সমস্ত কিছু আয়োজন করলেন ওই তরুণের দল। আর তারপরেই ধুমধাম করেই দুঃস্থ পরিবারের বোনের বিয়ের সম্পূর্ণ করলো পুরাতন মালদার একদল তরুণ।

শুক্রবার রাতে পুরাতন মালদা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের মঙ্গলবাড়ী মির্জাপুর এলাকার বাসিন্দা প্রিয়া করের বিয়ে হয় ধুমধাম করে। খাওয়ারের মেনুতে ফ্রাইড রাইস, কাতলা কালিয়া, মুরগির মাংস থেকে সবজি, দই, মিষ্টি সব রকমই আয়োজন রাখা হয়েছিল। তার সঙ্গে সাজানো হয়েছিল বিয়েবাড়ির প্যান্ডেল। তাসা, ব্যান্ড পার্টির সঙ্গে বরযাত্রী ও কন্যাপক্ষের আত্মীয়রাও বেশ আনন্দ করে। রেজিস্টারের মাধ্যমে সেই বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রিয়া করের সঙ্গে পুরাতন মালদা পুরসভার বাচামারি এলাকার সৌরভ পালের রেজিস্ট্রি করানো হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্থের অভাবে উচ্চমাধ্যমিক পাস করে কলেজে ভর্তি হতে পারেন নি পুরাতন মালদার মির্জাপুর এলাকার বাসিন্দা প্রিয়া কর । তাঁর বাবা রাজেশবাবু দীর্ঘদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন । মা বিনা কর লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করেন। বিনাদেবীর দুই মেয়ে। বড় মেয়ে পায়েলের বিয়ে হয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগেই। ছোট মেয়ে প্রিয়ার বিয়ের দেওয়া নিয়েই পড়েছিলেন দুশ্চিন্তায়। এই পরিস্থিতিতে পুরাতন মালদার নতুন প্রজন্ম নামে একটি সংস্থা এগিয়ে আসে। সেই সংস্থার প্রচেষ্টায় প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ করেই চার হাত এক হয়।

ওই সংস্থার কর্মকর্তারা জানিয়েছেন,

বিষয়টি শোনার পর মাত্র তিন দিনের মধ্যে প্যান্ডেল থেকে শুরু করে ছাদনাতলা, ভিডিওগ্রাফি, কোনের ব্রাইডাল মেকাপ সবকিছু ব্যবস্থা করা হয়। এই বিয়ের অনুষ্ঠানে প্রায় ৩০০ জন আত্মীয়স্বজনেরা খাওয়া-দাওয়া অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন। সংশ্লিষ্ট ওই সংস্থার সম্পাদক হারাধন সাহা বলেন, 'বিষয়টি লোক মুখে শুনতে পেয়েছিলাম। পাত্র সৌরভ পাল বাচামারি এলাকার বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে প্রিয়ার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। অর্থের অভাবে পরিবারটি এগোতে পারছিল না। এই পরিস্থিতিতে আমরা সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসি। বিউটি পার্লারের এক কর্ণধার পম্পা দত্ত পাত্রীকে সাজানোর ক্ষেত্রে সমস্ত রকম সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও ফুলের ডেকোরেশন, ভিডিওগ্রাফি, ক্যাটারার যে যেমনটা পেরেছেন ওই পাত্রীর পরিবারকে সহযোগিতা করেছেন। সব মিলিয়ে এদিন সুষ্ঠুভাবেই চার হাত এক করতে পেরেছি।'

ওই পাত্রী প্রিয়ার কথায়, 'অর্থের অভাবে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত পড়তে পেরেছি। বাবা নেই। মা লোকের বাড়ি কাজ করে। এরই মধ্যে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল। কী করে সম্পূর্ণ হবে তা নিয়ে চরম দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিলাম। এই পরিস্থিতিতে ওই সংস্থার দাদারা এগিয়ে এসে বিয়েটা সম্পূর্ণ করেছে। ওদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।' পুরাতন মালদা পুরসভার ৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শ্যাম মণ্ডল বলেন, 'এটা খুব ভালো উদ্যোগ। ওই সংস্থার যুবকদের এমন কাজে কুর্নিশ জানাই।'

অবৈধ চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: আগে থেকেই খবর ছিল এলাকায় বাড়ছিল চোলাই এর ঠেক। অভিযোগ হয়েছিল আবগারি দপ্তরেও, সেই মতো অভিযান। তবে এই অভিযানে ১২০ লিটার অবৈধ চোলাই, যার আনুমানিক বাজারদর ২৫ হাজার টাকা নষ্ট করতে সমর্থ হলেও ঘটনায় গ্রেপ্তার করা যায়নি কাউকেই। অভিযান নিয়ে মুখ খুলতে চাননি এলাকার বাসিন্দারা। তবে আগামী দিনেও চোলাই মুক্ত বাঁকুড়া গড়তে অবৈধ চোলাইয়ের বিরুদ্ধে চলবে অভিযান দাবি আবগারি আধিকারিকের।

সর্ববৃহৎ মেডিক্যাল দুর্নীতির পর্দাফাঁস করল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই: মোদী জমানার অন্যতম বড় কেলেঙ্কারির পর্দাফাঁস করল সিবিআই। মামলায় নাম জড়িয়েছে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি), বহু বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের প্রতিনিধিদের-এবং এমনকি ইউজিসি-র প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস-এর বর্তমান চ্যান্সেলর ডিপি সিং-এরও। মেডিক্যাল কলেজ দুর্নীতিতে সিবিআইয়ের নজরে কেন্দ্রের একাধিক শীর্ষ কর্তা এবং স্বঘোষিত ধর্মগুরুও রয়েছেন।

সিবিআইয়ের এফআইআরে ৩৪ জনের নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে আট জন স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিক। পাঁচ জন চিকিৎসকও রয়েছেন, যাঁরা এনএমসির পরিদর্শক দলের সদস্য। এমনটাই জানিয়েছে পিটিআই। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়েছেন আট জন। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বলছে, এটি দেশের 'বৃহত্তম মেডিক্যাল কলেজ দুর্নীতি'।

বেআইনিভাবে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি)-এর ছাড়পত্র পেতে কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজ লক্ষ লক্ষ টাকা ঘুষ দিয়েছে বলে অভিযোগ। তদন্তে নেমে সেই 'মেডিক্যাল কলেজ দুর্নীতি'-র হদিস পেল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই।

ছত্তিশগড়, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশের গুরুগ্রাম থেকে দক্ষিণের রাজ্যেও ছড়িয়ে রয়েছে শিকড়। সিবিআইয়ের একটি সূত্র বলছে, সারা দেশে ৪০টি মেডিক্যাল কলেজ এনএমসি-এর আধিকারিকদের ঘুষ দিয়ে, ভুয়ো তথ্য দাখিল করে স্বীকৃতি, ছাড়পত্র আদায় করেছে। সূত্রের খবর, তাদের উদ্দেশ্য ছিল পড়ুয়া ভর্তি করিয়ে টাকা হাতানো।

সিবিআইয়ের এফআইআরে বলা হয়েছে, দিল্লির এক দল সরকারি আধিকারিক, যাঁরা স্বাস্থ্য মন্ত্রক ও এনএমসির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত, তাঁরা গোপন সরকারি নথির ছবি তুলে মোবাইল ফোনে বেসরকারি কলেজের সঙ্গে যুক্ত দালালদের কাছে পাঠাতেন। সেই তথ্যের মধ্যে থাকত নির্দিষ্ট দিনে কোন কলেজে পরিদর্শন হবে, কোন আধিকারিক যাবেন এবং রিপোর্টে কী কী বলা হয়েছে, সবই। এইভাবে আগাম খবর পেয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজগুলি সাজিয়ে রাখত এক 'ছদ্ম' ছবি। কিছুক্ষণের জন্য ভাড়া করা 'ফ্যাকাল্টি', ভাড়া করে আনা ভুয়ো রোগী, ক্লোন করা আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে উপস্থিতি দেখানোর জালিয়াতি চলত নিয়মিত। এর বিনিময়ে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়া হত মূল্যায়নকারীদের।

সিবিআই যে ৩৪ জনের নামে এফআইআর দায়ের করেছে, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বঘোষিত ধর্মগুরু রাওয়াতপুরা সরকার ওরফে রবিশঙ্কর মহারাজ, গুরুগ্রামের বীরেন্দ্র কুমার, দ্বারকার মনীষা জোশী, ইন্দোরের ইনডেক্স মেডিক্যাল কলেজের চেয়ারম্যান সুরেশ সিং ভদোরিয়া, উদয়পুরের গীতাঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ময়ূর রাওয়াল-সহ একাধিক ব্যক্তি।

'বালাসাহেব যা পারেননি, সেটাই সম্ভব করে দিলেন ফডনবিশ'

দু'দশক বাদে ফের একমঞ্চে রাজ-উদ্ধব

মুম্বই, ৫ জুলাই: মরাঠা রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ। দু'দশক বাদে ফের একমঞ্চে উদ্ধব ঠাকরে এবং রাজ ঠাকরে। মরাঠি অস্মিতাকে সামনে রেখে নিজেদের বিবাদ মিটিয়ে ফেললেন বালাসাহেব ঠাকরের ছেলে উদ্ধব এবং ভাইপো রাজ। সেই মঞ্চ থেকেই বিজেপির উদ্দেশে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তাঁরা। উঠে এল পশ্চিমবঙ্গের প্রসঙ্গও।

১৮ বছর পরে আবার এক মঞ্চে হাজির উদ্ধব ঠাকরে ও রাজ ঠাকরে। অঙ্গীকার সেই মহারাষ্ট্র এবং মরাঠি মানুষের স্বার্থরক্ষা। শনিবার দুপুরে মুম্বইয়ের ওরলি পার্ক অডিটোরিয়াম ছাপানো বিপুল জমায়েতে ঐক্যের বার্তা দিলেন দু'জনেই। প্রথম জন বলেন, 'একসঙ্গে থাকার জন্যই আমরা এক মঞ্চে এসেছি।' দ্বিতীয় জনের মন্তব্য, 'বালাসাহেব ঠাকরে যা পারেননি, দেবেন্দ্র ফডনবিশ তা সম্ভব করে দিয়েছেন।' মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে দুই 'সেনা'র এই ঐক্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হতে পারে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের অনেকে।

ঠাকরে পরিবারে ভাঙনের দু'দশক হতে চলল। সেই ২০০৫ সালে শিবসেনা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলেন রাজ ঠাকরে। ২০০৬ সালে নিজের দল গড়েন বালাসাহেব ঠাকরের ভাইপো। তারপর সেভাবে উদ্ধবের পরিবারের ছায়াও মাড়াতে দেখা যায়নি রাজকে। নিতান্তই পারিবারিক বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে দেখা হয়ে গেলে একে অপরকে উপেক্ষা করারই চেষ্টা করেন দুই তুতো ভাই। কিন্তু শনিবার অন্য ছবি দেখা গেল। মুম্বইয়ের জনসভায় দুই ভাই শুধু একসঙ্গে দেখা দিলেন তা-ই নয়। আগামী দিনে একসঙ্গে লড়াই করার অঙ্গীকারও করে গেলেন।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে দুই ভাই একসঙ্গে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ফডনবিশকে। রাজ বলেন, 'যে কাজটা বাল ঠাকরে করতে পারেননি, অন্য অনেকে করতে পারেননি। সেটাই করে দেখিয়েছেন ফডনবিশ। আমাদের এক করে দিয়েছে।' উদ্ধব বলেন, 'বিজেপি গোটা দেশে সবকিছুকে এক করে দিতে চাইছে। হিন্দু বা হিন্দুস্তানে আপত্তি নেই। কিন্তু হিন্দি আমরা মানব না। বিজেপির কাছে আমরা হিন্দুত্বও শিখব না।'

দুই ভাইয়ের মধ্যের বিবাদ ঘুচতে শুরু করেছিল মহারাষ্ট্রের ফডনবিশের সরকারের 'ত্রিভাষা' নীতি নিয়ে। হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার অভিযোগে একসুরে কথা বলা শুরু করেন রাজ ও উদ্ধব। সরকারের ওই নীতির প্রতিবাদ এক মঞ্চে এসে লড়াই করার ঘোষণা করে দিল শিবসেনা উদ্ধব এবং মহারাষ্ট্র নব নির্মাণ সেনার প্রধান। ইতিমধ্যেই চাপে পড়ে হিন্দি বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত স্থগিত করেছে রাজ্য সরকার।

মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে বেশ কিছুদিন ধরেই কানাঘুষো নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাতে বৃহন্মুম্বই পুরনিগমের নির্বাচনে একসঙ্গে লড়তে চলেছে শিবসেনার উদ্ধব গোষ্ঠী এবং রাজ ঠাকরের মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা। আসলে সদ্যই মহারাষ্ট্র বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে দু'দলের। উদ্ধব কোনওরকমে মুম্বই এলাকায় নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর রাজ ঠাকরে নিজের ছেলেকেও জেতাতে পারেননি। দুই দলই অস্তিত্বের সংকটে। তাই অস্তিত্ব বাঁচাতে পুরনো পারিবারিক বিবাদে ঠাকরে পরিবার এক ছাতার তলায় চলে এলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

কমিশনের নিবিড় সংশোধনী বন্ধ করতে মামলা সুপ্রিমে

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই: নির্বাচন কমিশনের 'স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশনে' স্থগিতাদেশ চেয়ে মামলা দায়ের হল সুপ্রিম কোর্টে। মামলা করল অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মস বা এডিআর। ওই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দাবি, ভোটার তালিকায় এই নিবিড় সংশোধনীর কাজ বন্ধ না করলে ৩ কোটি বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে।

ভোটার তালিকায় নির্ভুলতা, বিশেষ করে অবৈধ বিদেশি নাগরিকদের অন্তর্ভুক্তি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে কংগ্রেস-সহ বিরোধী দলগুলি। শাসক বিজেপিও অবৈধ অভিবাসীদের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। এই প্রেক্ষিতেই নির্বাচন কমিশন তালিকা সংশোধনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তালিকাভুক্ত ভোটার বা নতুন আবেদনকারীদের বাড়ি বাড়ি পরিদর্শনের সময় বুথ স্তরের অফিসাররা একটি ফর্ম দেবেন। সেই ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে হবে। এর পাশাপাশি ভারতীয় নাগরিকত্বের সেলফ অ্যাটেস্টেট ঘোষণাপত্রও জমা দিতে হবে।

বিহারে ভোটার তালিকা সংশোধন কাজ করছে নির্বাচন কমিশন। যাকে বলা হচ্ছে 'স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন'। অবৈধ অনুপ্রবেশকারী- সহ অযোগ্য ভোটারদের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার লক্ষ্যেই এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে কমিশন। তারা বলেছে, যাতে শুধুমাত্র যোগ্য ভারতীয় নাগরিকরাই ভোটদানের অধিকার পান সেটা নিশ্চিত করতেই এই সংশোধনী। বিহারের পরে এক এক করে অন্যান্য

পীযূষের দাবি উড়িয়ে রাহুলের 'ভবিষ্যদ্বাণী'

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই: ভারতীয় পণ্যে ট্রাম্পের বাড়তি শুল্ক কার্যকর শুরু হওয়ার কথা। এই অবস্থায় শুক্রবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রী পীযূষ গয়াল জানিয়েছিলেন, কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা মেনে আমেরিকার সঙ্গে নতুন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি সই করবে না ভারত। নয়াদিল্লি তার নিজের শর্তেই বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করছে। এবার কেন্দ্রীয় বাণিজ্যমন্ত্রীর এই দাবি উড়িয়ে দিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি।

শনিবার তিনি বলেন, 'পীযূষ গয়াল বুক চাপড়ে যা খুশি দাবি করতে পারেন। আমার কথা মনে রাখবেন, ট্রাম্পের শুল্ক ছাড়ের সময়সীমার কাছে নতি স্বীকার করবেন মোদী।' আর তিন দিন পরেই ভারতীয় পণ্যে ট্রাম্পের বাড়তি শুল্ক কার্যকর শুরু হওয়ার কথা। তার আগে পীযূষের ওই মন্তব্য ঘিরে জল্পনা তৈরি হয়েছে কূটনীতি এবং বণিক মহলে। যদিও রাহুলের দাবি, ওয়াশিংটনের চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত আগামী তিন দিনের মধ্যেই বাণিজ্য চুক্তি করতে হবে নয়াদিল্লিকে।

টেক্সাসের নদীতে হড়পা বান, মৃত্যু অন্তত ২৪ জনের!

টেক্সাস, ৫ জুলাই: ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত আমেরিকার টেক্সাস। যুক্তরাষ্ট্রের ওই প্রদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে, গুয়াদালুপে নদীতে হড়পা বান আসায় জলের তোড়ে ভেসে যান অনেকেই। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নদী থেকে ২৪ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। তবে এখনও নিখোঁজ অনেকে। তাই মৃতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সপ্তাহান্তে নদী সংলগ্ন এলাকায় গ্রীষ্মকালীন ক্যাম্পে যোগ দিয়েছিল একটি স্কুলের ছাত্রীরা। তাদের মধ্যে এখনও পর্যন্ত ২৩ জনের খোঁজ পাওয়া যায়নি। আশঙ্কা, তারা জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে। নিখোঁজ পড়ুয়াদের খোঁজ না-পাওয়া পর্যন্ত আকাশপথে উদ্ধার অভিযান চলবে বলে জানিয়েছে টেক্সাস প্রশাসন।

ময়দান

ইতিহাসের সামনে ভারতীয় দল! গিলের দুরন্ত ফর্মে বিপর্যস্ত ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: এজবাস্টনে ভারতের টেস্ট রেকর্ড বরাবরই হতাশাজনক। ১৯৬৭ থেকে শুরু করে ২০২২;এই মাঠে মোট আটটি টেস্ট খেললেও একটিতেও জয় আসেনি ভারতের ভাগ্যে। তবে ২০২৫-এর এই সফরে সেই পুরনো পরিসংখ্যান বদলানোর সুযোগ এসেছে শুভমান গিলের নেতৃত্বাধীন ভারতের সামনে। আর সেই দিকেই ধীরে ধীরে এগোচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। চতুর্থ দিনের শেষে ইংল্যান্ডের অবস্থা কার্যত কোমরভাঙা। বিশাল লক্ষ্য ৬০৮ রানের পাহাড় টপকাতে নেমে তারা হারিয়ে ফেলেছে ৩টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট, সংগ্রহ মাত্র ৭২ রান। বাকি রয়েছে আর ৫৩৬ রান, আর ভারতের চাই ৭টি উইকেট। এমন অবস্থায় পঞ্চম দিন শুরু হবে চূড়ান্ত উত্তেজনার মধ্যে দিয়ে। ভারতের বোলিং আক্রমণের নেতৃত্বে রয়েছেন মহম্মদ সিরাজ ও আকাশ দীপ। নতুন বলে তাঁরা যেভাবে ইংল্যান্ডের টপ অর্ডারকে কাঁপিয়ে দিয়েছেন, তা রীতিমতো প্রশংসাযোগ্য। সিরাজ ফিরিয়ে দেন জ্যাক ক্রলিকে (০), যিনি আত্মবিশ্বাস নিয়ে শট খেলতে গিয়েই ফাঁদে পড়েন। অন্যদিকে, আকাশ দীপ আউট করেন মারমুখী মেজাজে থাকা বেন ডাকেটকে (১৫ বলে ২৫ রান) এবং ইংল্যান্ডের অন্যতম ভরসা জো রুটকে (৬)। দিনের শেষে ক্রিজে ছিলেন অলি পোপ ও হ্যারি ব্রুক, তবে তাঁদের সামনে রয়েছে ভারতের দারুণ ছন্দে থাকা বোলিং ইউনিট। এই ম্যাচের সবচেয়ে বড় চমক অবশ্যই শুভমান গিল। প্রথম ইনিংসে ২৬৯ রানের মহাকাব্যিক ইনিংস খেলার পর দ্বিতীয় ইনিংসেও থামেননি তিনি। করুণ নায়ার দ্রুত আউট হয়ে গেলে (২৬ রানে), দল যখন চাপে তখন ব্যাট হাতে দলকে ফের চালনা করেন গিল। কেএল রাহুল (৫৫) কিছুটা সহায়তা করলেও তিনি বড় ইনিংস খেলতে পারেননি। এরপর ঋষভ পন্থের (৬৫) সঙ্গে গড়েন ১১০ রানের জুটি। গিলের ব্যাট থেকে আসে আরও এক দুর্দান্ত সেঞ্চুরি;এইবার ১৬১ রান। এই ইনিংস গিলের কেরিয়ারে আরেকটি মাইলফলক। ধারাবাহিকতা, একাগ্রতা ও নেতৃত্বের গুণে তিনি এখন ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে উঠেছেন। দুই ইনিংস মিলিয়ে তাঁর মোট রান ৪৩০;যা একটি বিদেশি সফরে অধিনায়কের অসাধারণ কৃতিত্ব হিসেবে রয়ে যাবে। ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস ৬ উইকেটে ৪২৭ রান তুলে ডিক্লেয়ার করে। রবীন্দ্র জাদেজা অপরাজিত থাকেন ৬৯ রানে, যিনি আবার বল হাতেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন শেষ দিনে। এখন প্রশ্ন, ভারত কি পারবে সেই বহু প্রতীক্ষিত এজবাস্টন জয়ের স্বাদ নিতে?

ডায়মন্ডের জয়, উয়াড়ির রিজার্ভ বেঞ্চে ফোন ব্যবহার নিয়ে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধাননগর ডায়মন্ড হারবার এফসি মুখোমুখি হয়েছিল উয়াড়ি এসির। গত ম্যাচে সাদার্ন সমিতিকে হারানো উয়াড়িকে ১-০ গোলে হারাল ডায়মন্ড হারবার। ম্যাচের একেবারে শেষ মিনিটে গাংতের গোলে জয় ডায়মন্ড হারবারের। গত ম্যাচে শ্রীভূমির বিরুদ্ধে ড্র করার পর শেষমেশ জয়ে ফিরল ডায়মন্ড হারবার। শেষ মুহূর্তে উয়াড়ি গোলকিপার মিঠুন সামন্ত লাল কার্ড দেখেন।

ম্যাচ চলাকালীন বেঞ্চে বসে ফোন ব্যবহার করে বিতর্কে জড়ালেন উয়াড়ি ম্যানেজার তাপস কুন্ডু।

এবার কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের মতো ডায়মন্ড হারবারও ডেভেলপমেন্ট দলকে খেলাচ্ছে। ডায়মন্ড হারবারের বিরুদ্ধে ম্যাচে রিজার্ভ বেঞ্চে বসেই ফোন ব্যবহার করছিলেন উয়াড়ি ম্যানেজার তাপস কুণ্ডু। ম্যাচের ৭ মিনিট থেকেই ফোন ব্যবহার করছিলেন তিনি। ৭৮ মিনিটে ম্যাচ কমিশনার রঞ্জিত বক্সি উয়াড়ী ম্যানেজারের হাত থেকে ফোন নিয়ে নেন। পরবর্তী কালে ম্যাচ রিপোর্ট জমা করার পর ম্যাচ কমিশনার তার হাতে ফোন ফেরত দেন।

ম্যাচ কমিশনার বলেন, 'আমি শুরুতেই দুই দলকে সতর্ক করেছিলাম ডাগআউটে কোনও রকম ফোন ব্যবহার করা যাবে না। আমি যখন দেখি ফোন ব্যবহার করতে সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে নি। শাস্তি দেওয়া আমার হাতে নেই। আমি আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাব। আইএফের কাছে রিপোর্ট জমা দেব। আইএফএর শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি বিষয়টা দেখবে।' পাশাপাশি উয়াড়ি কর্তা ইন্দ্রনাথ পালকে শুরুতে ডাগআউটে ঢুকতে দেননি ম্যাচ কমিশনার। এই বিষয়ে উয়াড়ীর কর্তা বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ ম্যাচ কমিশনারের দায়িত্ব, আমার দেখার বিষয় নয়। তবে আমি আমার সহকর্মীকে অবশ্যই সতর্ক করেছি।'

ভারতীয় ক্রিকেটে আজ ব্রাত্য বাংলা, নেপথ্যে কোচিং কাঠামো!

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভারতীয় দলে বর্তমানে একজনও ক্রিকেটার নেই যিনি বাংলার প্রতিনিধি। এই বাস্তবতা কেবল ক্রিকেটপ্রেমীদের নয়, প্রশ্ন তুলছে রাজ্যের কোচিং পরিকাঠামোর দিকেও। একসময় ভারতীয় দলের প্রথম একাদশে নিয়মিত দেখা যেত বাংলার ক্রিকেটারদের, মনোজ তিওয়ারি, ঋদ্ধিমান সাহা, অশোক দিন্দা কিংবা লদীরতন শুক্লাদের মতো মুখ। আজ সেই বাংলার ঝুলিতে শূন্য।

কলকাতা শহরে ক্রিকেট কোচিং সেন্টারের সংখ্যা গুনে শেষ করা কঠিন। পার্ক সার্কাস থেকে সল্টলেক, সোনারপুর থেকে বেহালা;প্রতিটি এলাকাতেই রয়েছে নামী-দামি ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা প্রতিদিন বিকেলে ব্যাট-বল হাতে ঘাম ঝরায়, স্বপ্ন দেখে একদিন বেঙ্গলের হয়ে রঞ্জিতে খেলার। তবু প্রতি বছর বেঙ্গল রঞ্জি স্কোয়াডে দেখা যায় ভিনরাজ্যের একাধিক খেলোয়াড়। প্রশ্ন উঠছে; তবে কি স্থানীয় প্রতিভা যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছে না?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সমস্যার মূলে রয়েছে একাধিক স্তর। প্রথমত, কোচিং সেন্টারের সংখ্যা বাড়লেও সেগুলির মানে অনেক সময় ঘাটতি থেকে যায়। কোচদের যোগ্যতা, পরিকাঠামো, প্রতিযোগিতামূলক ম্যাচ খেলার সুযোগ; সব মিলিয়ে উন্নত মানের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির সুযোগ হাতে গোনা কয়েকটি একাডেমিতে সীমাবদ্ধ। দ্বিতীয়ত, ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গলের নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে বারবার। অনেক তরুণ প্রতিভা ডিস্ট্রিক্ট বা ক্লাব স্তরে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করেও প্রাথমিক স্কোয়াডের ধারে কাছে পৌঁছতে পারেন না। প্রভাবশালী কোচ, ক্লাব বা ম্যানেজারের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলে প্রতিভা হয়তো নোটিসেই আসে না নির্বাচকদের। তৃতীয়ত, সিএবির তরফে অনেক সময় অভিজ্ঞতা এবং অব্যাহত পারফরম্যান্সের নিরিখে বাইরের রাজ্যের খেলোয়াড়দের ওপর নির্ভরতা বাড়ছে। টিমে পেশাদারিত্ব বজায় রাখতে এবং দ্রুত সাফল্য আনতে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। এর ফলে রাজ্যের ঘরোয়া স্তরে খেলা তরুণেরা মনের জোর হারিয়ে ফেলছে। তবে তো শুধু প্রশাসক বা খেলোয়ারদের নয়, এবার চোখ রাখা যাক কোচদের দিকে। বর্তমানে কলকাতা এবং রাজ্যের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা অধিকাংশ কোচই ব্যক্তিগত ক্রিকেট একাডেমি চালান।

ক্লাব কোচিংয়ের পাশাপাশি তাঁদের অনেকেই বেসরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালনায় যুক্ত। উদাহরন হিসাবে বলা যেতে পারে মনোজ তিওয়ারি, অশোক দিন্দা, লদীরতন শুক্লা , সম্বরণ ব্যানার্জি। অভিযোগ উঠছে, এর ফলে কোচিং-এ তৈরি হয়েছে স্বার্থের দ্বন্দ্ব। কোচরা যে ছাত্রদের নিজেদের অ্যাকাডেমিতে প্রশিক্ষণ দেন, অনেক সময় ক্লাব বা জেলা দলে সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁদের অগ্রাধিকার দেন। ফলে প্রতিভাবান অথচ 'যোগাযোগহীন' ক্রিকেটাররা থেকে যাচ্ছেন ব্রাত্য। নিয়মিত পারফর্ম করেও সুযোগ পাচ্ছেন না উচ্চস্তরের প্রতিযোগিতায়।

এদিকে কোচিংয়ের নামে চলছে ব্যবসায়িক দৌরাত্ম্য। ক্রিকেটার তৈরির চেয়ে কোচিং সেন্টার সম্প্রসারণ যেন হয়ে উঠেছে মূল লক্ষ্য। প্রাক্তন কোচ ও পর্যবেক্ষকরা বলছেন, 'স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকলে নিরপেক্ষ নির্বাচন সম্ভব নয়। বাংলার ক্রিকেটের পুনরুত্থান চাইলে প্রথমে দরকার স্বচ্ছতা এবং প্রকৃত প্রতিভার খোঁজ।'

E-TENDER NOTICE

Chairman, Diamond Harbour Municipality, South 24 Pgs. Invites e-Tender for execution of 02 (Two) No. work from outside bonafide and resourceful agencies/contractors having Tender ID: **2025_MAD_874582_1.** Bid Submission End Date (Online): **12.07.2025 5.00P.M.** For details information refer to website: **http// wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman**
Diamond Harbour Municipality

Inviting e-tender Notice

E-Tenders are hereby invited from bonafide experienced and reliable contractors for execution of the works having requisite credentials for execution of 05 nos. (Plantation-NRM) schemes under PMKSY WDC 2.0 scheme in Purulia District on and from **03/07/2025 to 17/07/2025. Vide NIT- 15/ PMKSY-WDC 2.0/ 04 /Jhalda-II- NRM/2025-26.**

Details of timing, eligibility criteria etc. pl. visit **www.wbtenders.gov.in**

Assistant Director of Agriculture
Jhalda-II Block, & PIA,
Sahahar-Mamudih Watershed
Purulia

CORRIGENDUM NOTICE INVITING E-TENDER

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/RSM/131/25-26 Dated 21.06.2025	Construction of Concrete Road with Covered Surface Drain at Paikpara near H/O Azaruddin Mondal (Bappa) in Ward No- 26 Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs 2,89,264.00
WBMAD/ULB/RSM/132/25-26 Dated 21.06.2025	Construction of Concrete Road with Covered Surface Drain at Paikpara near H/O Najrul Mondal in Ward No.-26 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 2,81,328.00

Bid Submission end date is being extended from **03.07.2025 at 11-00 hrs to 09.07.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

E-TENDER

E- tenders are invited by the Prodhan, **Shyamnagar Gram Panchayat** (Under Tehatta- I Panchayat Samity), Vill+P.O.-Shyamnagar, Nadia. **NIET No. 3/15th CFC Fund (Untied) of SGP of2025-26, 4/15th CFC Fund (Tied) of SGP of2025-26,** Last date of submission accordingly **14.07.2026 up to 11a.m.** For details please contact the Office or visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan,
Shyamnagar Gram Panchayat.

Office of the Councillors of the GHATAL MUNICIPALITY
Ghatal, Paschim Medinipur

ABRIDGED TENDER NOTICE

e-Tender is invited by the Chairman, Ghatal Municipality, Ghatal, Paschim Medinipur for the work :- **Supply and delivery of 03 (three) numbers of Two wheel tractor trailor complete fittings with new tyre within Ghatal Municipality as per NIT No. : WBMAD/GHATAL/NIT-5e/2025-26, Date: 05.07.2025, Tender ID: 2025_MAD_874527_1.** Details of the tender may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** and **www.ghatalmunicipality.com**

Sd/-
Chairman
Ghatal Municipality

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah

RE E-TENDER INVITING NOTICE

Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Re e-NIT No. 08/1 and 08/4/NGP/2025-26.** Published date: **05/07/2025.** Last date of Bid submission: **12/07/2025 up to 11:00 AM.** Date of opening: **14/07/2025 at 11:30 AM.** Details are available in **https://wbtenders.gov.in** & **https://etender.wb.nic.in** and Office Notice Board.

Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

Notice Inviting e-Tender

1) Name of the work : Supply of Tri-Cycle Van for DMC

e-Tender No. : WBDMC/SWM/NIT-04/2025-2026
Tender ID : 2025_MAD_874707_1

Last Date : **21.07.2025 upto 5:00 p.m.**

2) Name of the work : Sinking of Borewell (200.00 mtr depth) with Installation of Submersible Pump & Laying of 75mm dia. HDPE pipe-line (Supplying, fitting and fixing) at Pursha Bauri Para within Ward No.-37 under DMC

e-Tender No. : WBDMC/WS/COMM/NIT-15/25-26 (3rd Call)
Tender ID : 2025_MAD_874736_1 ● Est. Amt. : Rs. 8,81,247.00

Last Date : **14.07.2025 upto 5.00 p.m.**

For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer, DMC

সৌভিকের সঙ্গে চুক্তিবৃদ্ধি ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএল নিয়ে অনিশ্চয়তা থাকলেও, দলবদলের খবর নিয়ে উৎসুক ফুটবলপ্রেমীরা। এরই মধ্যে ইমামি ইস্টবেঙ্গল এফসি তাদের বাঙালি মিডফিল্ডার সৌভিক চক্রবর্তীর সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি বৃদ্ধি করল। ২০২৬-২৭ মরশুমের শেষ পর্যন্ত লাল-হলুদ জার্সিতেই থাকছেন সৌভিক।

সৌভিকের চুক্তি বৃদ্ধির ইস্টবেঙ্গলের হেড অফ ফুটবল থাংবই সিংটো বলেন, 'আমরা সৌভিকের চুক্তি আরও দুই মরশুমের জন্য বৃদ্ধি করতে পেরে আনন্দিত। সৌভিক এমন কয়েকজন মিডফিল্ডার, প্রায় ১৫০টি আইএসএল ম্যাচ খেলেছেন। দুর্দান্ত পেশাদার এবং তরুণরা তার কাছ থেকে অনেক কিছু শিখতে পারবে।' লাল-হলুদ হেড কোচ অস্কার ব্রুজো বলেন, 'সৌভিক মাঠে এবং মাঠের বাইরে উভয় ক্ষেত্রেই ক্লাবের মান এবং সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করেন। দলে সৌভিকের অবদান বোঝা যায়, কারণ সতীর্থদের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পান তিনি।' চুক্তি বৃদ্ধির বিষয়ে স্বয়ং সৌভিক বলেন, 'গত তিন মরশুম ধরে এই ঐতিহাসিক ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের। ইস্টবেঙ্গলে থেকে আমি সুপার কাপ জিতেছি এবং অনেক অসাধারণ স্মৃতির অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। আগামী দুই মরশুমে আমি আরও ভালো পারফর্ম করার চেষ্টা করব এবং একজন সিনিয়র খেলোয়াড় হিসেবে ক্লাবে আরও সাফল্য আনতে তরুণদের অনুপ্রাণিত করব। জয় ইস্টবেঙ্গল!'

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন
নবপত্রিকা
রবিবার • ৬ জুলাই ২০২৫ • পেজ ৮

ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে রথ

শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

প্রাচীনকালে যে সমস্ত স্থানের রথ গুলি উল্লেখযোগ্য সেগুলি হল পুরীর জগন্নাথ রথ, পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলের রথ, বড়িশার সাবর্ণ রায়চৌধুরীদের রথ, শ্রীরামপুরের মাহেশের রথ, ১৭১৯ সালে কৃষ্ণদেব মজুমদার চৌধুরীর উদ্যোগে বড়িশা গ্রামে সাবর্ন রায়চৌধুরী পরিবারের রথযাত্রা শুরু হয়েছিল। ১৭৭৫ সালে নয়ন চাঁদ মল্লিকের উদ্যোগে মাহেশের রথ যাত্রা শুরু হয়েছিল। শ্রীরামপুরের মাহেশের রথ ভারতের দ্বিতীয় প্রাচীনতম ও বাংলার প্রাচীনতম রথযাত্রা। ১৮৮৫ সালে মার্কিন- বার্ন কোম্পানির সহায়তায় ১২টি লোহার চাকা বিশিষ্ট সম্পূর্ণ লোহার কাঠামোর পঞ্চাশ ফুট রথ তৈরি হয়েছিল। কবি বিশ্বম্ভর দাস ' জগন্নাথ মঙ্গলকাব্যে' লিখেছেন—' সত্য আদি যুগে চতুর্ভুজ দরশন/কলিযুগে দ্বিভুজ দেখিবে জনগণ/পূর্ণব্রহ্ম সনাতন প্রভু দারুময়/যখন যে লীলা করে সেই সত্য হয়/অর্থাৎ প্রাচীনকাল থেকেই সাহিত্যে রথ ও রথযাত্রা কে কেন্দ্র করে অনেক কবিতা ও লেখা পরিলক্ষিত হয়। আবার অদ্বৈতবাদী ঋষিরা মনে করেন-'রথে চ বামনং দৃষ্টা/পুনর্জন্ম-ন বিদ্যতে'অর্থাৎ তাঁরা মনে করেন রথে যে ভগবান থাকেন তাকে দর্শন করলে পুনর্জন্ম থেকে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে। আবার স্কন্দপুরানে জগন্নাথের পূর্ণ অবয়বের পরিচয় পাওয়া যায়- 'তমারাধ্য জগন্নাথং শঙ্খচক্রগদাধরম'

ভারতের বাইরে আমেরিকার সানফ্রান্সিসকোতে, আমেরিকার ফ্লোরিডাতে, ইংল্যান্ডের ট্রাফালগারস্কোয়ারে এই রথযাত্রার উৎসব হয়ে থাকে। এছাড়া রাশিয়া, চেক প্রজাতন্ত্রে রথযাত্রা হয়ে থাকে। চেক প্রজাতন্ত্রের প্রাগ শহরে গায়ক, বাদক, সংগীত ও নৃত্যের মাধ্যমে নানা অনুষ্ঠান করতে করতে রথযাত্রা করেন। ইতালির সিসিলিতে, রোমে রথযাত্রা হয়ে থাকে। দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবানে ১৯৮৮ সাল থেকে রথ যাত্রার উৎসব চালু হয়। নেপালে ভক্তপুরে, বাংলাদেশের ধামরাইয়ে রথযাত্রা বিপুল উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়ে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্নে, নিউজিল্যান্ডের অকল্যান্ডেও উদ্দীপনার সাথে রথ যাত্রার উৎসব পালিত হয়। এছাড়াও রথের ব্যবহার প্রাচীন রোমানরা, মেসোপটেমিয়া, মিশর, চীন,পারস্যদেশের লোকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করত। ভারতীয় পুরাণ , বেদ, মহাকাব্যেও রথের উল্লেখ আছে। ঋকবেদে ইন্দ্রর রথ চলনের কথা পাওয়া যায়। সাত ঘোড়া বিশিষ্ট রথের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায় সূর্যের ক্ষেত্রে। রামায়ণে লঙ্কার যুদ্ধে রাবনের সৈন্যদলের রথ সেনাবাহিনীর কথা উল্লেখ আছে। 'পুষ্পক রথ' নামে একটি উড়ন্ত রথের কথা রামায়ণে উল্লেখ আছে। এই পুষ্পক রথে করেই রাবণ লঙ্কায় সীতাকে নিয়ে আসেন, আবার এই রথে করেই সীতাকে উদ্ধার করে অযোধ্যায় নিয়ে আসেন রাম। মহাভারতের রথের কথা অনেক জায়গাতেই পরিলক্ষিত। যুধিষ্ঠিরের রথের গতি ছিল অস্বাভাবিক অলৌকিক। এছাড়া মহাভারতে কপিধ্বজ রথের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের রথের সারথি। এই রথ আবার ছিল ধর্ম ও কর্মের যুদ্ধ ক্ষেত্র।

রথ শব্দটি বহু প্রাচীনকাল থেকেই ইতিহাসের পাতায় ও সাহিত্যের পাতায় লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহাসিকরা মনে করেন চাকা আবিষ্কারের সময় থেকেই হয়তো রথ জাতীয় যানের উদ্ভব হয়েছিল। আবার সিন্ধু সভ্যতায় চাকাওয়ালা গাড়ির সন্ধান পাওয়া গেলেও,যুদ্ধে চাকাওয়ালা গাড়ি ব্যবহার করা হতো না। এর থেকে এটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে সিন্ধু সভ্যতায় রথ যাত্রী বহনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলেও, যুদ্ধে তা ব্যবহার হতো না। আবার ঋকবেদে সরস্বতী নদী কে রথের মতো প্রশস্ত এবং দ্রুত বলে অভিহিত করা হয়েছে। অর্থাৎ রথ পরিবর্তনের পাশাপাশি বহমানতার প্রতীক।

বাংলা সাহিত্যে রথ ও রথযাত্রার বর্ণনাকে কেন্দ্র করে অনেক সাহিত্যিকই তাদের লেখনী নির্মাণ করেছেন। প্রথমেই যাকে দিয়ে শুরু করতে হবে তিনি হলেন বিশ্বকবি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রথযাত্রা কে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রথের রশি নাটকটি লিখেছিলেন। নাটকটি কথা শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কে তাঁর ৫৭ তম জন্মদিনে উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে লেখেনক্ষ্মতোমার জন্মদিন উপলক্ষে কালের যাত্রা নাটিকা তোমার নামে উৎসর্গ করেছি। আশা করি আমার এ দান তোমার অযোগ্য হয়নি। বিষয়টি এই রথ যাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকালের রথ অচল। মানব সমাজের সকল এর চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত; সেই বন্ধনই এই রথ টানার রশি। এই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সমন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে, মানুষের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহন রূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবেক্ষ্ম(বিচিত্রা, কার্তিক সংখ্যা ১৩৩৯)

রথযাত্রা কে কেন্দ্র করে একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হল — পথ ভাবে আমি দেব/রথ ভাবে আমি/মূর্তি ভাবে আমি দেব/হাসে অন্তর্যামী/ ।আসলে অন্তর্যামী চান তাকে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষই তাঁর কাছে যেন আসে। অর্থাৎ তিনি চান সমস্ত ভক্তই যেন তাকে প্রশ্ন করে। আসলে নাটকটির মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখাতে চেয়েছেন যাকে আমরা পেছনে রাখছি ঘৃণাভরে, তার সাথে সাথে আমরাও পেছনের দিকে চলে যাচ্ছি। সমস্ত মানুষ যখন রথের দড়ি ধরে টানতে শুরু করে তখন রথ গড়িয়ে চলতে শুরু করে। আসলে জনগণের জাগরণ হল যুগের মুক্তির জাগরণ।

প্রমথনাথ বিশীর কথাও এখানে উল্লেখ করতে হয়। তিনিও কয়েকজন ছাত্র শান্তিনিকেতনে পাঠরত অবস্থায় সুপুর গ্রামে বেড়াতে যান। সেখানে গিয়ে তাঁরা দেখেন একটি রথকে সবাই মিলে দড়ি ধরে টানছে, কিন্তু রথটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছো। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল একদল সাঁওতাল নরনারী যেই দড়িতে টান দিল তেমনি রথটি ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এই ঘটনাকে

কেন্দ্র করে তিনি লিখলেন এবং নামকরণ দিলেন' রথযাত্রা'।

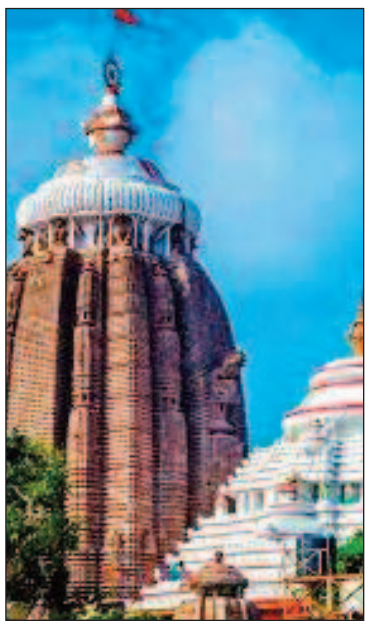

ক্ষণিকা কাব্যগ্রন্থে সুখ দুঃখ কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শুরু করলেনএইভাবে — বসেছে আজ রথের তলায়/স্নান যাত্রার মেলা/সকাল থেকে বাদল হল/ফুরিয়ে গেল বেলা। কবিগুরু এই কবিতা দেখিয়েছেন একটি মেয়ে তাল পাতার বাঁশি কিনে বাজাচ্ছে ,অপরদিকে একটি ছেলে রাঙা লাঠি কিনতে পারছে না পয়সার অভাবে। পরস্পর বৈপরীত্য আনন্দ ও কষ্টের মুখ তিনি কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি কাব্যগ্রন্থ 'শিশু' ও 'শিশু ভোলানাথ'— এখানে অনেকগুলি কবিতার মাধ্যমে তিনি দেখিয়েছেন রথ ও রথ কেন্দ্রীক উচ্ছ্বাস ,আবার সেই উচ্ছ্বাস থেকে বঞ্চিত হবার খেদ। রথযাত্রা কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখিয়েছেন রাজা সবাইকে বলছে রথ দেখতে। একজন ঝাঁটার কাঠি কুড়ানিকে যখন বলা হচ্ছে রথ দেখতে। তিনি উত্তরে বলছেন ক্ষ্মআমি কেন রথ দেখতে যাব? ঠাকুর তো রোজ পুষ্পক রথে আমার দুয়ারে আসেনক্ষ্ম। যখন জিজ্ঞেস করা হচ্ছে সেই পুষ্পক রথ কোথায়? তিনি তখন তার দরজার দুপাশে ফুটে থাকা দুটি সূর্যমুখী ফুলকে দেখাচ্ছেন।

গুপ্তি পাড়ার রথ যাত্রাকে নিয়ে কবিতা লিখেছেন প্রফুল্ল কুমার পান। তাঁর বিখ্যাত বই ক্ষ্মগুপ্তি পাড়ায় শ্রী শ্রী বৃন্দাবন জিউর আবির্ভাব ও রথযাত্রাক্ষ্ম। কবিতার মাধ্যমে তিনি লিখেছেন--গুপ্তিপাড়া - রথ - কাছি ক্রমে ছোট হয়/রথের টান কালে তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেয়/ছেঁড়া কাছি ঘরে রাখে শান্তির কারণে/কতশত মনবাঞ্ছা পূর্ণ হয় মনে/ ।এই রথ কে কেন্দ্র করে গুপ্তি পাড়ায় বাড়িতে বাড়িতে রথের দিন ও তার পরের দিন রান্না হয় না। সবাই প্রসাদ গ্রহণ করে। সেটি নিয়ে প্রফুল্ল কুমার পান লিখেছেন---লন্ডভন্ড হয়ে যায় ভোগ উপাচার/তাতে জগন্নাথে হয় চেতনা সঞ্চার/ ।এই গুপ্তি পাড়ার রথের কথা মহাপুরুষচরিতম-নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে। মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর লেখাতেও আমরা উল্লেখ পাই।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের একটি গল্প হল 'আমাকে দেখুন'। ছোটগল্পটি রথ ও রথের মেলা কে কেন্দ্র করে রচিত। পিতা পুত্র একসাথে রথের মেলায় গিয়েছে, কিন্তু মেলার ভিড়ে পুত্র কোথায় যেন হারিয়ে যায়। ছেলে হারা বাবার ছেলেকে ফিরে পাওয়ার ব্যাকুল আর্তি 'আমাকে দেখুন' ছোট গল্পে বর্ণিত হয়েছে।

উজানী কাব্যগ্রন্থের 'চন্ডালী' কবিতায় কুমুদ রঞ্জন মল্লিক লিখেছেন— অচল সে রাত চলিতে লাগিল/বুড়ি দিল যবে হাত/উল্লাসে সবে গাহিয়া উঠিল/ধন্য জগন্নাথ'/--অর্থাৎ এক বৃদ্ধা রথ দেখতে এসেছিল। কিন্তু শারীরিক কারণে সে রথের কাছে যেতে পারিনি। রথও চলছিল না, একজন পান্ডা বুড়িকে কোলে তুলে নিয়ে রথের কাছে নিয়ে গেলেন। বুড়ি যেই রথের দড়িতে হাত দিল রথ চলতে শুরু করল, এটাই হচ্ছে উজানী কাব্যের প্রথম কবিতাক্ষ্ম চণ্ডালীক্ষ্মর সারমর্ম। আবার কবি বিষ্ণুদে রথ কে কেন্দ্র করে সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। 'রথযাত্রা ঈদ মোবারক ' কবিতার শেষ লাইনে লিখেছেন শূন্য রথ যাত্রার ঈদ, শূন্য যেন বিবাহ— বাসর। আবার নব কৃষ্ণ ভট্টাচার্য রথ কে কেন্দ্র করে মজাদার কবিতা লিখেছিলেন — আমরা পয়সা কোথায় পাবো/আমরা উল্টো রথে যাব। একবার রথযাত্রা কে কেন্দ্র করে একদিন না দুদিন ছুটি থাকবে বা কবে পালন করা হবে, তাই নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হয়। ১৯২৩ সালে 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত লিখলেন 'দুই মতের পঞ্জিকার টানাটানিতে জগন্নাথ ঠাকুর মহামুশকিলে পড়ে গিয়েছিলেন, দুইদিন ছুটি দেশে গিয়ে বাবুদের রথ দেখাও হয়েছে কলা বেচাও চলেছে'।

রথ কে কেন্দ্র করে মদ্যপানে যে করা হতো, তার উল্লেখ রয়েছে কালীপ্রসন্ন সিংহের হুতুম পেঁচা গ্রন্থের 'নকশা'র দ্বিতীয় ভাগের প্রথম নিবন্ধে। '... তবে সব থেকে বেশি মন টেনেছিল এক মাতালের গান'।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রাধারানী নামে ছোট্ট একটি গল্প লেখেন। সেখানে ১১ বছরের একটি ছোট্ট মেয়ে রথের মেলায় ফুল বিক্রি করতে গিয়ে বৃষ্টিতে অনেক রাত হয়ে যায়। এক সহৃদয় ব্যক্তি তাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসে। আবার বিখ্যাত বাউল শিল্পী গোষ্ঠ গোপাল বাউল সুরের কন্ঠে রথকে নিয়ে গান রচনা করেন — আমি যাব না ,যাব না, যাব না রথের মেলাতে ও জামাইবাবু ,যাবো না রথের মেলাতে...। আবার রথ নির্মাণ শিল্পীদের নিয়ে যে পুস্তক রচিত হয়েছে সেটি হল ' বঙ্গলক্ষ্মীর ঝাঁপি'। লেখক অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

শুধু ভারতীয় লেখকেরা নয়, ভারতের বাইরের লেখকেরা ও রথকে নিয়ে অনেক লেখা লিখেছেন যেমন ১৯০৪ সালের উইলিয়াম ব্যাম্পটন পুরীর রথযাত্রা দেখে লিখেছিলেন 'এই রথ যাত্রায় এত মানুষের অংশগ্রহণ, পাগলামি, আবেগ, উচ্ছ্বাস— এর পতন অবশ্যম্ভাবী'। কিন্তু দেখা গেল ক্রমাগত রথকে নিয়ে উন্মাদনা বছরের পর বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৮০৯ সালে ক্ষ্ম দ্য কার্স অফ কেহামাক্ষ্ম নামের এক কবিতায় রবাট সাউদি নামে এক ইংরেজ কবি শ্লেষ আর ব্যাঙ্গ মিশিয়ে রথ কে নিয়ে যে কবিতাটা লিখলেন তা হল— রাস্তায় উন্মত্ত ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো পড়ে যাওয়ার ঝুঁকি নিয়ে/আর ভগবানকে ডাকতে ডাকতে/তাদের আত্মনিবেদিত শরীর গুলো সেখানেই থাকে পড়ে/তাঁর রথের রাস্তা প্রশস্ত করতে/তার ডাকে তাঁকে জগন্নাথ বলে/বিশাল রথটা গড়াতে গড়াতে চলে সবাইকে পিষতে পিষতে/

পরিশেষে বলা যায় রথযাত্রা আসলে একটি দীর্ঘ সংস্কৃতিক যাত্রা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ রথ দেখতে আসে। রথের যে মেলা হয় সেখানেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ দোকান নিয়ে বসে, জিনিসপত্র বিক্রির জন্য। রথ লোক সংস্কৃতি, সাহিত্য, স্থাপত্য ক্ষেত্রেও বিশেষ নিদর্শন হিসাবে রয়েছে।